এব্রাহাম লিঙ্কন

এমিল লুডউইগ

অনুবাদক :
প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

/—দুই টাকা—

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীসুমথনাথ ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত
এবং নিউ সরস্বতী প্রেস, ১৭ ভীম ঘোষ লেন, কলিকাতা হইতে সুরেন্দ্রনাথ পান কর্তৃক মুদ্রিত



লিঙ্কন পুত্র টমাসকে নিয়ে বাইবেল পড়ছেন

এব্রাহাম লিঙ্কন

শীতের ঝোড়ো হাওয়া কেবিনটার চারপাশে গর্জন করছে। পরিষ্কৃত বনভূমির উপর দিয়ে ঝঞ্ঝা বয়ে চলেছে আর তারই দাপটে যে কয়টা বিরাট গাছ এখনও দাঁড়িয়ে আছে, তারাও আর্তনাদ করে উঠছে। জঙ্গল পরিষ্কার করে' এখানে যারা বাস করতে এসেছে তারা এই ঝড়ে অভ্যস্ত। কেবিনের মধ্যে তাই তারা অঘোরে ঘুমুচ্ছে, কোন শব্দই তাদের কানে লাগছে না। সারা দিনের দীর্ঘ পরিশ্রমে বাপ মা ছেলে মেয়ে সকলেই পরিশ্রান্ত।

কেবল একজন বাদে। সে চার বছরের একটি ছোট্ট ছেলে। বাতাসে ছিটকে পড়া একটা পাথরের টুকরোর শব্দে তার ঘুম ভেঙেছে। হাতে-কাটা অসমান কাঠের বরগা ও চিমনির ফাঁকে এমন পাথর কত ছিটকে আসছে আর মেঝের পাটাতনের উপর ধপ্ ধপ্ করে পড়ছে। শুকনো পাতায় ভরা থলের উপর সে তার ছোট বোনটির পাশে ঘুমিয়েছিল। তার গায়ের উত্তাপটুকু নেবার জন্য সে বোনের কাছ ঘেঁসে আসে—দুজনের পায়ের আঙুলে আঙুলে ঠেকাঠেকি হয়ে যায়। তবু ভাল যে ঘরের ভিতর আগুনটা এখনও একটু মিটমিট করছে। ঘরের চারপাশ দেখে দেখে সে বেশ খেলা করতে পারবে।

হাতের কাছেই একটা জিনিসে তার চোখ পড়ল—সোনার রংয়ে ঝিকমিক করছে। মা বলেন স্বর্গ যেন এই রকমের সোনায় আলো হয়ে আছে। বড় কাঠের বালতিতে জলটাই এমন ঝকঝক করছে; প্রতি সন্ধ্যায় কাছের ছোট নদী থেকে তার মা ঐ জল নিয়ে আসেন। আগুনের আভায় দেওয়ালের গায়েও আর একটা জিনিষ চক্‌চক্ করছে। সেটা তার বাবার কুড়ুল। ছোটদের ওটা ছুঁতে মানা। ভয়ানক ধার ঐ কুড়ুলের, ধরতে গেলে তুমি আনবার

আগেই হয়ত একটা আঙ্গুল কেটে যাবে। ঐ কুড়ুলের নীচে মায়ের পাশে বাবা খুব ঘুমুচ্ছেন। আবার তাঁর নাক ডাকছে !

ছোট ছেলেটির ভাবনাগুলি ঘুরতে ঘুরতে এবার তার জননীতে কেন্দ্রীভূত হ'ল। একদিন মায়ের পাশে সেই শুতো, এই কথা মনে করে' একটি না পাওয়ার বেদনা তার মনে উঁকি দিল। তার সবচেয়ে পুরোনো স্মৃতি মায়ের গরম গায়ের পাশে শুয়ে থাকার। সেই হারিয়ে যাওয়া উত্তাপের স্মৃতি যেন তার এখনকার শীতটাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। সাধ হয় মাকে সে ডাকে, কিন্তু বাবা যে তাকে বারণ করেছেন। এখনি হয়ত সব ঠিক হয়ে যাবে। তার বোন সারার গায়ের কম্বলটা সে নিজের উপর খানিকটা টেনে নেয়। হ্যাঁ, এখন বেশ গরম মনে হচ্ছে। চোখের পলকে খোকা নিজেই আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

যখন সে আবার জাগল, ঘরের আগুন তখন জলজল করছে। সারা তখনও ঘুমিয়ে আছে, আর মা আগুনের কাছে দাঁড়িয়ে দুধের মধ্যে গরম জল ঢালছেন, কারণ তাদের তিনটে গরুর একটা সম্প্রতি মারা গেছে। শিশুটি সে কথা জানে ; চোখ কান তার সজাগ, চারপাশে যা কিছু ঘটে, তার খবর সে নেয়। বাবা নিশ্চয় এখন খামারে চলে গেছেন, তবু মাকে সে যখন সে কথা জিজ্ঞাসা করে, মা কোন উত্তর দেন না, তাঁর অনেক কাজ।

মনস্থির ক'রে খেলার ছলে খোকা এবার নিজের পায়জামা, জ্যাকেট ও জুতো পরে' নিলে—সবই বাকস্কিনের তৈরী। বাবা নিজের হাতে হরিণের ছাল ছাড়িয়ে, চামড়ার সংস্কার করেছেন ; মা সেলাই করে দিয়েছেন ; এই হরিণের চামড়া ছাড়া এখানে কেউ আর কিছু পরে না।

এরা সীমান্ত প্রদেশের লোক ; নতুন জগৎ আমেরিকার অর্দ্ধাংশ যখন অক্ষত বনানী ছিল তখন এরা বাস করত কেন্‌টাকিতে। এর দু'হাজার বৎসর পূর্বে, যাকে প্রাচীন জগৎ বলা হয়, সেও ছিল এমনই বনভূমি। এ অঞ্চল অনুর্বর, এমন কি এ অংশটাকে অনেকে মরুভূমিও বলে। কেউ যদি কৃষির কাজ করতে চায় তবে তাকে প্রথমে বিরাট বিরাট গাছগুলো কেটে জমি পরিষ্কার

করতে হবে, এবং লম্বা নলওয়ালা বন্দুকের সাহায্যে তার বেশীর ভাগ খাবার সংগ্রহ করতে হবে।

খোকার বাবা সামনের দিকে এগিয়ে আসছেন—দাড়িওয়ালা, ময়লা, লম্বা লোকটি; নিজের হাতে গুলি করা জানোয়ারের চামড়ায় তৈরী তাঁর পোষাক। তাঁর পেশা ছুতোরের, কিন্তু সে কাজের চেয়ে শিকারীর জীবনই তাঁর ভাল লাগে। অবশ্য যখন বাড়ীতে কাজ করেন তখন প্রতিবেশীদের জন্য চেয়ার টেবিল তৈরী করে দেন। লোকটি এসে আগুনের পাশে বসলেন, এবং মা খাবার এগিয়ে দিতেই ব্যস্ত হয়ে মাটির থালা থেকে খেতে আরম্ভ করে দিলেন। খোকা তাদের দুজনের দিকে চেয়ে ভাবে যে, তার বাপের চেয়ে মাকেই বেশী ঝক্কি পোয়াতে হয়।

* * * * *

খোকা যখন পাঁচ বছরে পড়ল তার অস্থিরমতি বাবা বাড়ী ছেড়ে সবাইকে নিয়ে এগিয়ে চললেন আরো এগারো মাইল উত্তরে। সেখানে গাছগুলি যেমন উৎকৃষ্ট, মাটিও তেমনি সরেস। চঞ্চলা ছোট প্রবাহিণীর ধারে নতুন কেবিন গড়ে উঠল। গরমের সময় জীবন এখানে বেশ আরামের; রাত্রে আর ঠাণ্ডা নেই, আর খাবারও প্রচুর, কারণ বনে শিকারের পশু-পাখী অনেক। কাঠের এই কেবিনের অনতিদূরে ভিন্ দেশে যাবার বড় রাস্তা। সেখানে কত কি দেখতে পাওয়া যায়—দুটি সহরের যোগসূত্র এই পথটি। খোকা ক্রমে যত বড় হয়, সেই সহর দুটির নাম জানে, লুইভিল আর ন্যাশভিল। যাত্রীবাহী ঘোড়ার গাড়ী পথ বেয়ে চলে, কখনও একদিনে কয়েকখানা; বয়স্ক ও শিশুতে এবং তাদের জিনিষপত্রে ভরা গাড়ীগুলো সব সময়ে এগিয়ে চলে অস্তগামী সূর্য্যের অভিমুখে। ঘোড়ায় চড়ে কত লোক যায় সহরের দিকে, সঙ্গে তাদের শস্যের থলে। অপরেরা ফিরে আসে সহর থেকে, বাক্সভরা বিচিত্র বস্ত্র-সম্ভার নিয়ে। কখনও কখনও সৈন্যরাও চলে এই পথ দিয়ে; বাবা বলেন তারা যুদ্ধ থেকে ঘরে ফিরে যাচ্ছে। একবার একটি লোক এসেছিল, কি সুন্দর তার পোষাক—যা

বল্লেন সে সব পশমের তৈরী। ছেলেটি আজকাল বাপের কাছে সুদূর পশ্চিমের সরেস জমি ও তার সস্তা দামের কথা শোনে।

শিশুদের যতক্ষণ খুসী ততক্ষণ কিন্তু তাদের রাস্তায় খেলতে দেওয়া হয় না। মা তাদের বাড়ীতে ডেকে নেন, কখনও বা বাগানের আগাছা তুলতে লাগিয়ে দেন, কখনও বা ফল অথবা ব্যাঙের ছাতা সংগ্রহ করতে বলেন। এগুলিকে শুকিয়ে নিয়ে তিনি শীতের ভাঁড়ার জমিয়ে তোলেন। খোকা ছয় সাত বছরের হ'লে বাপ তাকে নিয়ে চল্লেন মাঠে, খেলতে নয়, কাজে অংশ গ্রহণ করবার জন্য। উঁচু আর নীচু, উঁচু আর নীচু! করাত দিয়ে কাঠ চেরা বড় ক্লান্তিকর কাজ, কিন্তু কাজটা ভাল করে শিখতে হবে তো। বাড়ীতে বোন সারা মায়ের সঙ্গে গরু দোয়, কোনদিন বা সন্ধ্যা বেলায় কাপড় বোনে। কিন্তু রবিবার দিন সবাই কেবিনের সামনে বসে আর মা গান করেন; খুব জোরালো না হলেও গলাটি তাঁর বেশ মিষ্টি। কখনও বা তিনি বাইবেলের গল্প বলেন—নিরক্ষর লোক সুলভ অদ্ভুত তাঁর স্মরণশক্তি। শৈশব থেকে পরিচিত হবার ফলে ছেলেটির কথাবার্তায় সারাজীবন বাইবেলী ভাষার শব্দ-সমষ্টি মিশে রইল।

ছেলেটির এক মাসি আর মেসো নিকটেই বাস করতে এলেন। মাসীকে তার বড় ভাল লাগে। প্রাণবন্ত মানুষটি চলায় বলায় বেশ চটপটে, বুদ্ধিমতী। মাথার চুল পাকলেও তাঁর গঠন বেশ দৃঢ় এবং খোকার মায়ের চেয়ে তাঁর স্বাস্থ্য ভাল। যৌবনে তিনি অনেক দূরদেশে ঘুরেছেন এবং যে মহাযুদ্ধে মার্কিনরা ইংরেজের উপর একহাত নিয়েছিল, তার অনেক ঘটনা তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন; তাই শিশুদের তিনি অনেক গল্প বলতে পারেন। তিনি বাইবেল পড়তে পারেন, এমন কি এত সহজে ও স্বচ্ছন্দে লিখতে পারেন যে দেখে কেউ ভাবতে পারে না যে তিনি খামারে আর বাগানে ঐ হাতে কাজ করেছেন।

"আমিও বই পড়ব," ভাবে খোকা, "আর মাসীর মত লিখবও!" তাই খোকা স্কুলে চল্‌ল—চার মাইল যেতে আর আসতে। কাঠের এক কুঁড়ে ঘরে

স্কুল বসে। তাদের নিজেদের কেবিনের চেয়ে বেশী বড় নয়, মেঝেও মাটির, তবে ঘরে জানালা আছে, আর আছে বড় একটি অগ্নিকুণ্ড। শিক্ষক একজন স্থানীয় আইরিশম্যান। ছেলেমেয়ের হাতে হাতে একখানি বই ঘোরে—শিক্ষক তাদের অক্ষর চিনিয়ে দেন এবং বার বার কথাগুলি বানান করতে শেখান। এর নামই তো পড়া—তাই তো? অক্ষর আর শব্দ, বর্ণ এবং কথা—এখনও কোন গল্প পাওয়া যাচ্ছে না। মাসীর মত লিখতে পারা? এখন অবধি লিখতে শেখাই হয় নি!

নতুন বছরে আবার অনেক ব্যাপার ঘটল; খোকার বাবাকে সরকার পথের সার্ভেয়ার নিযুক্ত করলে। মাঝে মাঝে বাপের সঙ্গে সহরে গিয়ে সে শোনে ইণ্ডিয়ানার কথা, চমৎকার উর্বর দেশ, কেনটাকীর উত্তর দিকে, আর শোনে মহানদী ওহায়ো-র কথা, এই দুইটি রাষ্ট্রের মধ্য দিয়ে যা বয়ে চলেছে। রাজপথের জরীপকার বা তত্ত্বাবধায়করূপে খোকার বাবাকে মাঝে মাঝে পুলিশের কাজও করতে হয়। ঘরে বসে ছুতোরগিরি করা ছাড়া আর সব কাজই তাঁর ভাল লাগতো বলে' তিনি ঘুরেও বেড়াতেন খুব—আদরও ছিল তাঁর সর্বত্র, কারণ তিনি বেশ জমিয়ে গল্প বলতে পারেন। অবিলম্বে খোকা লক্ষ্য করল যে তার বাবার একই গল্প দ্বিতীয়বার বলবার সময় অনেক বদল হয়ে যায়!

পথে যখন কোন নিগ্রোর সঙ্গে দেখা হয় বাবা তার কাগজপত্রের—পথে চলবার অনুমতিপত্রের তলব করেন। বিস্ময়ে খোকা বলে, "বাঃ, তুমি কি ওসব বুঝতে পারো?"

একবার তার বাবাকে কয়েকজন কয়েদীর ভার নিতে হ'ল। কয়েদী কি—না, দুষ্ট লোক, পায়ে তাদের বেড়ী। অন্ধকার, ছোট কয়েদ ঘরের দরজার তালা প্রকাণ্ড, মরচে ধরা একটা চাবি দিয়ে খুলে' বাবা যখন কয়েদীদের তার মধ্যে ঢুকতে বলেন, খোকা তখন এই সব দুষ্ট লোকের হিংস্র চোখের ভ্রূকুটি দেখে ভীষণ ভয় পায়। সে ঘরেই তারা থাকল, বন্ধ দরজার পিছনে। দুষ্ট লোক?

তাদের জন্য কিন্তু ছেলেটির মন খারাপ হয়ে যায়। তা হ'লে একদল লোক আছে যারা অপর লোকের পায়ে লোহার বেড়ী পরায়। খাবার আর নুন কেনবার জন্য তার বাবাকে যে বড়লোকেদের ফরমাসে চেয়ার তৈরী করতে হয় আর তার মাকে সেলাই করে' দিতে হয়, তার চেয়েও কিন্তু এ কাজ অনেক খারাপ।

ক'দিন ধরে মা খুব মনমরা হয়ে আছেন, ছেলেমেয়েরা শেষে জানতে পারলে কি হয়েছে। বাবা তাদের কেবিন আর খামার বিক্রী করে দিয়েছেন। তিনি এবার ইণ্ডিয়ানায় যাবেন, সেখানে জমি খুব সরেস। কাজ কম অথচ উপার্জ্জন সহজ, এই তার ভাল লাগে। উত্তরে তাদের জন্য কোন্ সৌভাগ্য অপেক্ষা ক'রে আছে তা কে জানে?

পিজিয়ন ক্রীকে খোকাদের নতুন বাড়ী কেনটাকীর কেবিনের চেয়ে অনেক প্রশস্ত হবে আর আলো থাকবে। বাবা এবং তাঁর আত্মীয়েরা নিকটে একটা চালায় বাস করে' সকলে মিলে বাড়ী তৈরীর কাজে লেগেছেন। আগামী সৌভাগ্যের প্রাচীন মোহে কাকা কাকীমা এবং তাঁদের এক সন্তান এই নতুন অঞ্চলে এসে জুটেছেন। বাবার মেজাজ এখন সর্ব্বদাই প্রসন্ন। ভাগ্য ফিরেছে, এইবার তিনি বড়লোক হতে চলেছেন। এখানে শিকার খুব চমৎকার, পশু-পক্ষী চারদিকেই।

ছোট একটি পাহাড়ের উপর খামার, তার চারপাশে জলা বন-জঙ্গল। পুরানো বাড়ীর তুলনায় এখানে প্রাণের প্রাচুর্য্য ও চলাফেরা অনেক বেশী। বুড়ো দাদু দিদিমা, বংশগত উপাধি তাঁদের স্প্যারো। তাঁরাও ইণ্ডিয়ানায় এসেছেন, সঙ্গে তাঁদের আঠারো বৎসর বয়সের পালিত ছেলে, ডেনিস হ্যাঙ্কস। জঙ্গল মুক্ত ভূমিতে বাস করবার দায় থেকে মুক্তি পাবার জন্য এই লোকগুলি বনে জঙ্গলে এসে জড়ো হচ্ছেন। সেখানে লাঙ্গল চালাবার আর শস্য বপন করবার আগে গাছ কেটে জমি পরিষ্কার করতে হয়, কষ্ট করে' গাছের গুঁড়ি ফেলা,

চাই। চাষের কাজে ছোটদেরও হাত লাগাতে হয়, বিশেষ করে এদের মতো বলিষ্ঠ ছেলেকে—বসন্তে রোপণ আর শরতের প্রারম্ভে শস্য কাটার কাজে। সব ঋতুতেই ছেলেটিকে তার মায়ের সাহায্যে লাগতে হয় এবং ক্রমে তাঁর বদলে তাকে কুড়ুলের চেপ্টা অংশ দিয়ে পিটে শস্যের দানা বার করা, শূকরদের খাওয়ানো, গরু দোয়া, কাঠ ও জল আনা, সব কাজই করতে হবে। এমন করেই জীবনের চাকা চলে দিন থেকে দিনে, বছর থেকে বছরে।

এই নতুন বাড়ীতে আসবার দু'বৎসর পরে এক অক্টোবর মাসে এখানে এক জটিল জ্বর দেখা দিলে—মারা গেল পশু ও মানুষ। ঘোড়াগুলো আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না ; ভেড়ারা মাটিতে পড়ে' ছটফট্ করে ; পুরুষ, নারী ও শিশুরা রোগগ্রস্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে কাতরায়। ডাক্তার ডাকবে? সবচেয়ে কাছে যে ডাক্তার থাকেন, তাঁর ঘর পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে ; আর তাঁর নিজের অঞ্চলের কাজ করেই তাঁর কোন ফুরসুৎ নেই।

প্রতিবেশীরা মারা যায়। তাঁদের চালাঘরে শুকনো পাতার বিছানায় দিদিমা দাদামশাই মারা গেলেন। এবার এল মায়ের পালা। মায়ের অপুষ্ট, দুর্বল রোগা শরীর, যক্ষ্মার ঝোঁকও আছে, তা ছাড়া তাঁর বাঁচবার ইচ্ছাই যেন কম। রোগ তাঁকে শেষ করল। খোকার এখন দশ বছর বয়স ; পাণ্ডুক্ষীণ দেহ মায়ের শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে সে মাকেও কোন সাহায্য করতে পারে না, নিজেকেও সামলাতে পারে না।

মাকে মাটির নীচে কবর দেবার পর ছেলেটি যখন ঘরে ফিরে মায়ের শয্যা শূন্য দেখল, তখন তার ভাবুক মন সে নির্জনতায় অভিভূত হয়ে গেল। তাদের দুজনের মধ্যে একটি গোপন একাত্মতার বোধ সহজেই তার মনে উঠল এবং এই বিচ্ছেদ বেদনায় তা তীক্ষ্ণ হয়ে বাজল। এ বেদনা থাকবে তার সারা জীবন।

এক বৎসর পরে বাবা একদিন বেরিয়ে পড়লেন ; বলে গেলেন, তিনি সহরে যাচ্ছেন এবং কিছুদিনের মধ্যে আর ফিরবেন না। ছেলেমেয়েকে তিনি হয়ত

হলে গেলেন যে তাদের জন্য তিনি একটি নতুন মা আনতে যাচ্ছেন, কিম্বা তাদের খুড়তুতো ভাই হয়ত কোন আলোচনা শুনতে পেয়েছিলেন। দারুণ উদ্বেগে এগারো বছরের ছেলেটির এক পক্ষ কাটলো, কারণ বিমাতাদের সম্বন্ধে সে অনেক গল্পই শুনেছে।

ডিসেম্বরের এক সন্ধ্যায় তার বাবা ফিরে এলেন। চারটে ঘোড়ার চমৎকার এক গাড়ী চড়ে' এলেন তিনি কেনটাকী থেকে। ছেলেমেয়ের বুক দুরদুর করছে উদ্বেগে। কেমন লোক নতুন মা? বলিষ্ঠ গঠন, উজ্জ্বল চেহারা, কিছু বাচাল প্রকৃতির এক নারী নামলেন গাড়ী থেকে; মাথায় তার কোঁকড়া চুল, মুখখানিও হৃষ্ট। কিন্তু সঙ্গে আবার ওরা কারা? খামারের ঘর থেকে উঁকি মারছে যে দুটি শিশু, তাদের যেমন ভাবনা, গাড়ীর ছতরির নীচে থেকে যে তিনটী শিশু সশঙ্ক দৃষ্টি দিচ্ছিল, তাদের উদ্বেগও তেমন; আর হয়ত সবচেয়ে অস্বস্তি বোধ করছিলেন খোকার বাবা। যাই হোক, তিনি নবাগত শিশুগুলিকে সঙ্গে করে' এনে এব ও সারার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন—নাম তাদের জন, সারা ও ম্যাটিলডা। আর একটা সারা!

এত সলজ্জভাবে যাদের পরিচয় হয়েছিল, কয়েক দিনের মধ্যে দেখা গেল তারা বেশ অন্তরঙ্গভাবে একসঙ্গে খেলায় মেতেছে। এব্ ও সারা ক্রমে জানলে যে তাদের নতুন মায়ের নামও সারা। এই তৃতীয় সারা অবিলম্বে কাজে হাত দিলেন এবং সব গুছিয়ে ফেলতে লাগলেন।

দ্বিতীয় মিসেস লিঙ্কন যে পড়তে পারতেন তার কোন প্রমাণ না থাকলেও তিনি লেখাপড়ার মর্য্যাদা বুঝতেন এবং স্থির করলেন সব কয়টি ছেলেমেয়েই স্কুলে যাবে। এ ব্যবস্থায় তিনি খোকার খুব প্রিয় হয়ে উঠলেন, কারণ বইয়ের মধ্যে যে সব সম্পদ গুপ্ত আছে তা উদ্ধার করবার শক্তি সংগ্রহে ছেলেটির চির-আগ্রহ। বিশেষ করে' এই স্পৃহা তার মনে দীপ্ত হ'ত যখন সে পাদ্রী কিম্বা জরিপকার বা উকিল, যিনি মাঝে মাঝে কাজের সূত্রে এ পথে আসতেন, তাঁদের কথাবার্ত্তা শুনতো।

মুস্কিল কিন্তু কাগজ নিয়ে, যেমন দুর্লভ, তেমন তার দামও চড়া। খোকা তাই যখন তার কিছু লিখতে ইচ্ছা হয় তা প্রথমে একটা কাঠের বাক্সের ডালায় কাঠকয়লা দিয়ে ছকে নেয়; যদি সেটা তার মনের মতো হয় তখন বহুমূল্য কাগজে সেটি সে আবার লেখে। এইভাবে অল্প বয়স থেকে বক্তব্যের অত্যাবশ্যক কথাগুলি স্থির করে নেবার এবং সংক্ষেপে নিজের ভাব প্রকাশ করবার অভ্যাস তার গ'ড়ে যায়। এইভাবে এব্রাহাম লিঙ্কন লিখতে শিখেছেন।

শিক্ষায় ছেলেটির চির আগ্রহ। অবশ্য বিরাট পণ্ডিত হবার তার কোন সাধ নেই। সে চায় বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করতে; মানুষের প্রকৃতি, বিশেষ করে তার নিজের স্বভাব বোঝবার স্পৃহা তার মধ্যে প্রবল। হাতের কাছে যা কিছু পায় সে পড়ে নেয়; অবশ্য তা স্বল্পই, তাছাড়া যতক্ষণ দিনের আলো থাকে তার মধ্যে তার পড়বার অবকাশও কম, আর রাত্রে আলোই বা কোথায়? গ্রীষ্মকালে যখন গোধূলির আলো দীর্ঘস্থায়ী হয়ে যায়, সে হাঁটু গুটিয়ে বারবাড়ীর নীচু চালার তলায় মাটিতে বসে' পাতার পর পাতা পড়তে থাকে; রাত্রে আগুনের পাশে উবু হয়ে বসে' সে এমনি করে বই পড়ে।

এই সুদূর পশ্চিমাঞ্চলে দৈবাৎ যা কিছু এসে জোটে তার জ্ঞানের ক্ষেত্র তাতেই উন্মুক্ত হয়ে যায়—আধ খোলা দরজা দিয়ে যেন সে অনেক কিছুই দেখে। "দি পিলগ্রিমস্ প্রগ্রেস" থেকে সে পায় আত্মোপলব্ধির প্রথম প্রেরণা; "রবিন্‌সন ক্রুশো" যেন তারই সীমান্ত প্রদেশের জীবন ধারার একটি ঘনীকৃত বর্ণনা; এবং বাইবেল তার অতি শৈশব থেকে একটি শাশ্বত সুরধারার মত বারংবার তার জীবনে ধ্বনিত হয়। মাঝে মাঝে অতিথি আসেন, তাঁরা কিছু বই দিয়ে যান। তার মধ্যে একখানা ছিল ঈশপের উপকথা—মানুষের দুর্বলতার উপর মৃদু বিদ্রূপের সঙ্গে এই তার প্রথম পরিচয়; এতে তার বুদ্ধি শাণিত হয়, অবশ্য সেই সঙ্গে মানুষের উপর তার সহানুভূতিও বেড়ে যায়। উইমস্ রচিত ওয়াশিংটন এবং ফ্র্যাঙ্কলিনের জীবনীতে স্বাধীনতা সংগ্রামের বহু কাহিনী তার গল্পের ভাণ্ডার পূর্ণ করে; আগে কেবল বাপের কাছে শোনা

গল্পের উপরই তাকে নির্ভর করতে হ'ত। সহর থেকে মাঝে মাঝে পুরানো খবরের কাগজে মোড়া পুলিন্দা আসে—এই মোড়ক কাগজটি থেকে চলতি খবর ও প্রাত্যহিক জীবনের টুকিটাকির সন্ধান সে পায়।

লোকেদের যে সব কথাবার্তা সে শোনে, যে সব খবরের কাগজে সে চোখ বুলায় তার মধ্য দিয়ে অবিরামভাবে দক্ষিণ দেশে যে ক্রীতদাস প্রথা প্রচলিত আছে সে কথা তার কানে আসে। আর পিজিয়ন ক্রীকে তাদের বাড়ীর অনতিদূরে যে ছোট গির্জাটি তার চোদ্দ বছর বয়সের সময় তৈরী হ'ল, তাতেও দাস প্রথা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়।

সামাজিক অভিজ্ঞতার পরিধি সংকীর্ণ হলেও বৎসরের পর বৎসর তার জ্ঞানের বৈচিত্র বাড়ে। কখনও কখনও সে ওহায়োতে যায়; সেখানে খুব লোক চলাচল। যত রকমের সম্ভব নৌকা; ভেলা প্রভৃতি জলযান নিয়ে সেই নদী-পথে পথিকদের দল পশ্চিমদিকে এগিয়ে চলেছে।

বেশীর ভাগ নৌকা চলেছে স্রোতের মুখে, দূরে সমুদ্রের দিকে, যেখানে বিরাট মিসিসিপির মোহনা। নিজেদের পণ্য বিক্রয়ের জন্য ব্যবসায়ীরা সব চলে দক্ষিণ দিকে; সেখানে নানা পণ্যের বেশ চাহিদা আর অর্থও প্রচুর, কারণ সেখানে তুলা হ'ল সম্পদ—ক্রীতদাসের শ্রমে যে তুলার ফসল ফলে।

ষোল বৎসর বয়সে ছেলেটি এমন বলিষ্ঠ হয়ে উঠল যে সে অঞ্চলে সে সবচেয়ে ভাল কুড়ুল চালাতে পারে বলে' তার নাম রটল। যখন তার সতের বৎসর বয়স তখন সে লম্বায় ছ'ফুট চার ইঞ্চি। এবার আর একটা স্কুলে কয়েকমাস পড়বার সুযোগ হ'ল, এটা তার তৃতীয় পাঠশালা। এখানে পুরানো প্রথামত পড়া লেখা আর হিসেব কষা সে কিছু শিখলে; অবশ্য হিসেব জুড়লে এই তিন স্কুলে তার গোটা এক বৎসর পড়া হয় নি। যদিও সে বেশ তর্‌তর্ করে' লিখতে শিখেছে, হাত তার ভয়ানক কড়া-পড়া; কলম চালানর চেয়ে সে করাত বা র্যাঁদা, লাঙ্গল বা কুড়ুল, বিশেষ করে শেষটায় বেশী ওস্তাদ। জঙ্গলের

সবচেয়ে বড় গাছটাকে কেটে মাটিতে ফেলবার দরকার হলে, সবার আগে ডাক পড়বে এব্রাহাম লিঙ্কনের।

ম্যালেরিয়ার প্রকোপ এবং অপরিমিত খাটুনির ফলে তার অসুরের মত দীর্ঘল দেহ খুব কৃশ, মাংসহীন; তবে বুক চওড়া বেশী না হলেও, বেশ পুরন্ত। কাঁধ দুটো তার সামনের দিকে ঝুঁকে থাকে এবং মায়ের মতই তার মুখ শুকনো পাণ্ডুর, কম বয়েস থেকেই রেখাবহুল, মুখাবয়ব বড় স্থূল। কাজে কাজেই কিশোরী মহলে এব্রাহামের রূপের কোন আদর নেই। তার মাথার বীরোচিত উন্নত গঠন, তার বড় নাকের পুরুষোচিত দৃঢ়তায় তারা মুগ্ধ হয় না; তার পাতলা দুই ঠোঁটের নীরব আন্তরিকতা, তার সন্ধানী ধূসর দুটি চোখের মৌন মুখরতাও তারা বুঝতে পারে না।

চলনে বলনে সে খামখেয়ালী এবং কিছুদিনের মধ্যেই তাকে সকলে অদ্ভুত বলে' ধারণা করলে। মাঠে হয়ত কাজ করছে, হঠাৎ সে হাতের কোদাল বা শাবল ফেলে দিয়ে পকেট থেকে বই বার করে নীচের ঠোঁট উল্টে পড়তে শুরু করল—একমনে পড়তে গেলেই তার নীচের ঠোঁট এমনি বেরিয়ে যায়। এখন আবার সে চেঁচিয়ে পড়তে সুরু করেছে যেন সঙ্গীদের শোনানই তার উদ্দেশ্য। কখনও বা সবাইকে কাজ বন্ধ করতে জিদ করে' একটা বেড়া বা পাথরের উপর বসে তাদের সঙ্গে নানা আলোচনা জুড়ে দেয়। প্রথমটা সকলের একটু আশ্চর্য্য লাগে; অনতিবিলম্বে তারা বুঝতে পারে এর নতুন কিছু বলবার আছে, তা হোক সে নদী বা নির্বাচন সম্পর্কে, অথবা পুরাণো দিনের সম্বন্ধে। তবু তার বলবার অদ্ভুত ধরণে তাদের সকলেরই হাসি আসে, কারণ সে সব কথাই ঘুরিয়ে গল্পের আকারে বলে; এ কায়দা সে বাপের কাছ থেকে শিখেছে, ঈশপেরও অনুকরণ করে এ সময়।

আর একটা বিচিত্র ভঙ্গী ছিল তার; কাজ করতে করতে প্রত্যক্ষ কোন কারণ না থাকলেও সে হঠাৎ সরবে হাসতে থাকে, আর যদিও বা কারণ থাকে তা সে তার বিমাতা ব্যতীত আর কারো কাছে স্পষ্ট নয়। তিনি বলতেন

এবং কোনদিন মিথ্যা কথা বলেনি। যেহেতু তাকে সতেরো বছর বয়েসের মধ্যে অনেক অবিচার সহ্য করতে হয়েছিল এবং গরীবের ছেলের ভাগ্যে কত অবিচার আসে তা সে বুঝেছিল, সেহেতু শরীরের শক্তি দিয়ে অপরকে অবিচারের দুর্ভোগ থেকে রক্ষা করতে সর্বদাই প্রস্তুত থাকতো। এই সুরে তার মন বাঁধা ছিল বলে' কাছাকাছি গ্রামে কোথাও পঞ্চায়েত বসলেই সে নিবিষ্ট হয়ে বিচার শুনতো। একজন রেড ইণ্ডিয়ানকে খুন করেছে ব'লে অপরাধীকে কি ফাঁসীর হুকুম দেবে ? তার নিজের অজ্ঞাতসারে ইণ্ডিয়ানদের প্রতি তার মনে সহানুভূতি দানা বেঁধেছে, কারণ তাদের পিতৃপুরুষের ভূমি থেকে তাদের বিতাড়িত করা হয়েছে। জাতি হিসাবে তারা নির্জিত। সেই সঙ্গেই তার মনে জাগতো যে, মন যা বলছে, বুদ্ধি খাটিয়ে তার বিচার করা দরকার, যে সাক্ষ্যপ্রমাণ সে শুনছে তা স্থিরভাবে পরীক্ষা করা উচিত। এই ভেবে সে একখানি আইনের বই সংগ্রহ করলে "ইণ্ডিয়ানার সংশোধিত আইনাবলী" এবং এইভাবে ব্যবহার শাস্ত্রের সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় ঘটে। একদা এক নামজাদা ব্যবহারজীবীকে ওকালতি করতে দেখে ভবিষ্যতে একদিন এ ধরণের বাগ্মীর সমকক্ষ হবার সাধও তার মনে জাগে।

খানিকটা স্বাবলম্বী হবার জন্য বাড়তি কিছু অর্থ উপার্জনের দরকার। লেখার চেয়ে সবল বাহু দুটো ব্যবহার করে সে একাজ অনেক ভাল পারবে। হাতে খুব জোর থাকলে তবে দুজন যাত্রী ও ভরা নৌকা বেয়ে ওহায়ো নদীর মাঝখানে গিয়ে তাদের ষ্টীমারে তুলে দেওয়া যায়। বিনিময়ে যাত্রীরা তাকে দুটো রূপার মুদ্রা ছুঁড়ে দিলে। দুটো আধ ডলার! মাত্র এইটুকু কাজের জন্য এত পাবার স্বপ্নও সে কোনদিন দেখেনি।

বহির্জগত আপন কক্ষপথে সরবে ছুটে চলেছে ; অপেক্ষমান যুবার জন্য অনতিবিলম্বেই সেখান থেকে ডাক আসবে। যুবা লিঙ্কন নদীতে তার শক্তি ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে ; এক ধনী কৃষক তার শস্যাদি নিয়ে নিউ অরলীন্স সহরে যাবার জন্য তাই তাকে কাজে নিলে। এই জঙ্গল ও তার ছোট ছোট

গ্রামের আওতা ছেড়ে মিসিসিপি নদ ও হয়ত বা সমুদ্র দেখবার এই তো সুযোগ।

এব্ আগ্রহান্বিত এবং প্রস্তুত। সে আর সেই কৃষকের ছেলেতে মিলে একটা তলা-চেপ্টা নৌকা তৈরী করলে; তার বলিষ্ঠ কাঁধে বয়ে নৌকায় নিলে শূয়োরের মাংস, ময়দা এবং শস্যের ভার, দক্ষিণদেশে এই সব বেচে তুলো, তামাক ও চিনি কিনে আনবে এই তার মতলব

ওহায়ো নদী যেখানে শেষ হয়েছে সেই কায়রো সহরে যখন তারা উপস্থিত, তখন সকল নদীর উৎসস্থলের অবিশ্রান্ত বিস্তৃতি ও হলদে ঘোলা জল তাদের চোখে ভেসে উঠল। এইবার দক্ষিণ যাত্রাপথে নতুন মানুষ ও ভূদৃশ্য, অভিনব ধরণের গাছ ও পাখী তাদের অভিনন্দন জানালে।

সে ও তার সাথী নিউ অরলীন্সে মাল খালাস করে' সেই প্রকাণ্ড সহরের রাস্তায় ঘুরে ঘুরে সব দেখতে লাগল। শ্বেতকায়, কৃষ্ণকায় ও মিশ্রজাতির লোকদের ভিড় সর্বত্র। অদ্ভুত পোষাকপরা য়ুরোপীয়ানরা গাড়ী চড়ে যাচ্ছে, বিচিত্র সুন্দর সাজে মেয়েরা হেসে হেসে ফিরছে, আর হাতপাখায় হাওয়া খাচ্ছে। দেখলে মনে হয় সকলেই যেন প্রফুল্ল, আশাপূর্ণ, স্বাধীন এবং পুরোপুরিভাবে জীবনকে উপভোগ করছে। কিন্তু ঐ কালা আদমীরা? একটি প্রাচীর পত্রের বিজ্ঞাপনে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল: "যে কোন ধরণের নিগ্রোর জন্য আমি সব সময়ে সব চেয়ে বেশী নগদ দাম দিব এবং দালালির পরিবর্তে নিগ্রো বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিব—নিগ্রোদের রাখিবার জন্য আমার একটি জেলখানা ও ঘেরা উঠান আছে।" পরবর্তী মোড়ে আর একটা বিজ্ঞাপন: "স্যাম নামে উজ্জল বর্ণ মিশ্রজাতির লোককে ফিরাইয়া আনিলে একশ' ডলার পুরস্কার দিব; মাথায় হালকা বালি রংয়ের চুল, নীল চোখ, ফর্সা—এত ফর্সা যে অবলীলায় স্বাধীন শ্বেতকায় বলিয়া পার পাইতে পারে।"

এরাই সেই সর্বরিক্তের দল, ভাবছে তরুণ নবাগত। দলছাড়া কুকুরের মতো তাড়া খায়, ঘোড়ার সমান নীলামে বিক্রী হয়, বন্দী থাকে, যেন অপরাধী।

বাড়ীতে যে সব বিষয়ের কথা তার বাবাকে সে বলতে শুনেছে, পুরোহিত। সব সত্য বলে' নির্দ্দেশ করেছেন, সে নিজে সংবাদপত্রে যা পড়েছে—সে সকল তার সামনে এখন জীবন্তরূপে প্রকট হচ্ছে।

এবার সে নদীতে উজান পথে ফিরে এল। তিন মাসের অনুপস্থিতির প সে ঘরে ফিরল অনুপম অভিজ্ঞতা ও চব্বিশটি ডলারে সমৃদ্ধ হয়ে।

বাড়ীতে চারদিকেই চঞ্চলতা। আরো পশ্চিমে ইলিনয়ে যে সব আত্মীয় থাকেন তাঁরা এক সাক্ষাৎ ভূস্বর্গের খবর নিয়ে এসেছেন। জমি সেখানে উর্বর এবং সব দিক দিয়ে বিচার করলে, মানুষ যেখানে অতি দ্রুত সমৃদ্ধ হ'তে পারে, সেটি হ'ল তেমন জায়গা।

টমাস লিঙ্কনের স্বজন গোষ্ঠী আছেন সেখানে, এবং যেহেতু স্বভাবতই তিনি অস্থির ও নতুন কিছু করবার জন্য ব্যগ্র এবং আগামী বারে কপাল খুলে যাবে এই ধারণায় সদা আশান্বিত, তিনি তাদের সতর্কবাণীতে আদৌ কান দিলেন না যে ইলিনয়ে জ্বরজ্বালা খুব। একশ পঁচিশ ডলারে তিনি তাঁর ক্ষেতখামার বেচে দিলেন। তারপর কয়েকখানা গাড়ীতে পরিবারবর্গ ও আসবাবপত্র নিয়ে এবং খামারের চোদ্দটি পশু গাড়ীর পিছনে হাঁটিয়ে মহাযাত্রা সুরু করলেন। এব্রাহামের শক্তি ও সামর্থ্যের উপর সকলের খুব আস্থা, তাই একদলের ভার তার উপর। এব কাজের লোক; সে পথে বেচবার জন্য স্থানীয় দোকান থেকে নানা প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনে তার সব সঞ্চয় (ত্রিশ ডলারের উপর) খরচ করলে। তার বেসাতিতে রইল পিন, ছুঁচ, বোতাম, সাসপেণ্ডার প্রভৃতি, আর বেশী দামীর মধ্যে এক সেট ছুরি কাঁটা।

অবশেষে তারা ডেকাটুরে পৌছল এবং আর চার মাইল এগিয়ে যেতেই আত্মীয়রা এসে আদর করে' নিয়ে গেল। এব্রাহামের খোশ মেজাজ, পথে সে দুনো দামে তার জিনিষগুলি বিক্রী করেছে।

নতুন বাড়ীর জন্য গাছ কাটবার সময় একুশ বছর বয়সের বিরাট দেহ এব্রাহামের দিকে চেয়ে থাকতে হয়। দিনের শেষে বলদ জুতে দিয়ে সে কাটা গাছ গুলোকে ঘরের কাছে নিয়ে আসে। প্রচণ্ড আঘাতে সে গাছগুলো খণ্ড খণ্ড করে' বেড়ার কাটি তৈরী করে; এখন তার গায়ের জোর তার বাপের চেয়েও বেশী। যারা তাকে সেদিন কাজ করতে দেখেছে তারা কি কখন স্বপ্নেও ভেবেছিল যে এইসব বেড়ার কাটি নিয়ে পরে এত হৈ চৈ হবে, যেহেতু এব্রাহাম লিঙ্কন স্বহস্তে সেগুলি কেটেছেন? পৃথিবীতে কেউই তা ভাবেনি, যিনি নিজে কাঠ কেটেছেন তিনিও না। সেদিন তার সব মন ছিল হাতের কাজে, কেবিনটাকে খাড়া করায় আর জমিটার চারদিকে বেড়া বাঁধায়।

বাড়ী তৈরী হয়ে গেলে, প্রতিবেশীদের একজন তাকে তাঁর বেড়ার কাঠি তৈরীর কাজ দিলেন। ইনি একজন মেজর, স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি এই উপাধি পেয়েছিলেন। এই বৃদ্ধ সৈনিকের কিছু বই ছিল, এব্রাহাম চেয়ে নিয়ে সেগুলি পড়ে ফেললে। পরে এই দুরন্ত শীতে একটা চ্যাপ্টা তলা নৌকায় স্যাঙ্গামন নদী পার হ'তে গিয়ে এবং নৌকাডুবি হয়ে দীর্ঘ সাঁতারে কূলে উঠল। সেখান থেকে আবার লম্বা হাঁটার পর শীতে জমে যাওয়া পা নিয়ে একজন কৃষকের বাড়ীতে হাজির হ'ল। এক সময়ে এ ভদ্রলোক জজ ছিলেন। এখানে তার এক পক্ষ কাটল, কাঠ কেটে, জল তুলে, ঘরের অন্য কাজে হাত লাগিয়ে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে এখানে সে "ইলিনয়ের সংবিধি" (The Statute of Illinois) পড়ে শেষ করলে; এইভাবে আইনের দ্বিতীয় বইখানির সঙ্গে তার পরিচয় হ'ল।

স্বভাব-বিচক্ষণ এবং খবরের কাগজে কংগ্রেসের আলোচনা বিবরণ ও নানা পুস্তিকা পাঠ করে এবং জজ যখন বিচার সূত্রে তাদের অঞ্চলে এসে আদালত বসাতেন সেখানে উপস্থিত হয়ে যা কিছু জানতো, এই দুখানি আইনের বই থেকে পাওয়া আইনের তত্ত্বগুলির সঙ্গে সে সব মিলিয়ে দেখত। স্বাবলম্বনের এই নতুন জগতে তত্ত্ব ও তার ব্যবহারের সঙ্গে তার আকস্মিক পরিচয়ের মধ্যে

দিয়ে সে আইন জগতের একটা চিত্র মনে মনে রচনা করলে। রাষ্ট্রের আইন সভা নদীর উন্নতি বিধানের যে পরিকল্পনা করছে, কৃষকদের মধ্যে একজন তার বিরোধী। লিঙ্কন নদীর ব্যাপারে অভিজ্ঞ। নৌকাডুবি হয়ে সে জলে পড়েছে, জলমগ্ন অন্য অনেকের প্রাণ বাঁচিয়েছে, হাজার মাইল জলপথ বেয়ে সাগরে গিয়ে পৌচেছে। সে বেশ বোঝে যে নদীগুলিকে আয়ত্তে রাখা প্রয়োজন; সুতরাং একদিন সন্ধ্যাবেলা যখন এবিষয়ে কৃষকদের মজলিস বসল, তার মামাতো ভাই তাকে বিরুদ্ধবাদীর প্রতিবাদ করতে অনুরোধ করলে। মঞ্চের উপর লাফিয়ে উঠে সে অপরপক্ষের সব যুক্তি অবলীলায় খণ্ডন করে দিলে। গল্পকথক ক্রমে ক্রমে বাগ্মীতে পরিণত হচ্ছে—কিন্তু শেষ জীবন পর্যন্ত সে গল্পকথকই থেকে যাবে।

বর্তমানে কিন্তু সে তার মস্তিষ্কের চেয়ে মাংসপেশীর জন্যই খ্যাতিমান। একজন প্রতিবেশী ব্যবসাদার বিপদে তার পরোপকার প্রবৃত্তির প্রমাণ পেয়েছে, এবং নিঃসন্দেহে লিঙ্কনের নিউ অরলীন্সে সার্থক যাত্রার কথাও শুনেছে এখন, এই ব্যক্তি, নাম তার অফ্‌ফুট, লিঙ্কনকে এক প্রকাণ্ড তলা-চেপ্টা নৌকার ভার দিয়ে দক্ষিণদেশে পাঠিয়ে দিলে। মাসে মাহিনা স্থির হ'ল ষোল ডলার। নিজের তৈরী একটা নৌকায় সে যাত্রা করলে; পরণে তার ঘরে বোনা নীল জীনের জ্যাকেট, ফতুয়া ও প্যাণ্টালুন, তার নীচের অংশটা কাঁচা চামড়ার বুটের মধ্যে গোঁজা। যে ঘর তৈরী করতে সে সাহায্য করেছে তা ছেড়ে এই পোষাকে সে বিদায় নিলে।

আবার বসন্ত এল, লিঙ্কনের বয়স এখন বাইশ। তার চাষী জীবনের সমাপ্তি হ'ল। ✓

অফ্‌ফুটের মাল নিয়ে দক্ষিণদেশে যাত্রা করতে কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল, এবং প্রায় যাত্রার পরক্ষণেই নৌকাটা ডুবতে ডুবতে রক্ষা পেল। সাঙ্গামন নদীর এক প্রকাণ্ড বাঁক পার হ'তে গিয়ে, কারখানার জলাধারের জন্য নির্মিত একটি বাঁধে নৌকা গেল আটকে। নৌকার গলুই রইল শূন্যে এবং পিছনের

খানিকটা জলের ভিতরে ; মাল সব পিছলে জলে পড়ে আর কি ! এই আসন্ন বিপদের ক্ষেত্রে কাছাকাছি গ্রামের লোকেরা এসে ভিড় জমায়, আর চীৎকার করে' নানা পরামর্শ দিতে থাকে, কিন্তু কার্য্যতঃ কোন সাহায্য করতে পারে না। লিঙ্কন এই সমস্যার এক সমাধান বার করলে। সে আর একখানা নৌকা পাশে রেখে তাতে থলে ও বাক্সগুলো তুলে দিয়ে, পিপেগুলো গলুই-এর দিকে গড়িয়ে দিলে ; তাতে এইভাবে পিছন হাল্কা হয়ে সামনের দিকে ভার পড়ল। তারপর নৌকা থেকে জল বার করবার জন্য তার পিছন দিকে একটা ফুটো করে' দিলে। নৌকার পিছন দিকটা এবার ভেসে উঠল, এখন নৌকাটা সহজেই বাঁধের উপর দিয়ে পিছলে বেরিয়ে যেতে পারবে। সেই দীর্ঘদেহ দলপতির এই কৌশলের কথা সকলেরই মুখে এবং বহুবার আবৃত্তির ফলেও তার গৌরব কিছু নষ্ট হ'ল না ; ফলে, নিউ স্যালেম নামক এই গ্রামে উপকথার বীরের মতো তার খ্যাতিলাভ হ'ল। এসব কথা কিছু না জেনে এবং পরবর্ত্তী জীবনে যে এর প্রভাব পড়তে পারে তা আদৌ খেয়াল না ক'রে সে অতিযত্নে স্বহস্তে বাঁচানো নৌকাখানি নিয়ে দক্ষিণে নিউ অরলিন্সের পথে দ্বিতীয় পাড়ি জমাল। এবার সে পুরো একমাস রয়ে গেল সেখানে।

প্রথম জিনিষ যা সে দেখল অথবা অন্ততঃ যে বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা সে লাভ করল সে হচ্ছে ক্রীতদাসদের নীলাম।

চমকপ্রদ সাজে সামনে এসে দাঁড়াল দাস ব্যবসায়ী, চীৎকার ও তর্জ্জন গর্জন করতে করতে। হাতে তার ছোট একটা চাবুক ; ধীরে ধীরে অর্দ্ধনগ্ন নিগ্রোরা দালানে একে একে পাশাপাশি দাঁড়াচ্ছে আর সে ঐ চাবুক দিয়ে কখনও এর দিকে কখনও তার দিকে দেখাচ্ছে। সকলের পায়ে লোহার শিকল এবং যদি কেউ থেমে যায় বা বেশী তাড়াতাড়ি চলে তার পিঠে পড়ে চাবুকের ঘা, কেটে দাগ হয়ে যায়।

তুলার ক্ষেতের মধ্যে ঘোড়ায় চড়ে' ঘুরতে ঘুরতে লিঙ্কন দাস-প্রথা সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারে। কোন ধর্মযাজক, স্কুলের শিক্ষক বা ম্যাজিষ্ট্রেটের

সঙ্গে কথাবার্তায় যদি সে এই "প্রথা" সম্পর্কে কোন আভাষ দেয়, তবে তার সদা-প্রস্তুত উত্তরটি সে সকলের মুখে প্রায় একই ভাষায় শুনতে পায়। এই কালো মানুষগুলো (তারা যেমন বলে) এমন একটা জাতি থেকে উদ্ভূত যারা পরস্পরের সঙ্গে কেবল লড়াই করছে। আদিম অরণ্যের মধ্যে বাঁদরেরা যেমন নিষ্ঠুরভাবে পরস্পরকে মারে, এরাও তেমন স্বগোষ্ঠিকে খুন করছে। এখানে, আমরা তাদের প্রাণ রক্ষা করছি, যত্ন নিচ্ছি, রোগে ও বার্দ্ধক্যে সেবার ব্যবস্থা করছি, তাদের নীতি শিক্ষা দিচ্ছি—এতৎ সত্ত্বেও যে সব নিগ্রোকে মুক্তি দেওয়া হয়, তারা আইনবিগর্হিত জঘন্য অপরাধ করে।

দক্ষিণে দাসপ্রথার এই সব সমর্থকদের কথা শুনে লিঙ্কন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায়। তার কেবল মনে হয় যে এই সব সমর্থকরা বিত্তশালী দাস-মালিকদের আশ্রিত। নিউ অরলীন্স যাত্রায় লিঙ্কনের একবারের সঙ্গী হ্যাঙ্কস বলেছেন, "তার বুক দিয়ে যেন রক্ত ঝরছিল; সে বেশী কথা বলেনি, চুপ করেই থাকতো, দেখে মনে হ'ত তার শরীর মন খারাপ······ তাদের শিকল যেন তার বুকে বিঁধল। সে আমায় বল্লে, "আমি কখনও ক্রীত-দাস হ'ব না, ক্রীতদাসের মালিকও হ'তে চাই না।"

ফায়ারম্যানের কাজ নিয়ে লিঙ্কন মিসিসিপি নদ বেয়ে ফিরে চলে এল। মাঝিরূপে তার নৈপুণ্যের পরিচয়ে মুগ্ধ হয়ে অফ্‌ফুট নিউ স্যালেমে তার সঙ্কল্পিত নতুন দোকানের ভার তার উপর দিলে। লিঙ্কন আগে চলে গেল, এবং পরে একবার স্বল্পকালের জন্য বাড়ীতে এসে চিরকালের মতো পিতৃগৃহ ত্যাগ করলে।

নিউ স্যালেমে এসে সে না দেখে নতুন দোকান, না পায় অফ্‌ফুটের সন্ধান। কাজেই কিছুকাল তার আর কোন কাজ রইল না। শীঘ্রই অবশ্য তার বন্ধু জুটে গেল। নির্বাচন আসন্ন থাকায় এবং এবিষয়ের কেরাণী কাজ ছেড়ে দেওয়ায় লিঙ্কন ভোটদাতাদের তালিকা রচনা করে দিল এবং অবিলম্বে স্থানীয় রাজনীতির সঙ্গে তার ঘনিষ্ট পরিচয় ঘটল। অবশেষে যখন অফ্‌ফুট

এসে পৌঁছল, লিঙ্কন দোকানঘর, তাক ও দোকানের টেবিল তৈরীর জন্ম ছুতোরের কাজে লাগল, তাছাড়া ছুটকো অসংখ্য কাজ তো ছিলই। ক্রমে সব মাল এসে গেল। দোকানে সেগুলি সাজিয়ে দরজার উপর রঙীন বিজ্ঞাপন দেওয়া হল "ডেনটন অফ্‌ফুট।" বিরাটকায় তরুণ লিঙ্কন এখন কাউন্টারের পিছনে দাঁড়িয়ে কাপড় মেপে, কফি ও পেরেক ওজন করে চাষীদের বিক্রী করতে লাগল।

অতি অল্পকালের মধ্যেই জেলার প্রত্যেকেই তাকে চিনে নিলে। দোকানে এমন সহকারী পেয়েছে বলে' অফ্‌ফুট নিজেকে ভাগ্যবান মনে করে। যারা নিজেরা কলম চালাতে জানে না, তাদের হয়ে চিঠি লিখে দিয়ে সে তো অনেক ক্রেতা জোটায়! সে না ধূমপান করে, না তামাক চিবোয়, মদ্যপান তো করেই না; তার প্রচণ্ড গায়ের জোর সত্বেও, সে আদৌ ঝগড়াটে নয়। সবার উপর তার সততার জন্ম সকলে তাকে আদর করে; সব সময়ে তাকে বিশ্বাস করা যায়, এবং অনতিবিলম্বে "সৎ এব্" এই নামে সে সর্বজন-পরিচিত হয়ে গেল।

সময়ে সময়ে সে নীরব ও বিষণ্ণ হয়ে যায়, কিন্তু কেউ তাতে কিছু মনে করে না। তার চিন্তার বোঝা সে কারো ঘাড়ে চাপাতে চায় না, বরং সবাইকে সে আনন্দের ভাগ দিতেই চায়। মাঝে মাঝে লোকেরা তাকে দেখে হেসে উঠে, বিশেষ করে যখন তারা দেখে যে একখানা বই হাতে করে সে পায়চারী করছে এবং কোন অংশ বিশেষভাবে মনোমত হ'লে থেমে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে পড়ছে। এই হাসি অন্তরঙ্গতার, এমন কি প্রশংসাসূচক বলে' বোঝা যায় যখন তারা তার অদ্ভুত বাক্যসমষ্টি মাঝে মাঝে পুনরাবৃত্তি করে; যেমন, "যতক্ষণ না আমি আমার ভাবনাগুলোকে চারিদিকে উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে, পশ্চিমে ব্যাপ্ত করছি ততক্ষণ আমি স্বস্তি বোধ করি না।"

একদিন এক ক্রেতা তাকে একখানা ইংরেজি ব্যাকরণের সন্ধান দিলে. ছয় মাইল দূরে এক চাষীর খামারে পাওয়া যাবে। বইখানি ধার নেবার জন্ম সে হেঁটে চল্‌ল, এবং জীবনে এই প্রথম তার নিজের ভাষা প্রণালীবদ্ধ করবার

উপায়ের সঙ্গে পরিচিত হ'ল। পরিচিত একজন রোম সম্পর্কে গিবনের (Gibbon) একটি বই পড়তে দিলে, ধর্মযাজকের কাছ থেকে সে আর একটি ইতিহাসের বই পেয়ে গেল; স্কুলের শিক্ষকের সঙ্গে কথাবার্তায় সে অনেক কিছু জেনে নেয়, অন্যের সঙ্গে আলাপে ও জিনিষ দেখে বহু ব্যাপার শেখে।

গ্রামের সভায় ও স্থানীয় সাহিত্য ও বিতর্ক সমিতির অনুষ্ঠানে এই দীর্ঘদেহ ছাত্রটি যে বক্তার আসন নেবে, এ আশা করা স্বাভাবিকই। কোন ভঙ্গী না করেই সে কথা বলে, পথ সম্বন্ধে, এ অঞ্চলের রেলওয়ে আসবার সম্পর্কে; তবে সব চেয়ে সে ভাল বলে নদীর কথা এবং কেমন করে কারখানার জলাধারের বাঁধের (Milldam) কাছে স্রোত আটকানো যাবে সেই সম্বন্ধে। নদীর কথা তার একটি প্রিয় প্রসঙ্গ এবং এই বিষয়ে তার বিশেষ জ্ঞান আছে। বক্তা হিসাবে তার সার্থকতা দেখে কয়েকদিনের মধ্যেই একজন শ্রোতা প্রস্তাব করলেন যে ইলিনয় আইনসভার নির্বাচনে তাঁর দাঁড়ান উচিত, কারণ এই নতুন দেশে উপযুক্ত মানুষের সংখ্যা খুবই কম। তার নিজের সংশয় ছিল এবং তার ইতস্ততঃ করবার মধ্যেই ঘটনার সংঘাত তাকে সামনে ঠেলে দিলে।

এব্রাহাম লিঙ্কনের মনে যিনি রাজনৈতিক জীবনের ভাবনা জাগিয়ে ছিলেন তাঁর নাম জেমস রাটলেজ; এখানে যাঁরা প্রথম বাস করতে আসেন, তিনি তাঁদের একজন। নিউ স্যালেম জনপদ প্রতিষ্ঠায় তাঁর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। এখানে তাঁর একটা কারখানা ছিল। বর্তমানে উত্তমী অফ্‌ফুটকে তিনি সেটা লীজ দিয়েছেন। রাটলেজের একটি পান্থশালাও আছে এবং আমাদের তরুণ দোকানী মাঝে মাঝে সন্ধ্যায় সেখানে যায়। সেখানে তার চোখে পড়ে একটি তন্বী তরুণী আপন মনে সেলাই নিয়ে ব্যস্ত, সুশ্রী, কোমল মুখ, মাথায় তার সোণালী চুল।

দুঃখের বিষয় যে অষ্টাদশী এ্যান বাগদত্তা; আর বাগদত্ত যেখানে বিত্তশালী সেখানে দরিদ্র প্রেমিকের স্থান কোথায়? তাছাড়া বৃদ্ধ রাটলেজের নিজের যথেষ্ট সম্পদ আছে এবং মেয়েকে কোন মতেই তিনি বিলিয়ে দেবেন না।

তরুণ ম্যাকনীল বিত্তবান। নিউ ইয়র্ক থেকে এই পশ্চিম দেশে এসে সে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছে এবং শোনা যায় যে, তার হবু শ্বশুরের কাছ থেকে সে প্রায় বারো হাজার ডলার দামের জমি কিনেছে। বই পড়বার ও আপনাতে বিভোর থাকবার ঝোঁক নিয়ে আমাদের এই অদ্ভুত আলোকদণ্ডের মতো লম্বা লোকটিকে সেই মনোরমা কন্যার দিকে প্রণয়দৃষ্টিতে চেয়ে থেকেই তৃপ্ত থাকতে হত, যদি না অফ্‌ফুট ঘুণধরা বাঁশের মতো অনির্ভরযোগ্য হোত, আর এ অঞ্চলের অগ্রদূতদের ভাগ্যে না থাকত উত্থান পতনের বৈচিত্র্য।

দোকান প্রতিষ্ঠার পর বছর না ঘুরতেই অফ্‌ফুট দেউলে হয়ে গেল এবং প্রতিদ্বন্দ্বী দোকানের মালিক হার্ণডন সস্তায় দোকান ও মালপত্র সব কিনে নিলে। হার্ণডনেরও আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল নয়। ঠিক সেই সময়ে এই নদীপথে প্রথম ষ্টীমবোটের আবির্ভাব হয়। বিপজ্জনক তীব্র স্রোতগুলি অতিক্রম করবার জন্য তাতে লিঙ্কনকে পরিচালকের কাজে নিলে। স্রোতমুখে ও উজানে যাওয়া আসার জন্য তার মাইনে হ'ল চল্লিশ ডলার, তাতে কোন রকমে দিন চলে।

আবার লিঙ্কনের কোন নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি রইল না, তবে ইচ্ছা করলে সে এখন পাইলটের, দোকানের কেরানীর, রাজনীতিকের বা সৈনিকের কাজ যা খুশী বেছে নিতে পারবে।

বর্ত্তমানে সে রাজনীতিকেই বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করবে বলে স্থির করলে।

যে কোন দলেই লিঙ্কন যোগ দিন তাতে কিছু এসে যায় না। তাঁর কুড়ি বৎসর বয়স অবধি বাবা ও মামাতো ভাই-এর মত নিজেকে ডেমোক্র্যাট বলে পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু হেনরী ক্লের বক্তৃতার দীপ্তি এবং ওয়েবষ্টারের যুক্তি ও ভাবকারুণ্য তাঁকে হুইগে (Whig) পরিণত করল।

সারাজীবন যা থাকবেন, এখনই লিঙ্কনের মনোভাব তাই—রক্ষণশীল (conservative)। সেইজন্য সকল সময়ে তিনি দেশের সংগঠকদের উল্লেখ করেন প্রায় ভক্তোচিত শ্রদ্ধায়; যাঁরা দেশে স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেছেন, যাঁরা এত নিপুণতা সহকারে এতগুলি নতুন অপরিণত রাষ্ট্রকে অঙ্গাঙ্গীভাবে সংঘবদ্ধ করেছেন।

তেইশ বৎসর বয়সে তাঁর প্রথম অত্যন্ত সংযত বক্তৃতা এইভাবে সংক্ষিপ্ত কথায় শেষ করলেন: "আমার রাজনীতি স্বল্প এবং মধুর, বৃদ্ধার স্বল্প নৃত্যের মতো। আমি একটি জাতীয় ব্যাঙ্ক স্থাপনের অনুকূলে। অভ্যন্তরীণ উন্নতির একটি ব্যবস্থা ও রক্ষাপ্রদ উচ্চ পণ্য শুল্ক প্রচলনই আমার অভিমত। এগুলি আমার মনের কথা, রাজনৈতিক মূলনীতিও বটে। নির্বাচিত হ'লে আমি ধন্য বোধ করব, যদি না হই তাতেও কিছু এসে যাবে না।"

বক্তৃতার শেষ অংশের এই অনুভূতি ক্ষণিক মনোভাবের পরিচায়ক নয়। বক্তৃতার শ্রোতারা মুদ্রিত বিজ্ঞপ্তিতে পড়লেন:

"অত্যন্ত সামান্য অবস্থার মধ্যে আমি জন্মেছি এবং আজও সেই স্তরেই আছি। আমার পোষকতা করবার উপযুক্ত কোন ধনবান বা জনপ্রিয় স্বজন বা সুহৃদ নেই। এই কাউন্টির স্বাধীন ভোটদাতাগণের কাছেই কেবল আমি আমার কথা নিবেদন করছি এবং যদি আমি নির্বাচিত হই, তবে আমার উপর সেটি তাঁদের অনুগ্রহ বলে' বিবেচনা করব ও প্রতিদানে নিরলসভাবে কাজ করবো। পরন্তু, যদি সজ্জনেরা তাঁদের পরিণামদর্শিতার ফলে আমাকে পশ্চাতে রাখাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন, নৈরাশ্যের সঙ্গে আমার অতি পরিচয়ের ফলে তা হ'লে আমি বিশেষ অসন্তুষ্ট হবো না।"

এর মধ্যে ত্যাগের সুরে একটু রসিকতার আমেজ আছে এবং নিজের হীন অবস্থা প্রচারিত হয়েছে স্পষ্ট গর্বে। এই নির্বাচনী প্রচার-পত্র যিনি লিখেছেন তিনি বেশ বুঝতে পেরেছেন যে, সমাজের আশে পাশে নানা কাজে অসম অবস্থায় কঠোরভাবে যে যৌবন তিনি যাপন করেছেন তার মূল্য

আছে এই দেশে, এবং যিনি নিজের সকল সফলতার জন্য নিজেই কৃতি তেমন দরিদ্রের অগ্রদূতের মর্যাদার উপর তিনি জোর দিয়েছেন।

বিখ্যাত রেড ইণ্ডিয়ান অধিপতি, 'ব্ল্যাক হক' (Black Hawk) শ্বেতকায়দের সঙ্গে এখন যুদ্ধে ব্যস্ত। ত্রিশ বৎসর পূর্বে তিনি যে জমি সরকারকে বিক্রী করেছেন আজ তা পুনরুদ্ধার করতে চান। সীমান্ত অঞ্চলে তিনি হঠাৎ আক্রমণ চালাচ্ছেন এই খবরে লোকে ভয় পেয়েছে। উৎপাতের ক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে হলেও নিউ স্যালেমের অধিবাসীরাও বিচলিত; দোকান উঠে গেছে, নতুন কোন কাজ আজও জোটেনি, নির্বাচন-ফল যে কি হবে তা কে জানে এবং গ্রীষ্মকালটা যদি বিনেকাজে কাটে ও লিঙ্কনের নির্বাচনে পরাজয় ঘটে তবে সৈন্যদলে যোগ দেবার সম্ভাবনাটাও যাবে। তা ছাড়া এ লড়াই বেশীদিন চলবার নয়, কিন্তু যদি নির্বাচনের আগে লড়াই শেষ হয়, তা হ'লে রেড ইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার গৌরবে অনেক ভোট সংগ্রহ হতে পারে। লিঙ্কন সেইজন্য স্বেচ্ছাসৈনিক দলের একটাতে যোগ দিলেন এবং তাঁর দল তাঁকে ক্যাপ্টেন নির্বাচিত করল। সব কয়টি স্বেচ্ছাসৈনিক দলে মোট সৈন্য ছিল ষোলশত। জনপ্রিয়তার জন্য তাঁর এই নির্বাচনের কথা তিনি কোন দিন বিস্মৃত হন নি। অপ্রচুর খাদ্য ও সামান্য সাজসজ্জা নিয়ে, পায়ে হেঁটে খাড়ি ও নদী পার হয়ে বিস্তীর্ণ উন্মুক্ত তৃণাচ্ছাদিত মাঠের উপর দিয়ে সৈন্যদল উত্তরদিকে এগিয়ে চলল। সীমান্ত প্রদেশের নানা অসুবিধা তাঁর জানা আছে, কাজেই বিশেষ কষ্ট হ'ল না। শত্রু পক্ষকে বিশেষ কিছু দেখা গেল না এবং এক মাস পরে তাঁর সৈন্যদল ভেঙে দেওয়া হ'ল।

তাঁর বীরত্বের কোন প্রমাণ দেবার সুযোগ এল না। এর ভিতর তাঁর সব চেয়ে স্মরণীয় কাজ হ'ল এক বৃদ্ধ রেড ইণ্ডিয়ানের প্রাণ রক্ষা। সে পথ ভুলে এঁদের শিবিরে এসে পড়েছিল এবং তার ছাড়পত্র থাকা সত্ত্বেও লিঙ্কনের লোকেরা তাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। লিঙ্কন একজন শত্রুকেও বিনাশ

করেন নি, কিন্তু নিজের বন্ধুদের কবল থেকে একজন শত্রুর প্রাণ রক্ষা করেছেন ; যোদ্ধারূপে মানব সুহৃদের এই একমাত্র কীর্তি।

ঘরে ফেরবার পথে তাঁর ঘোড়াটা চুরি হয়ে গেল, সুতরাং হেঁটে আসতে হ'ল। খানিকটা জলপথ একটা ডোঙায় পার হয়ে আবার কিছুটা পায়ে চলে বাড়ী পৌঁছালেন। যুদ্ধফেরত এই মানুষটির জন্য গ্রামে না ছিল কোন বিজয়-তোরণ, না ছিল মালার সম্ভার। বরং, তাঁর অনুপস্থিতির কালে অপর পক্ষ নিজেদের কাজ গুছিয়েছে ; নতুন হুইগদল জনপ্রিয় হয় নি, সুতরাং রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশে তাঁর প্রথম প্রয়াস ব্যর্থ হ'ল। অবশ্য স্বস্থানে, নিউ স্যালেমে, তাঁর জয় হয়েছে কারণ তিন'শ ভোটের মধ্যে দু'শ সাতাত্তর গেছে তাঁর পক্ষে। লিঙ্কনের পরিচিত সকলেই ভোট দিয়েছেন তাঁর অনুকূলে। নির্বাচনে পরাজিত হলেও সে রাত্রে তিনি তৃপ্ত মনে ঘুমিয়েছেন।

যাই হোক, এখন যেমন করেই হোক জীবিকার একটা উপায় করা দরকার। একটি অংশীদার সংগ্রহ ক'রে টাকা ধার নিয়ে তিনি অফ্‌ফুটের (এবং হার্ণডেনেরও বটে কারণ পূর্বোক্তের মত সেও এর মধ্যে দেউলে হয়েছে) দোকানটা কিনে নিলেন এবং দুই অংশীদারের নামে নতুন নাম-ফলক ঝোলান হ'ল "বেরী এবং লিঙ্কন।"

দুজনের কেউই বিচক্ষণ ব্যবসাদার নন, বেরী আবার বদ্ধ মাতাল। দোকান প্রায়ই বন্ধ থাকে, বড় অংশীদার তাঁর গেলাস নিয়ে ব্যস্ত, আর ছোট জন, যিনি পোষ্টমাষ্টারের কাজও নিয়েছেন, অনত্র নানা কাজে রত।

মনে হয় মূলতঃ তাঁর আয় এই পোষ্টমাষ্টারের কাজে। চার বৎসর তিনি একাজে ছিলেন এবং নানা দিক দিয়ে একাজ সুবিধাজনক মনে করেছেন। তাঁকে নিযুক্ত করা হয়েছিল এই জন্য যে লোকেরা তাঁকে বিশ্বাস করে এবং তিনি লেখাপড়াও ভাল জানতেন। ডাক গাড়ীতে যে সব খবরের কাগজ আসে সর্বপ্রথম তা পড়ে নেবার এখন তাঁর সুযোগ হ'ল। কারো নামে চিঠি এলে, তা পড়ে দেবার জন্য সে পোষ্টমাষ্টারকেই ধরে। যে সব চিঠি বিলি করা হয়নি

তিনি সেগুলি নিজের টুপির মধ্যে ভ'রে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে কাছে ঘোরেন, বহু মানুষকে সেই সূত্রে অন্তরঙ্গভাবে চিনবার সুযোগ হয়ে যায়।

পাঠক হিসাবে তিনি সর্বভুক। কারখানায় যা আসে তাই পেষা হয়: পোষ্টমাষ্টাররূপে তাঁর হাত দিয়ে যে সব সংবাদপত্র বিলি হয়, সে সকল ছাড়া, পথিকদের কাছ থেকেও বই জোটে, তার কিছু বা লঘুপাঠ্য। একদিন ভাগ্যক্রমে এক প্রবাসী ব্যক্তি তাঁর গাড়ীতে স্থান সঙ্কুলানের জন্য বাজে মালে ভর্ত্তি একটা পিপে বিক্রী করতে চাইলে, উপকারার্থ লিঙ্কন তা কিনে নিলেন। কয়েকদিন পরে, নবলব্ধ সম্পদটি খালি করতে গিয়ে তার ভিতর একটি বিখ্যাত গ্রন্থের চার খণ্ড পেয়ে গেলেন—বইখানি ব্ল্যাকষ্টোনের "ইংলণ্ডের আইন সম্পর্কে ভাষ্য" (Blackstone's "Commentaries on the Laws of England") —সে কালের সর্বতোবিশিষ্ট আইনগ্রন্থ। এই বই থেকে তিনি প্রচুর জ্ঞান লাভ করেন এবং তা থেকে তিনি জানতে পারেন, তাঁর জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য কি কি পড়তে হবে। বিচারক ও আইনজীবিদের কাছ থেকে তিনি অনেক বই চেয়ে এনে পাঠের মধ্যে তন্ময় হয়ে যান।

বই পড়া আর উদ্দেশ্যহীন আলোচনায় তো আর জীবিকা সংগ্রহ হয় না। দোকানের অবশ্য কোন উন্নতি হয় না এবং এমন দিন এল যেদিন উত্তমর্ণরা এসে দোকান ও তার জিনিষপত্র দখল করে নিলে। বেরী গা ঢাকা দিলে এবং দেনার সমস্ত দায়, সর্বসমেত এগারোশ' ডলার, লিঙ্কনকে নিজের স্কন্ধে নিতে হ'ল। প্রতিদিনের আহার্য্য তো সহজেই জোগাড় করা যায় এবং এসব ছুটকো আয় ছাড়াও তাঁর পোষ্টমাষ্টারীর মাইনে আছে। চলতি খরচের পক্ষে এ পর্য্যাপ্ত, কিন্তু দেনার বিষম ভার থেকে নিজেকে মুক্ত করবার উপায় কি ?

লিঙ্কনের এক জমি জরীপকার বন্ধু থাকতেন ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু সহর স্প্রাংফিল্ডে, কুড়ি মাইল দূরে। লিঙ্কনকে তিনি প্রায়ই বলতেন যে তাঁর মত বুদ্ধিমান লোক বর্ত্তমানে হাতের কাজে যা উপার্জন করেছেন তার চেয়ে তিন গুণ

বেশী আয় করতে পারেন জরীপের কাজে। সে পরামর্শ মতো লিঙ্কন স্থানীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকের সাহায্যে হিসাবের মূল সূত্রগুলি বুঝে নিয়ে, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ব্যবহার শিখে নিলেন। ছয় সপ্তাহ পরে তিনি নিউ স্যালেমে ডেপুটি ল্যাণ্ড সারভেয়ার নিযুক্ত হলেন। এতে তাঁর প্রচুর কাজ বাড়ল, কারণ জমি অবিরাম হাত বদলাচ্ছে; একটা রাস্তার পরিকল্পনায় সারাদিনের কাজে তিনি পেলেন তিন ডলার, আর ম্যাপ আঁকার জন্য পঞ্চাশ সেণ্ট বেশী। তাছাড়া এক কাজ করতে করতে অপর কাজ হয়ে যায়; জরীপের কাজে বেরিয়ে সে অঞ্চলে চিঠি বিলি করাও চলে।

পোষ্টমাষ্টারের কাছে এসে অনবরত যারা চিঠির খোঁজ করে তাদের মধ্যে এ্যান রাটলেজ একজন। তার বাগ্‌দত্ত ছেলেটি প্রবাসে আছে, কর্মসূত্রে গেছে নিউ ইয়র্কে এবং বিবাহের জন্য তার ফেরবার কথা। কিন্তু চিঠির সংখ্যা তার ক্রমেই কমছে এবং চিঠি যখন লেখে তখন স্পষ্ট কিছু লেখে না, বলে বাবার মৃত্যুর জন্য ফিরতে তার দেরী হবে, পূর্বাঞ্চলে তাকে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য থাকতে হ'তে পারে। গ্রামে গুজব উঠল যে বড়লোক জন ম্যাকনীল গরীব এ্যানকে ছেড়ে পালাল। পরে আবার কথা রটে যে এ্যান আর একজনকে বরণ করবে; কারণ সুশ্রী এ্যানের জন্য আর একটি প্রার্থী অপেক্ষা করে আছে—সে ছিল লিঙ্কনের বিশেষ বন্ধু স্যাম হিল (Sam Hill)।

অনুভূতিগুলির গভীর আলোড়নে লিঙ্কনের মনে জাগলো বিষম চাঞ্চল্য। অন্তরে তিনি একা ও বিষণ্ণ, নানা উদ্বেগে ভারাক্রান্ত; নানা ভাবনায় তাঁর উত্তেজনা আরও বেড়েছে কারণ এবার তিনি জেনেছেন যে প্রেয়সী এ্যানের উপর আর কোন বাধ্যবাধকতা নেই। এ্যান তাঁকে বিবাহ করুক, এটি কি আন্তরিক কামনা? কিন্তু তাঁর পরিবর্তে হিল যদি এসে এ্যানের পাশে দাঁড়ায়, তাই বা সহ্য করা যায় কেমন করে? এক অর্থ ছাড়া তাঁর থেকে আর কিসে যোগ্য সে? এই রকমের নানা বিপরীত চিন্তায় বিভ্রান্ত হয়ে লিঙ্কন শেষে রাটলেজের পান্থশালায় বাস করবেন বলে' চল্লেন। যে কুমারী

তাঁর মন হরণ করেছে এখন অন্ততঃ তার কাছাকাছি তো থাকতে পারেন।

কিন্তু মেয়েটিকে আপন করবার জন্ত তাঁর আর কোন চেষ্টা দেখা গেল না। বরং পরে যখন গুজব রটল যে ম্যাকনীল নিজেকে ভিন্ন নামে চলিয়েছে, তার প্রকৃত নাম ম্যাকনামার এবং লোক সে খারাপ, লিঙ্কন সেই অনুপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বীর পক্ষ নিয়ে লোকের সঙ্গে তর্ক করেন। ম্যাকনামার এখান থেকে যাবার আগে ম্যাকনীল নাম নিয়ে যে জমি কিনেছিল তার কারণ পারিবারিক ঝগড়া। একথা লিঙ্কনের জানা ছিল, তবে তিনি কাউকে বলতে চান নি, কিন্তু কথাটা নিয়ে যখন ম্যাকনামারের নিন্দা হ'তে লাগল, লিঙ্কন কেবল এ্যানের কাছে প্রকৃত ব্যাপারটা প্রকাশ করলেন। বেচারী এ্যান—এখন কি যে করা উচিত তা সে ভেবে পায় না। নিউ ইয়র্কবাসী তার বাগদত্তের সঙ্গে পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটাতে এ্যানের দ্বিধা আছে; কারণ তার বাবা, জেমস রাটলেজ এই সময়ের মধ্যে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং বর্তমানে তিনি ম্যাকনামারের প্রজা, সুতরাং স্বভাবতই তিনি চাইবেন মালিকই যেন তাঁর জামাই হয়।

আবার নির্বাচনের সময় এসেছে, কারণ ইলিনয়ের আইন সভার জন্ত নির্বাচন হয় প্রতি দু'বৎসরে। লিঙ্কন এবারও দ্বন্দ্বে নামলেন। এবার তিনি নির্বাচিত হলেন, পরে আরো কয়েকবার এবং তাঁর পঁচিশ বৎসর বয়স থেকে বত্রিশ বৎসর অবধি একাদিক্রমে আট বৎসর ইলিনয় রাষ্ট্রীয় আইন সভার সদস্যপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দলীয় জীবনের নানা চাতুরী ও ষড়যন্ত্রের ব্যাপার সে সময় তিনি কিছু বুঝতে পারেন নি, কিন্তু দলীয় বিরোধের যা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তি, সেই সব বিরাট সমস্যাগুলির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল। তাঁর নেতা ছিলেন ক্লে (Clay) এবং আদর্শ জেফারসন (Jefferson)

হেনরী ক্লে ছিলেন সে যুগের সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট রাজনীতিজ্ঞ। লিঙ্কন নিজের তুলনাপ্রীতি ও নিরপেক্ষ প্রকৃতির জন্ত ক্লেকে শ্রদ্ধা না ক'রে থাকতে পারেন নি,

কারণ বিরুদ্ধাচারীদের বিনা প্রশমনে বাড়তে দিয়ে দলের সামগ্রিক অকল্যাণের চেয়ে দলীয় সকল বিরোধ নিরসনকেই ক্লে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করতেন। স্বাধীনতা ঘোষণার পর বৎসর ক্লের জন্ম এবং ইংলণ্ডের সঙ্গে দ্বিতীয় সন্ধি স্থাপনকারীদের তিনি অন্যতম; যা কিছু দেশের স্বাধীনতাকে স্থায়ী ও অব্যাহত রাখবার পক্ষে অনুকূল তিনি ছিলেন সেই সকল ব্যবস্থার উত্থমী ও উৎসাহী সমর্থক। রাজতান্ত্রিক ইউরোপ ইতিমধ্যেই এই নবীন গণতন্ত্রের পতন প্রত্যাশা করছে। তাদের মুখের সামনে এই ইউনিয়ন বা রাষ্ট্রসংঘকে, তার প্রতিষ্ঠাতারাও যেমন, ক্লেও তেমন 'মুক্তির মূল উৎস' এবং স্বাধীনতার প্রতীক বলে বিবেচনা করতেন। ক্লে ন্যাশান্যাল রিপাব্লিক্যান জেফারসনের শিষ্যত্ব নিয়েছিলেন। লিঙ্কনের বয়ঃপ্রাপ্তির প্রাক্কালে সমগ্র দেশকে শোকনিমগ্ন করে জেফারসন পরলোক গমন করলেন। তিনি ক্লের পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন।

নিজের প্রকৃতি এবং বোধের দিক থেকে লিঙ্কন জেফারসনের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। জেফারসনের চলনে বলনে দেশনায়কের ভাব ছিল না। সর্বশ্রেণীর প্রতি উদার সহানুভূতিবশতঃ তিনি ভিতর থেকে মানুষের ও পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতি কামনা করতেন। লিঙ্কন জেফারসনের কথার উদ্ধৃতি করতে ভালবাসতেন, এবং এই বিখ্যাত অংশটি প্রায়ই বলতেন:

"আমরা এই সত্যগুলিকে স্বতঃসিদ্ধ বলে' মানি:

যে, সকল মানুষকে সমান করে সৃষ্টি করা হয়েছে;

যে, সৃষ্টিকর্তা কতকগুলি জন্মগত অধিকারে সকল মানুষকে ভূষিত করেছেন;

যে, জীবন, স্বাধীনতা এবং সুখের সন্ধান সেই অধিকারগুলির অন্যতম;

যে, এই অধিকারগুলি রক্ষা করবার জন্য মানুষের সমাজে এমন শাসন-পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা হয়েছে শাসিতের অনুমোদনেই যার যথার্থ শক্তি।"

এই প্রতিজ্ঞাবলী অঙ্গীকার করে' এবং অচ্ছেদ্য যুক্তির বলে জেফারসন যে

দাসপ্রথা সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ বাণী উচ্চারণ করবেন এটা কি বিস্ময়কর? নিজে দাসদের প্রভু হয়েও তিনি লিখেছেন:

"প্রভু ও ক্রীতদাসের মধ্যে সমগ্র সম্পর্কটি প্রচণ্ড রিপুগুলির অন্তহীন অনুশীলন. এক পক্ষে অতিশয় বিরামহীন স্বৈরাচার এবং অপর পক্ষে অসম্মানজনক বশ্যতা ......এবং যে রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি দেশের একদল লোককে অপর দলের অধিকারগুলি পদদলিত করবার অনুমতি দেন, কত না অভিশাপে তিনি নিজেকে ভারাক্রান্ত করেন......মানুষের নীতি নষ্ট হ'লে তার উদ্যমও ধ্বংস হয়। কারণ, গরম আবহাওয়ায় যে নিজের জন্য অপরকে পরিশ্রম করাতে পারবে সে নিজে আর শ্রমশীল হবে না...। বাস্তবিক, যখন আমি চিন্তা করি যে ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ তখন দেশের পরিণাম ভেবে আমার অন্তর কম্পিত হয়।"

একথা দিনে দিনে স্পষ্টতর হচ্ছিল যে দাসপ্রথার ব্যাপার ইউনিয়নের অস্তিত্বের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। দক্ষিণাঞ্চল বারংবার এবং ক্রমে স্পষ্ট করে' ভয় দেখাচ্ছিল যে যদি তার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এই দাসপ্রথায় কোনভাবে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা হয় তবে তারা ইউনিয়ন ত্যাগ করবে।

ইলিনয়ের রাজধানী ভ্যাণ্ডালিয়া (Vandalia) এই সব আলোচনায় মুখর। রাষ্ট্রীয় আইন সভার অধিবেশন হয় এই ছোট সহরটিতে। সভা দুটি সংসদে বিভক্ত এবং তার মোট সভ্য সংখ্যা একাশী জন। নতুন কাপড়চোপড় কেনার জন্য কিছু অর্থ ধার করে' একটি নীল স্যুট পরে এই আদিম পার্লামেন্টের সভ্যরূপে লিঙ্কন নিজের জায়গায় বসেন এবং চুপ করেই থাকেন। সভাকক্ষে তিনি মৌনী; সভ্যরা যখন সকলে পান্থশালায় এসে জড়ো হ'ন এবং চালবাজি বন্ধ করেন, লিঙ্কন তখন মুখ খোলেন এবং নানা গল্প বলতে থাকেন।

এইভাবে অল্প কালের মধ্যেই তিনি গল্পকথক হিসাবে সর্বজন পরিচিত হলেন। তাঁরা তাঁকে স্যাঙ্গামন সর্দার (Sangamon Chief) বলে ডাকেন এবং তাঁদের মধ্যে অনেকে তাঁর অবহিত নীরবতা সম্বন্ধে মিশ্র অনুভূতি প্রকাশ

করেন, কিন্তু এই অদ্ভুত ব্যক্তিটিকে কেউই উপেক্ষা করতে পারেন না। একই পংক্তিতে সভায় বসে' একজন বিশেষ করে' গভীর মনোযোগে লিঙ্কনকে লক্ষ্য করেন। বহুবিষয়েই তিনি লিঙ্কনের বিষম বিপরীত; বেঁটে বলিষ্ঠ গঠন, প্রাণচাঞ্চল্য ও উদ্যমে পূর্ণ, সব কিছুর পরিচয় নেবার জন্য ব্যস্তভাবে সারাক্ষণ ঘোরাঘুরি করছেন; ভদ্রলোক পূর্বাঞ্চলের একজন কর্মচারী, রাজনীতিতে ডেমোক্র্যাট দলে; প্রায় লিঙ্কনের মতই দরিদ্র, তবে বয়সে কয়েক বৎসরের ছোট। তাঁর নাম ষ্টিফেন এ, ডগলাস। বুদ্ধিজীবি শ্রেণী থেকে উদ্ভূত, স্বভাবে নমনীয়, অনায়াসগম্য এবং মিষ্টভাষী এই মানুষটি সেই অসম-গঠন, খাম-খেয়ালী বিরাট দেহ লিঙ্কনের একেবারে বিপরীত এবং এই দুই বিরোধী বস্তুর সমাবেশ রঙ্গমঞ্চের জন্য কেবল কোন নাট্যকারই উদ্ভাবন করতে পারতেন। কিছুদিন দুজনের মধ্যে কোন সংঘর্ষ বাধল না। লিঙ্কন যেন ডগলাসকে লক্ষ্যই করেন নি। কিন্তু যাদেরই সংস্পর্শে তিনি আসেন, ডগলাস তাদের সকলের খোঁজ নেন, কারণ সমাজে বিশিষ্ট হওয়াই তাঁর প্রবলতম কামনা। অপর সকল রাজনীতিক তাই তাঁর সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি তাদের প্রত্যেকের শক্তির সন্ধান নেন এবং এই একলা মানুষটি থেকে নিজেকে ডগলাস অত্যন্ত নিরাপদ বোধ করেন। লিঙ্কন তাঁর কোন ক্ষতি করবেন না।

পূর্বাঞ্চলবাসী, দুই নামধারী ম্যাকনামার, যতদূর বোঝা যায়, চিরকালের মতই চলে গেছে। ভ্যাণ্ডালিয়া থেকে নিউ স্যালেমে ফিরে লিঙ্কন দেখেন যে রাটলেজদের অবস্থা ভয়ানক পড়ে গেছে। এ অঞ্চলের প্রথম অধিবাসী রাটলেজকে পান্থশালা উঠিয়ে দিতে হয়েছে এবং কিছুদূরে এক খামার বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছেন। সেটাও অবশ্য অদৃশ্য ম্যাকনামারের সম্পত্তি। সুশ্রী এ্যানের তার উপর আর কোন টান নেই। ম্যাকনামারের সঙ্গে স্থানীয় দুই পাণি-প্রার্থীর সে তুলনা করে দেখেছে। তাছাড়া হিলের প্রণয় নিবেদনও যেন অতীতের ঘটনা। এখন কেবল একজন আছেন যিনি তাকে তিন বৎসর ধ'রে অবিচল নিষ্ঠায় ভালবেসে এসেছেন। এই মৌন মহত্ব ও স্বার্থত্যাগী হৃদয়শালী

মানুষটিকে দেখে এ্যানের মনোভাব এখন এমন অবস্থায় এসেছে যাতে লিঙ্কনের কোন দ্বিধা আর টিকল না। পরস্পরে বাগ্‌দান করলেন।

বসন্তকাল এসে গেছে; লিঙ্কন প্রায়ই ঘোড়ায় চ'ড়ে রাটলেজদের খামারে যান। এখন বয়স তাঁর ছাব্বিশ, এ্যান তাঁর থেকে চার বৎসরের ছোট। বাগ-দত্ত অবস্থায় কয়েকটি মাস মনে হয়, তাঁর জীবনে সর্বাপেক্ষা সুখের কাল। এই স্বভাব-বিষণ্ণ মানুষটির পক্ষে এই প্রণয়ঘটনা যেন সুখ স্রোতস্বিনীর কূলে স্বল্প কালের বিশ্রাম, অনতিবিলম্বে নদী তার প্রবল প্রবাহে লিঙ্কনকে তার কালো বুকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

সেই গ্রীষ্মকালে, নিউ স্যালেমে ও আশেপাশে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হ'ল। ইণ্ডিয়ানাতে যেমন এই জ্বর লিঙ্কনের আত্মীয়দের এবং অবশেষে তাঁর মাকে আত্মসাৎ করেছিল, এখানেও তেমন তাঁকে, তাঁর এক বন্ধু এবং তাঁর প্রণয়িণীকে অভিভূত করলে। তাঁর বলিষ্ঠ শরীর অসুখের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হ'ল। তাঁর বন্ধু মারা গেলেন এবং অবশেষে তাঁর প্রিয়তমাও তাঁর সামনে চিরকালের মত চোখ বুজলেন।

তাঁর মনের স্বস্তি বিপর্য্যস্ত হয়ে গেল। শ্রমময় ও আনন্দহীন তারুণ্যের শেষে তিনি সুখের স্বপ্ন দেখেছিলেন। এ্যানের সমাধির এক সপ্তাহ পরে স্যাঙ্গামান নদীর তীরে বনের মধ্যে দেখা গেল লিঙ্কন বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরছেন আর প্রলাপ বকছেন। অপর একদিন সাত মাইল দৌড়ে গিয়ে তিনি মনের দুঃখে প্রেয়সীর কবরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু তাঁর এসব ব্যবহারে কি কেউ বিস্মিত হতে পারে? নিজের মানসিক অবসাদের জন্য এই মানুষটি একটা পকেট-ছুরিও কাছে রাখতে ভয় পেতেন। এখন তাঁর মনে এসেছে সুগভীর নৈরাশ্য।

তথাপি, জীবন চলে আপন গতিপথে এবং আত্মহননে যিনি বিরত থাকেন, তাঁকে যেমন তেমন করে জীবন ধারণ করতে হয়। তাছাড়া, লিঙ্কনের

প্রকৃতি মূলতঃ সুস্থ। নৈরাশ্যের কোন দুঃখ বেশীদিন তাকে প্রভাবিত করতে পারে না।

এখন, এই সাতাশ বৎসর বয়সে, লিঙ্কনের শৃঙ্খলাহীন বই পড়ার দিন শেষ হয়েছে। একটা নির্দিষ্ট ধারায় তিনি পড়তে আরম্ভ করেছেন; আইন ইতিহাস সম্বন্ধে অভ্রান্ত জ্ঞান তাঁর পক্ষে অত্যাবশ্যক। বন্ধুবৎসল জনৈক শিক্ষক তাঁকে ব্যাকরণের নিয়মগুলি বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাঁর খাপছাড়া বিদ্যার ভিত্তি এখন ক্রমেই জমাট হচ্ছে। জমির লেনদেন আগের থেকে দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে, এখন যন্ত্রপাতি নিয়ে জরীপ করতে এলে লোকেরা তাঁর কাছে রাজনীতির কথা প্রত্যাশা করে; গল্প বলে কারুকে খুসী করতে হয়; কুস্তি প্রতিযোগিতায় বিচার বা বিবাদে মধ্যস্থতাও আছে। এইভাবে লিঙ্কন ও তাঁর ভোটদাতাদের মধ্যে পরিচয়ের বন্ধন স্বাভাবিকভাবে গড়ে উঠে এবং তাঁর পুনর্নির্বাচন সম্বন্ধে আর কোন সংশয় থাকে না।

তাঁর দ্বিতীয় নির্বাচনী অভিযান, অবশ্য প্রথমটির থেকে ভিন্নভাবে পরিচালিত হয়েছিল। তাঁর আত্মপ্রত্যয় বেড়েছে; সুতরাং তাঁর পন্থাগুলি আরও নিপুণ এবং তাঁর আচরণ দু'বছর পূর্বের তুলনায় আরও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয়ে উঠেছে। তিনি নিজের কর্মসূচী রচনা করেছেন। তাঁর রাজনৈতিক দলের অনুমোদনের অপেক্ষা না রেখে তিনি স্থানীয় এক সংবাদপত্রে প্রার্থীদের বক্তব্য প্রকাশের অনুরোধের এই ভাবে উত্তর দিলেন:

"যাঁরা শাসনের ব্যয়ভার বহনে সাহায্য করেন তাঁরা সকলেই তার সুবিধা সমভাবে ভোগ করবেন, এই আমি চাই। সঙ্গে সঙ্গে যে সকল শ্বেতকায় ব্যক্তি কর দেন বা অস্ত্র ধরেন (মেয়েদেরও বাদ না দিয়ে) তাঁদের সকলকে ভোটদানের অধিকার দেবার আমি পক্ষপাতী। যদি নির্বাচিত হই, তবে স্যাঙ্গামানের সকল ব্যক্তিকেই আমার নির্বাচক বলে' বিবেচনা করব, আমার সমর্থকদের মতো আমার বিরুদ্ধাচারিগণকেও। তাঁদের মনোভাব কি তা যেমন জানবো তেমনি সেই অনুসারে আমি কাজ করব; অন্য সব ব্যাপারে আমার বিচারে

যাতে তাঁদের স্বার্থের আনুকূল্য হয় সেই মতো চলব। নির্বাচিত হই বা না হই, সরকারী জমির বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ভাগ করে' দেবার আমি পক্ষপাতী; যার ফলে, অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে আমাদের রাজ্যও জলপথ খনন ও রেলপথ নির্মাণ করতে পারবে—এর ফলে তাদের ঋণ নিতে বা তার উপর সুদ দিতে হবে না।"

তাঁর পুনঃনির্ব্বাচনের সঙ্গে হুইগ দল এই প্রথমবার আইনসভায় সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করল; গোষ্ঠীর নাম হ'ল "লম্বা নয়" (গড়পড়তায় তাঁরা ছ'ফুট লম্বা আর ওজনে দু'শ পাউণ্ডেরও বেশী) এবং তাঁরা নানা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সাহসের সঙ্গে পেশ করলেন। যাতে ভ্যাণ্ডালিয়া থেকে রাজধানী উঠিয়ে তি সহর স্প্রীংফিল্ডে স্থানান্তরিত করা হয়; তার জন্য লিঙ্কন নিজের দিক থেকে উদ্যম সহকারে ভোট সংগ্রহ করছেন কখনও আপোষ করে' কখনও বা সুবিধা দেবার প্রতিজ্ঞা করে।

ব্যবসা বাণিজ্য, যোগাযোগ, আইন প্রক্রিয়ার সুবিধা এবং ইলিনয়ের সামগ্রিক উন্নতির জন্যই এটা প্রয়োজন। লিঙ্কনের এব্যবস্থায় কিছু ব্যক্তিগত স্বার্থও আছে। তিনি বুঝছেন যে, তাঁর পল্লীজীবনের অবসান হয়েছে এবং তিনি বৃহত্তর মঞ্চে এমন সব কাজ করবার প্রত্যাশা করছেন যা তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারবে। অপরদেরও ব্যক্তিগত কারণ আছে যাতে ভ্যাণ্ডালিয়ায় রাজধানী থাকে। তৃতীয় এক দল, যাঁদের সমর্থনের উপর স্প্রীংফিল্ড পরিকল্পনার উদ্বোধনের সম্ভাবনা নির্ভর করেছে, তারা এজন্য ভোট দিতে রাজী······কতকগুলি সর্ত্তে। অবশেষে, নিপুণ বাটোয়ারী বুদ্ধিবলে সর্ত্তগুলি পূরণ করা হ'ল এবং স্প্রীংফিল্ডে রাজধানী স্থানান্তরিত করবার প্রস্তাব ভোটে জিতে গেল।

এটি লিঙ্কনের এক বিরাট সাফল্য। এ প্রস্তাব তিনি পেশ করেছিলেন। এবার, যে কাজের জন্য তিনি বহুদিন থেকে প্রস্তুত হচ্ছিলেন, সেই দিকে সাহস করে পা বাড়ালেন। স্প্রীংফিল্ডে তিনি আইনজীবীরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে চান।

কোন পরীক্ষার প্রয়োজন নেই, ওকালতি করবার জন্য দস্তুর অনুযায়ী একটা লাইসেন্স নিতে হবে মাত্র। তাঁর ধার নেওয়া আইনের গ্রন্থাবলী থেকে তিনি এত কিছু শিখেছেন যা স্থানীয় খ্যাতিমানেরাও জানেন না। জনসমাজে তাঁর বক্তৃতার অভিজ্ঞতা, কর্মজীবনে তাঁর স্থানীয় পরিবেশের জ্ঞান এবং সর্বোপরি তাঁর ক্রমবর্দ্ধমান আত্মপ্রত্যয় তাঁকে এই কাজে এগিয়ে নিয়ে গেল। যদি নিষ্ফল হন তবে ক্ষতি নেই। বিফলতার দীর্ঘধারায় আর একটি ক্রম বাড়বে মাত্র!

আটাস বৎসর বয়সে লিঙ্কন ঘোড়ায় চ'ড়ে যাত্রা করলেন নূতন জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য; সে টাট্টু ঘোড়াটা অবশ্য ধার করা এবং তার ঋণ তখন হাজার ডলারের উপর। সেদিন তাঁর পকেটে ছিল সাত ডলার।

নব্বই বৎসর আগে ইলিনয়ের স্প্রীংফিল্ড, পনের শত অধিবাসী নিয়ে সহর হিসাবে তৎকালেই কিছু গুরুত্ব অর্জন করেছিল। রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কেন্দ্র-রূপে সেদিনের তরুণ নাগরিক সমাজ কর্তৃত্বের গর্ব অনুভব করতো এবং ওয়াশিংটনের ব্যবহার বিলাসের অনুকরণ করতো।

প্রায় কপর্দকশূন্য লিঙ্কন সহরে এসে সৈনিক জীবনের এক সঙ্গীর কাছে গেলেন। তাঁর একটি দোকান আছে। লিঙ্কনের জিজ্ঞাস্য, এখন একটা বিছানা ধারে কিনে পরে দাম দিলে চলবে কি না? স্পীড মানুষটি সহৃদয়; তিনি বন্ধুকে সাদর অভ্যর্থনা করে জানালেন যে, দোকানের উপরে তাঁর ঘরে এবং তাঁর বিছানায় পুরানো সঙ্গীর স্থান সঙ্কুলান হবে।

বর্ত্তমানে বিল বাটলারের কাছে থাবার ব্যবস্থা হ'ল। বিল বলেন, দাম চোকাবার জন্য ব্যস্ত হবার দরকার নেই। নিউ স্যালেম ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই জরীপ ও পোষ্টমাস্টারের কাজও ছাড়তে হয়েছে, অথচ ঘাড়ে এখনও দেনার বিষম ভার। সুতরাং, আয়ের একটা নতুন পথ আবিষ্কার করা প্রয়োজন। তিন সপ্তাহ পরে স্থানীয় এক ব্যবহারজীবীর সঙ্গে

রছেন এবং যদি নির্বাচিত হ'ন তা হলে এখানে একজন অংশীদারের
:কার হবে। তিনি জানেন যে, লিঙ্কনের আইনের জ্ঞান এখনও পাকা না
:লও তাঁর সুবুদ্ধি ও বাগ্মিতা নির্ভরযোগ্য। শীঘ্রই সব ব্যবস্থা ঠিক হ'ল।
্রীংফিল্ডের আদালত বাড়ীর দোতলায় এক নতুন নাম ফলক পড়ল
:য়ার্ট ও লিঙ্কন।" ফলকটি চার বৎসর অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় ছিল।

উকীলের কামরাটি ছোট, তাতে কয়েকটা বই রাখবার সাধারণ তাক,
কটা টেবিল, খান দুই চেয়ার ও বই, কাগজ-পত্র। ঘরে প্রচুর ধূলো। মুক্ত
াওয়ার জীবনে এবং বারংবার নব নব পেশায় অভ্যস্ত লিঙ্কন এতদিন নিজের
ভিরুচি মতো সময় কাটিয়ে এসেছেন। দরিদ্র হলেও তিনি স্বাধীনচেতা।
খন তিনি এই অফিসে (আধা সেক্রেটারী আধা ব্যবহারজীবীর কাজে) কঠিন
রীক্ষায় পড়লেন। এখন তাঁকে আইন ঘটিত কাগজপত্র লিখতে হবে, নির্দ্দিষ্ট
ময়ে আদালতের বৈঠকে হাজিরা দিতে হবে এবং ঋণ পরিশোধের দাবীতে
োকদ্দমা রুজু করতে হবে। যে ছিল অর্দ্ধযাযাবর তাকে সমর্থ ব্যবসায়ীরূপে
াড়াতে হবে। তারপর? নূতন পেশায় নিজেকে খাপ খাইয়ে নিলেন
কছুটা এবং পেশা অনুসারে রুচি ও প্রবৃত্তি খানিক বদলে ফেললেন।

আইন ঘটিত ন্যায়ের জটিলতার প্রতি প্রীতি ও আইনের মারপ্যাচে কাবু
রার জন্য জাত উকীলের যে সাধারণ প্রবৃত্তি, লিঙ্কনের তা কোনদিন জাগল
া। তাঁর নূতন বৃত্তিতে যা তাঁকে আকৃষ্ট করতো সে হচ্ছে ন্যায় বিচারের
াধ, অত্যাচারিতকে সাহায্য করবার সুযোগ সুবিধা।

আটাশ বৎসরের এই যুবা তাঁর যা কিছু কাম্য সকলই পেলেন। পেলেন
া শুধু অর্থ। কোন সুযোগই তিনি অবহেলা করলেন না। বহুরূপেই তিনি
াগ্যবস্ত। আইন সভায় তিনি স্বদলের নেতা, নিপুণ ব্যবহারজীবীর তিনি
ংশীদার, স্থানীয় সংবাদ পত্রের লেখক; আর ছোট সহরটিতে সর্বজন প্রিয়,
ারণ প্রত্যেকেই জানেন যে প্রধানতঃ লিঙ্কনের উদ্যোগ ও উদ্যমের ফলে
াইনসভা ভ্যাণ্ডালিয়া থেকে স্প্রীংফিল্ডে সরান হয়েছে। এখন লিঙ্কনের নানা

নূতন এবং বিচিত্র ব্যাপার অনুধাবন করবার সুযোগ হচ্ছে; শহরের কুস্তী ও অন্যান্য খেলার তিনি পৃষ্ঠপোষক, গল্প কথক রূপেও তাঁর সমাদর প্রচুর।

লিঙ্কনের কিন্তু সব চেয়ে ভাল লাগে স্পীডের দোকানে বসে নানা সমস্যার আলোচনা করতে। দোকান নিয়ে ব্যস্ত স্পীড। তাঁর চারপাশে বসে বুদ্ধিমান ব্রাউনিং ষ্টুয়ার্ট (অবশ্য যখন সহরে থাকে ও সময় পায়), পাদরী টমাস এবং লিঙ্কন মালের বাক্স বা কাউণ্টারের উপর যথাসাধ্য আরাম করে বসে আর গল্প বলে। মিষ্টভাষী ডেমোক্র্যাট ডগলাসও আসেন মাঝে মাঝে এবং আলোচনায় যোগ দেন, কখনও বা সমর্থন কখনও বা প্রতিবাদ করেন। এই ছোট সহরটির কাজে যতটা লাগতে পারে তার চেয়ে অনেক বেশী সময় ও শক্তি আছে এই যুবাদলের; আগ্রহ করে তারা খবরের কাগজ ঘাঁটে এবং তাঁদের ধারণা যে ওয়াশিংটনের বিধান কর্ত্তাদের চেয়ে ঢের ভাল ভাবে তারা দেশের সুব্যবস্থা করতে পারে।

"মিষ্টার লিঙ্কনের......আচরণে এক ধরণের ভাঁড়ামি দেখা যায়; সেটা তাঁকে মানায় না এবং প্রকৃত পক্ষে তাঁর প্রকৃতিগতও নয়..... কখনও কখনও এই সঙ্গে তিনি ভাষারও বদল করেন। তাঁর হুইগ শ্রোতাদের মধ্যে এইজন্য বারংবার উচ্চহাসির রোল উঠে; কিন্তু তার এই ভাঁড়ামির চাতুরীতে অন্য কেউই ভোলে না এবং শ্রোতাদের অধিকাংশের কাছেই তাতে কোন কাজ হয় না।"

ত্রিশ বৎসর বয়সে লিঙ্কনের জন সমাজে বক্তৃতার রীতি সম্বন্ধে এই সমালোচনা স্থানীয় একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি যে গণ্য-মান্যদের একজন হয়ে উঠেছেন এটি তাঁর প্রথম নিদর্শনগুলির একটি। তৃতীয় বারের মতো তিনি আবার আইন সভায় নির্বাচিত হয়েছেন। সহরে তাঁর দলের অন্যতম নেতারূপে তিনি সমগ্র ইলিনয়ে "হেনরী ক্লে দলের" নেতৃত্বের অধিকারী হয়েছেন। পর বৎসর সারা দেশে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ধুম বাধলু।

রনৈতিক উত্তেজনা ও উন্মাদনার প্রাবল্যে লিঙ্কনের বক্তৃতায় শ্রোতার সংখ্যা, দিন যা দুই বা তিন শতে আবদ্ধ ছিল তা কয়েক সহস্রে দাঁড়াল।

বক্তারূপে তাঁর স্বাভাবিক ক্ষমতা যাতে বাড়ে লিঙ্কনের এখন সেই চেষ্টা। বয়সে যে সব কায়দা সহজে এসেছিল এখন সেগুলোকে লাগসই করে হার করতে সুরু করলেন। অবস্থা বুঝে বলবার ভঙ্গী বদলাতে শিখলেন ং শ্রোতাদের মনোভাব বুঝে বক্তব্যও স্থির করে নিতে লাগলেন। সভায় মোক্র্যাটরা বলে হুইগরা বাবুলোক এবং দরিদ্রের কথা বলতে সুন্দর দামী যাক পরে আসে। একবার এইভাবের আক্রমণের পর লিঙ্কন মঞ্চের উপর ই ডেমোক্র্যাট বক্তার আঁটসাঁট কোটের বোতামগুলো খপ খপ করে খুলে লেন। সবাই দেখলে ভিতরে সুন্দর সিল্কের সার্ট এবং সোনার সীল ঝোলান নে বাঁধা ঘড়ি রয়েছে। সকলের সরব হাসির মধ্যে লিঙ্কন বল্লেন:

"আমি গরীবের ছেলে, মাসে আট ডলার মাইনেতে নৌকাতে কাজ করতুম, ণে থাকতো এক জোড়া ব্রীচেস, তাও বাকস্কিনের তৈরী। আপনারা নেন, প্রথমে জলে ভিজে পরে রোদ্রে শুকোলে বাকস্কিন কুঁচকে ছোট হয়ে য়। আমার ব্রীচেস এইভাবে ছোট হ'তে থাকল। শেষে আমার ব্রীচেস ও জোর মাঝখানে আমার দুই পায়ের কয়েক ইঞ্চি আর ঢাকা পড়ে না। আমি ত লম্বা হচ্ছি, ব্রীচেস তত ছোট হচ্ছে, ক্রমে এত আঁট হ'ল যে আমার পায়ে ল দাগ পড়ে গেল, আজও তা দেখা যায়। একে যদি আপনারা নবাবী লন, তবে সে অপবাদ আমি স্বীকার করছি।"

সে বৎসর সমগ্র ইলিনয় যেন রাজধানী স্প্রীংফিল্ডে জড়ো হ'ল, রাষ্ট্রপতি বাচন উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা ইত্যাদির উদ্দেশ্য। দলের লোকেরা কাঠের তরী কেবিনের প্রতীক নিয়ে আর নানা রকমের গান বাজনায় বিপুল হট্ট-গালের আয়োজন করলে। এই হুলস্থূল ব্যাপারে লিঙ্কনের ভূমিকা ও কাজের ক প্রত্যক্ষদর্শী এই ভাবে বর্ণনা দিয়েছেন:

"একটা ওয়াগনের উপর দাঁড়িয়ে সেই গাড়ীর চতুর্দ্দিকের বিরাট জনতাকে

তিনি উদ্দেশ করে বক্তৃতা দিচ্ছেন। মূল ভাষণ লিঙ্কনের এবং সেই সভা সম্বন্ধে জনগণের বিশেষ আগ্রহ। এই সময়ে তাঁর শারীরিক শক্তি ছিল অন্যান্য বয়সের তুলনায় সর্বাধিক। তিনি বেশ লম্বা, হয়ত পরিণত বয়সের চেয়ে বর্ত্তমানে কিছু কৃশ, পরে যখন তাঁর শরীর কিছু স্থূল হয়েছিল সে হিসাবে এখন বেশ সাদাসিধে। এখন তাঁর বয়স মাত্র একত্রিশ বৎসর, তবু হুইগ দলের বক্তাদের মধ্যে সেই নির্বাচনী অভিযানে তিনিই যোগ্যতম বলে বিবেচিত হয়েছিলেন। তাঁর ভিতর সেই বস্তুটি ছিল যা জনসাধারণকে আকৃষ্ট করে এবং সে আকর্ষণ বজায় রাখে। বিশেষ করে রাজনৈতিক সমস্যাগুলির সহজ এবং সরল ব্যাখ্যা ও উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেবার রীতির জন্য তিনি এই বয়সেই জনসাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছিলেন। এক এক সময়ে প্রমাণ প্রয়োগ সহ কথা বলতেন এবং তাঁর বক্তব্য সকলের বেশ যুক্তিপূর্ণ বলে মনে হ'ত। সেই অভিযানে যে সকল সমস্যার আলোচনা হ'ল তা পণ্য শুল্ক, ফেডার‍্যাল গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক দেশের আভ্যন্তরিক নানা উন্নয়ন, সরকারী জমি বিক্রয়লব্ধ অর্থ সকল রাষ্ট্রের মধ্যে বিভাগ সম্বন্ধে। এছাড়া আরও কয়েকটি ব্যাপার ছিল এবং সে সব সম্বন্ধে বিভিন্ন দলে মতভেদ ছিল। সেগুলি এমন কিছু নয় যাতে তিনি বিশেষভাবে মাথা ঘামাবেন। তাঁর মহৎ প্রকৃতিকে সেগুলি স্পর্শ করতে পারেনি, সুতরাং তিনি সে ধারে মন দেন নি। কখনও কখনও তিনি তৎকালিক সমস্যাগুলিকে যুক্তিসম্বলিত রীতিতে ব্যাখ্যা করতেন। তাঁর বিরুদ্ধপক্ষদের বিদ্রূপ করবার জন্য তিনি প্রায়শঃই গল্পের আশ্রয় নিতেন। সেই প্রথম যুগে এই গল্পচ্ছলে বক্তব্য প্রকাশের ধারা সাধারণ্যে আদৃত ছিল......।"

লিঙ্কনের বহু বক্তৃতাই বেশ যত্নে রচিত। সেই সময়ে তাঁর বন্ধুদের উদ্দেশ্যে লেখা ব্যক্তিগত চিঠিতে এই সব বক্তৃতার অনেক অংশ দেখা যায়, অক্ষরে অক্ষরে মিল রয়েছে। সেগুলিকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। তিনি পত্রোদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের খবরের কাগজে সম্পূর্ণ বক্তৃতাটি পড়ে নিতে অনুরোধ করেছেন, কিম্বা চেঁচিয়ে পড়ে' পরস্পরকে শোনাতে বলেছেন। মাঝে মাঝে

তাঁর রাজনৈতিক সহকর্মীরা তাঁর উপর বিরক্ত হয়ে যেতেন। পরমত সহনে তাঁর উদারতার ফলে রাজনৈতিক বিরোধে যে তীব্রতার প্রয়োজন তা তিনি দেখাতে পারতেন না। এই কারণে যাকে তিনি প্রকৃতই শত্রু মনে করেন, তাঁর সামনা সামনি এলে লিঙ্কনের অনেক সুবিধা হত।

এই ধরণের শত্রু হলেন ষ্টীফেন ডগলাস। এই ডেমোক্র্যাটটি কি চিরকাল তাঁকে অনুসরণ করবে? এঁরা দুজনে যখন ভ্যাণ্ডালিয়াতে জীবন যাত্রা শুরু করেন ডগলাস তখন ষ্টেট এটর্নির পদপ্রার্থী। পাঁচ বৎসর পরে, একই দিনে তাঁরা দুজনেই সুপ্রীম কোর্টে ওকালতি করবার অধিকার পেলেন। বর্ত্তমানে তাঁরা একই মণ্ডলীতে যে যাঁর দলের মনোনীত প্রার্থীকে রাষ্ট্রপতিত্বের গৌরবে সমাসীন করবার চেষ্টা করছেন।

ডগলাসের উপস্থিতিতে লিঙ্কনের উৎসাহ বেড়ে যায়। শাসকরূপে ভ্যান বুরেনের সমর্থনে ডগলাস যখন বক্তৃতা করেন তার উত্তরে লিঙ্কন বলেন, "আমি এখনি এই অছিলাগুলি পরীক্ষা করব এবং আমার ধারণা, প্রমাণ করতে পারবো যে অল্প যে কয়েকটা ব্যাপার সত্য, তাদের থেকে কিছু প্রমাণিত হয় না, কিন্তু বেশীরভাগ ওজর তথ্য হিসাবে অসত্য।" এই উক্তির প্রমাণ-স্বরূপ লিঙ্কন হিসাবের উপর হিসাবের স্তূপ গড়েন এবং বারবার শুনিয়ে দেন ডগলাসের দেওয়া ওজরগুলি "সম্পূর্ণ মিথ্যা"। অবশেষে এই বলে লিঙ্কন তাঁর ভাষণ শেষ করলেন:

"মিষ্টার ডগলাসের বক্তৃতা যাঁরা শুনেছেন তাঁদের স্মরণে থাকবে যে আমার সম্বন্ধে তিনি অতি ঘৃণামিশ্রিত করুণার সুরে উক্তি-বিলাস করেছেন। 'আমাকে নিকেশ করলেন বুঝি', ভাবলুম আমি। কিন্তু যখন তিনি বল্লেন যে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের সরকারী ব্যয়ের পঞ্চাশ লক্ষ ডলার গেছে ফরাসীদের ক্ষতিপূরণ বাবদ, যা আমি মিথ্যা বলে জানি,......যে, এক কোটি ডলার খরচ হয়েছে মেন (Maine) সীমান্ত যুদ্ধে, যা কেবল মিথ্যা নয়, অতীব হাস্যকর বলে জানি; এবং যখন দেখলুম যে অতিশয় নির্বোধের মতো তিনি আশা করছেন যে আমি এই সব ভিত্তিহীন ও ধৃষ্ট দম্ভোক্তির স্বরূপ উদ্ঘাটন না করে নীরবে সহ্য করব—

তখনি আমি মনকে বোঝালাম যে আমাদের শ্রোতৃবর্গই বিচার করবেন যে, সত্যবাদিতা ও বিচক্ষণতা উভয়দিক থেকে জগতের ঘৃণার পাত্র কোন্ জন, তিনি না আমি……।"

পথের ধারে সুন্দর এক বাগানে কাঠের থাম ও লম্বা বারান্দা দেওয়া একটা বিরাট বাড়ী। মালিক স্প্রীংফিল্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী, নিনিয়ান ডাবলিউ এডওয়ার্ডস্। লিঙ্কন ও ডগলাসের পরস্পরের সঙ্গে এই বাড়ীতে দেখা হয়, কারণ ওয়াশিংটনের রীতির অনুসরণে এখানেও রাজনৈতিক সমাজ ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত নয়।

এডওয়ার্ডস্-পত্নী অভিজাত ঘরের মেয়ে। কেনটাকীর টড বংশীয়েরা জাতিতে স্কট এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে এই পরিবার বিশেষ গৌরব অর্জন করেছেন। শ্রীমতী এডওয়ার্ডসের পিতা রবার্ট স্মিথ টড ১৮১২ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে ক্যাপ্টেন ছিলেন; ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন লেক্সিংটনে ব্যাঙ্ক অফ কেনটাকীর সভাপতি এবং সম্ভ্রান্ত নাগরিকের উপযুক্ত সমৃদ্ধি ও সম্মানের জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর বাড়ীর দেওয়ালগুলি তাঁর বিখ্যাত পূর্বপুরুষদের ছবিতে সাজান থাকতো, এবং য়ুরোপে অভিজাত বংশীয় শিশুরা যেমন সুচারুরূপে শিক্ষা পায় তাঁর পুত্র কন্যারাও সেই মত শিক্ষিত হয়েছেন।

মায়ের মৃত্যুর পর সেখানে বিমাতার রাজত্ব শুরু হতেই টডবাড়ীর ছয়টি ছেলেমেয়ে একের পর এক সে ঘর ছেড়ে চলে গেল। মেরী টড সেই পলাতকদের অন্যতমা। উচ্চাভিলাষিণী এই মেয়েটির সাধ ছিল বিস্তৃততর সামাজিক ক্ষেত্রে নিজেকে বিকশিত করবার। তিনি স্থির করেছিলেন যে স্প্রীংফিল্ডে সেই ক্ষেত্রের সন্ধান মিলবে।

এই নবাগতার সঙ্গে লিঙ্কন ও ডগলাস যখন পরিচিত হলেন, তাঁরা দেখলেন বৃহত্তর সমাজের এই তরুণী নানা বিষয়ে অভিজ্ঞা এবং সে সব সম্বন্ধে চমৎকার কথা বলতে পারেন। কথার মাঝে মাঝে থাকে ফরাসী বাক্যসমষ্টি কখনও বা শ্রেষ্ঠ ফরাসী গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি।

তাঁর প্রথম বলনাচে তিনি সকলকে চমৎকৃত ক'রে দিলেন, এমনি তাঁর পারদর্শিতা। এই সুন্দরী ও রসিকার নাচের সঙ্গী হবার জন্যে যুবামহলে প্রতিযোগিতা সুরু হ'ল। মেরীর কেবল এক চিন্তা। এই যুবাদলের মধ্যে বিরাট জীবন যাপনের সম্ভাবনা কার? ভবিষ্যৎ প্রেসিডেণ্ট ছাড়া আর কারো পত্নীত্ব মেরী স্বীকার করবেন না, এই তাঁর সঙ্কল্প! নির্ভুল অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে তিনি স্প্রীংফিল্ডে তাঁর নবপরিচিতদের মধ্যে থেকে দুটি যুবাকে বেছে নিলেন, যাঁদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। বর্ত্তমানে তাঁরা উভয়েই দরিদ্র, এবং তাঁদের জন্ম সাধারণ ঘরে—তাঁদের মধ্যে একজন বেঁটে, অপরজন অত্যন্ত লম্বা—ডগলাস ও লিঙ্কন।

এই তরুণী যেমন অতি ত্বরিতে ডগলাসের ক্ষমতা বুঝে নিয়েছিলেন, ডগলাসেরও তাঁকে বুঝে নিতে দেরী হয়নি, কারণ দুজনেই উচ্চাশায় প্রভাবিত। এর মধ্যে অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, তা সত্ত্বেও মেরীর দৃষ্টি পড়ল লিঙ্কনের উপর। লিঙ্কনের খাটো পাজামা, তার অমার্জ্জিত ব্যবহার, তাঁর নাচে অনিপুণতা অগ্রাহ্য করলেন মেরী। কারণ, তিনি উপলব্ধি করলেন লিঙ্কনের অস্থিপূর্ণ দীর্ঘ কপালের উপর অদৃশ্য এক মুকুট শোভা পাচ্ছে এবং এই গৌরবের অংশ নেওয়া তাঁর মনোগত অভিপ্রায়।

ভগ্নী ও ভগ্নীপতির ইচ্ছা ও উপদেশ না মেনেই তাঁর নির্বাচিত এই মানুষটির চারপাশে তিনি সুদৃঢ় হাতে বন্ধনী সৃষ্টি করলেন। তাঁদের বিবেচনায় লিঙ্কন যথেষ্ট মার্জ্জিত ন'ন এবং তাঁরা মেরীকে স্পষ্টই বলেন যে লিঙ্কনকে বরণ করা তাঁর পক্ষে আত্মবিসর্জ্জন মাত্র। পরবর্ত্তী কালে মেরী বলেছেন, "একদিন না একদিন মিস্টার লিঙ্কন ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের প্রেসিডেণ্ট হবেন নিশ্চয়; একথা যদি আমি না বুঝতাম, তা হ'লে তাঁকে আমি বিয়ে করতাম না, কারণ দেখছেন তো তিনি আদৌ সুপুরুষ ন'ন।"

বাগদত্ত অবস্থায় দুজনের সময় কাটল ঈর্ষা ও ভয়ে। মেরী চান লিঙ্কনকে স্বমতে চালাতে, আর লিঙ্কন হলেন স্বাধীনচেতা, প্রায়ই ঝগড়া বাধে আগামী বিপদের সঙ্কেতের মতো বিবাহের দিন আসে।

তাঁরা দিন স্থির করেছেন পয়লা জানুয়ারী। নূতন বৎসরে আনন্দ ধ্বনির মধ্যে নূতন জীবনধারাকে প্রবাহিত করবেন। শিষ্ট সমাজের কন্যার বিবাহের উপযোগী অনুষ্ঠান ও ভোজের আয়োজন হ'ল। বিবাহের সজ্জা, জুতো আর দস্তানা, বিবাহের দিন সকালের ভোজ ও বক্তৃতা প্রভৃতি ব্যাপার নিয়ে কনে এবং তাঁর নিকট আত্মীয়েরা যখন মত্ত, বরের মনে তখন উত্তেজনার বিষম উত্তাপ।

নির্জ্জন স্বভাব ও অত্যন্ত স্বাতন্ত্র্যকামী এই মানুষটি জীবনে একবার মাত্র ভালবেসেছিলেন এবং ধীরে ধীরে হৃদয় জয় করেছিলেন যে কন্যার, অতি দ্রুত তাঁকে হারাতে হয়েছে। আজ তাঁর মনে হচ্ছে যেন তিনি ফাঁদের মধ্যে আটকে গেছেন, কোণঠাসা হয়ে গেছে তাঁর স্বাধীন মনোভাব।

সেই অগ্নিপরীক্ষার দিনের ঘটনাবলী সম্বন্ধে বিবরণগুলি পরস্পর বিরোধী—কনে তাঁর গৌরবদীপ্তিতে প্রস্তুত ছিলেন কিনা, অতিথিরা সকলে সমবেত হয়েছিলেন কিনা, কিম্বা বিবাহের আগের দিন একটা বিষম কলহ হয়েছিল কিনা, তা ঠিক জানা নেই। তবে অন্ততঃ এটা নিশ্চিত যে বিবাহসভায় লিঙ্কন অনুপস্থিত ছিলেন। সারাদিন আইনসভায় তাঁকে দেখা গেল, কারণ স্পষ্ট, সেখান থেকে তাঁকে ধরে নিয়ে যাওয়া কঠিন। বিবাহের নির্দ্দিষ্ট সময়ে তিনি একটা লাইসেন্স বিল উত্থাপন করছিলেন এবং তারপর কয়েকদিন এই ভাবে তিনি ঐ সভায় ভোটদাতাদের প্রতিনিধিরূপে নানা কর্ত্তব্যে বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন। তারপর এক সপ্তাহ ধ'রে তাঁকে আইন সভায় দেখা গেল না, তিনি তখন ডাক্তারের হেপাজতে।

লিঙ্কন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। স্বভাবতঃ তাঁর প্রকৃতি সুস্থ হলেও, গত কয়েক সপ্তাহে নানা বিরুদ্ধ মনোভাবের দ্বন্দ্ব তাঁকে বিষম বিচলিত করেছে। তাঁর চিকিৎসকের পরামর্শে তিনি সিনসিনাটির (Cincinnati) এক স্নায়ু বিশেষজ্ঞকে চিঠিতে নিজের অবস্থার কথা জানিয়েছেন; বিশেষজ্ঞ উত্তরে জানালেন যে সাক্ষাৎ পরীক্ষা ব্যতীত কোন কিছুই করা যাবে না। লিঙ্কন স্থানীয় ডাক্তারকে আঁকড়ে রইলেন, তাঁর ভয় পাছে তাঁর সাহায্য আর না পান।

এই সময়ে তিনি তাঁর ব্যবসায়ের অংশীদার ষ্টুয়ার্টকে ওয়াশিংটনে কয়েকখানি আবেগ ভরা চিঠি লিখেন।

"বর্ত্তমানে আমি সবচেয়ে দুর্ভাগা মানুষ। আমি যা অনুভব করছি তা যদি সকল মানুষের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া যেত তবে পৃথিবীতে আর একটিও হাসিমুখ থাকতো না। আমি কোন কালে মানসিক স্বাস্থ্য ফিরে পাবো কিনা, তা বলতে পারছি না। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি যে তা পাবো না। আমার বর্ত্তমান মানসিক অবস্থা বজায় রাখা অসম্ভব। হয় মরব, নয় ভালো হবো, এই কথাই মনে হচ্ছে……আশঙ্কা হচ্ছে এখানে আর কোন কাজে মন দিতে পারবো না এবং স্থান পরিবর্ত্তন আমার পক্ষে কল্যাণকর হবে। আমি যদি নিজের ভাবে থাকতে পারতুম, তাহলে আমি বরং এখানেই থেকে যেতুম…………আর আমি লিখতে পারছি না।"

এই একই চিঠিতে তিনি ষ্টুয়ার্টকে অনুরোধ করছেন যে, তিনি যেন ডাক্তার হেনরীকে স্প্রীংফিল্ডে পোষ্টমাষ্টার নিযুক্ত করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।

"গত কয়েক দিনের মধ্যে মানসিক অবসাদের অতি লজ্জাকর নিদর্শন দিয়েছি এবং আমার ধারণা হচ্ছে যে বেঁচে থাকতে হ'লে ডাক্তার হেনরীকে আমার বিশেষ প্রয়োজন। ও চাকরী না পেলে তিনি স্প্রীংফিল্ড ছেড়ে যাবেন……। আমার মন ঐটি চাইছে।"

চিত্তলোকে নিঃসঙ্গ লিঙ্কন এর পূর্ব্বে বা পরে কখনও কোন লোককে তাঁর বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন বোধ করেন নি। কখন কোন ডাক্তার বা স্থান পরিবর্ত্তন যাঁর দরকার হয় নি, সেই স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় মানুষটির আজ কি মনের অবস্থা!

তাঁর কর্মশক্তি, আত্মপ্রত্যয় এবং তাঁর অভিপ্রায়ের সততার মূল উৎস ছিল তাঁর সরল কর্ত্তব্যবোধ। এই ব্যাপারে তা এতই বিপর্য্যস্ত হয়ে গেল যে সেই পয়লা জানুয়ারীর দেড় বৎসর পর পর্য্যন্তও তাঁর মনের দ্বন্দ্ব ঘুচল না। সম্মানে

ও আঘাত লাগলেও সেই তরুণীর মনের তেজ অক্ষুণ্ণ ছিল। দর্পভরে তিনি অগ্রাহ্য করলেন, তা না হলে তাঁর মতো সমৃদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে সাধারণ র এক সামান্য উকীলের কাছে এমন প্রকাশ্যভাবে অবহেলিত হয়ে নিশ্চয়ই কালের মতো স্প্রীংফিল্ড ছেড়ে চলে যেতেন। লিঙ্কন ভাবছেন, যে অন্যায় নি করেছেন, কর্ত্তব্য পালন ক'রে তা সংশোধন করা উচিত। মেরী টডের ক নতুন ক'রে অগ্রসর হওয়ার মূলেও সম্ভবতঃ এই অভিপ্রায়ই ছিল। কারণ, ড়া ঐ তরুণীর প্রতি তাঁর প্রেমের কোন নিদর্শন তো পাওয়া যায় না! কে মেরীও আবার স্প্রীংফিল্ডে এসে হাজির। বিনা প্রয়োজনেই এই গ্যাবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে তিনি লিঙ্কন ও অন্যান্য সকলকে দেখাতে চাইলেন লিঙ্কনের উপর তাঁর কোন বিরাগ নেই। এই ছোট সহরে দুজনের ার দেখা সাক্ষাৎ অনিবার্য্য; তাদের দুজনকে এক সঙ্গে দেখে লোকেরা প এবং কিছু দিন পরে আবার অভিনন্দন জানায়। লিঙ্কন যখন স্থির বুঝলেন এত ব্যাপারের পরেও মেরীর ইচ্ছা যে তাঁদের দুজনের বিবাহ হোক, তাঁর কোন দ্বিধা থাকে না। "তিনি জানতেন, মেরীকে তিনি ভালবাসতেন তবুও বাগ্‌দান করেছিলেন," বলেছেন হার্ণডন; তিনি সে সময় লিঙ্কনের ছই থাকতেন। বিবাহে যিনি নিতবর সেই ঘনিষ্ঠতম বন্ধুর কাছে লিঙ্কন ার করেছিলেন, "জিমি, ও মেয়েকে আমায় বিয়ে করতেই হবে।"

যাতে তাড়াতাড়ি বিয়েটা সারা হয় মেরীর তাই ইচ্ছা, ধর্ম-সংক্রান্ত অনুষ্ঠান আর কোন আড়ম্বর থাকবে না। নভেম্বর মাসে দুজনে এসে বেদীর কাছে পাশি দাঁড়ালেন, দৈত্যকায় তেত্রিশ বছরের বর, আর খর্বকায়া চব্বিশ র কনে। লিঙ্কনকে দেখে আদৌ প্রফুল্ল ব'লে মনে হ'ল না' এবং শোনা পরে তিনি কি সব বিশ্রী হাস্যকর কথা ব'লে ফেলেছিলেন। বিবাহের পাঁচ পরে লেখা একখানি কাজের চিঠি এই কথাগুলিতে শেষ হয়েছে:

'এখানে নতুন কিছু ঘটেনি, এক আমার বিয়ে ছাড়া এবং সে ব্যাপারটা যত ভাবি, ততই আমার বিস্ময় জাগে।"

এর কিছুদিন পরে লিঙ্কন দাসপ্রথার উচ্ছেদকামী উৎসাহী তরুণ হার্ণডনের কাজের নতুন অংশীদার হলেন। লিঙ্কন এই যুবকটিকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতেন এবং তাদের বন্ধুত্ব অটুট ছিল সারা জীবন। তীক্ষ্ণ ধীশক্তি ও কর্মনৈপুণ্য, রাজনৈতিক বিষয়ে আদর্শবাদ, রসিকতা ও ঘুরিয়ে কথা বলার অভ্যাস, এগুলি ছিল প্রাত্যহিক কাজের মধ্যে দুজনের মিলনের ভিত্তি। লিঙ্কনের বয়স এখন প্রায় পঁয়ত্রিশ, এবং হার্ণডন তাঁর থেকে প্রায় দশ বৎসরের ছোট ব'লে তিনি শেযোক্তের সঙ্গে সন্তানের মত মমত্বপূর্ণ ব্যবহার করতেন। জীবনে এই প্রথম নিজের ব্যবসায়ে তিনি নেতৃস্থানীয় বলে গণ্য হলেন।

লিঙ্কনের বিশ্বস্ততা এখন লোকপ্রসিদ্ধ। কোন লোক তাঁর কাছ থেকে রীতি অনুযায়ী অর্থাদির হিসাব বুঝে নেবার কথা চিন্তাও করেন না, হার্ণডন তো নয়ই। ফি এলে, ব্যাঙ্ক নোটগুলি সমান দুই ভাগ ক'রে হার্ণডনকে ডেকে লিঙ্কন বলতেন "এই নাও তোমার ভাগ।" কর্মক্ষেত্রে সার্থকতা এলে লোকের দান-শীলতা যেমন সাধারণতঃ কমে যায়, লিঙ্কনের কিন্তু তা বেড়ে গেল এবং তার সততায় মাঝে মাঝে ব্যবসায়ে ক্ষতিও হোত। একজন মক্কেলের মামলায় জয়ের সম্ভাবনা আছে দেখে লিঙ্কন তাঁকে বল্লেন, "আমি মকদ্দমা ক'রে আপনাকে জিতিয়ে ছ'শ ডলার পাইয়ে দিতে পারি। কিন্তু যদি তা করি, তা হ'লে একটি সৎপরিবারে দুর্দ্দশা আসবে, কাজেই তা আমি করি কেমন করে? তার চেয়ে বরং আপনার কেস এবং আপনার ফি আমার না নেওয়াই ভাল। ফি না নিয়ে আপনাকে একটা পরামর্শ দিচ্ছি। বাড়ী ফিরে যান এবং অন্য কোন সৎপথে ছ'শ ডলার উপার্জ্জন করবার উপায় বার করুন।"

সে কালের বৈষয়িক বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের সাধারণ ব্যবহারের তুলনায় এই জ্ঞানগর্ভ উপদেশ একেবারে বিপরীত; এবং পঁচিশ বৎসর বয়সে খামখেয়ালী বলে তাঁর যে খ্যাতি রটেছিল, এই ধরণের কথাবার্তায় পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে তা আরও বেড়ে গেল।

মেরীর সাহচর্য্যে লিঙ্কনের অনেক সুবিধা হ'ল। ওকালতির ব্যাপারে কোন আগ্রহ না থাকলেও, রাজনীতিতে মেরীর ঔৎসুক্য প্রচুর। লিঙ্কনের যে রাজনৈতিক জীবনের উপর মেরী তাঁর সকল উচ্চাশা ন্যস্ত করেছেন, সেই দিকে প্রথম থেকেই তিনি বিশেষ দৃষ্টি রেখেছেন। স্বামীর মতো তিনি অত ভাবপ্রবণ ন'ন, বিশ্বাসের মর্য্যাদাও তিনি অতটা দেন না; লোকের অভিপ্রায় সম্বন্ধেও তাঁর বহু সংশয়; সেইজন্য স্বামীর চেয়ে তাড়াতাড়ি তিনি তাদের অভিসন্ধিগুলি বুঝে নিতেন। জীবনে তাঁর একটি নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল ব'লে ভাবুক স্বামীর চেয়ে মেরীর সাংসারিক বুদ্ধিও ছিল বেশী। তাঁর কাছে প্রত্যেক মানুষ যেন প্রতিদ্বন্দ্বী, আর তাঁর স্বামীর কাছে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বীই মূলতঃ মানুষ, এইভাবে দুজন অপর সকল লোকের উপর তাঁদের নিজ নিজ মনোভাব আরোপ করতেন। এর ফলে লিঙ্কনের দীর্ঘসূত্রী প্রকৃতিতে মেরীর স্বভাব উদ্দীপনা এনে দিতো এবং এইভাবে লিঙ্কনের রাজনৈতিক জীবনে তিনি ছিলেন প্রকৃতই সহধর্মিণী।

বাড়ীতে সাধারণত তিনি স্ত্রীর প্রাধান্য মেনে চলতেন; মেরীর মন খারাপ হলে তাঁকে হাসাবার চেষ্টা করতেন, আবার বেশীক্ষণ অপ্রসন্ন থাকলে বাইরে বেড়াতে চলে যেতেন। স্ত্রীর দুর্বলতার কিছুটা প্রশ্রয় দিতেন, ঝড়বৃষ্টির মধ্যে বজ্রাঘাত হ'লে মেরী ভয় পান ব'লে তাড়াতাড়ি বাড়ীতে চলে আসতেন এবং চোর সম্বন্ধে যুক্তি বিচার করে তাঁর ভয় ভাঙ্গাবার চেষ্টা করতেন।

বিবাহিত জীবনের প্রথম দিকে মেরীর বড় কষ্টে কেটেছে। টড পরিবারের আদুরে মেয়ের পক্ষে সরাইখানার সপ্তাহে চার ডলার ভাড়ার দুখানি ঘরের মধ্যে থাকা সহজ নয়। এর উপর দেনা শোধের জন্য খরচ কমাবার কথা তুললে, মেরীর হয়ত মনে হ'ত যে, এর চেয়ে সম্পন্ন কোন লোককে বিয়ে করাই ছিল বুদ্ধির কাজ।

শীঘ্রই মেরী সন্তানের জননী হলেন। এটা তাঁর পক্ষে ভালই হ'ল। নামকরণের ব্যাপারে তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্য প্রকাশেরও সুযোগ ঘটল। তাঁর

র ছেলের মধ্যে কেবল শেষেরটির বেলায় টম লিঙ্কন নাম রাখতে রাজী হলেন, চারণ কিছু দিন আগে তিনি দেহত্যাগ করেছেন।

লিঙ্কনের বন্ধুদের কেমন ক'রে দূরে রাখতে হয় তা তিনি জানতেন। তাঁর ামীর নিত্যসঙ্গী হার্ণডন ছিলেন মেরীর চক্ষুশূল। এর সঙ্গে লিঙ্কনের অংশী-ারী যাতে না হয় মেরী সে সম্বন্ধে ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন এবং বহু বৎসর ধ'রে খন তিনি অফিসে আসতেন, স্কার্ট গুটিয়ে, হার্ণডনকে কোন সম্ভাষণ না ক'রে ামীর কামরায় ঢুকে যেতেন।

মেরীর নিজের কিছু আয় ছিল এবং অচিরে সেই অর্থ ও একটা ক্ষকী ব্যাপারে আরও কিছু অর্থ সংগ্রহ ক'রে লিঙ্কন একটা নিজস্ব ছোট াড়ীর ব্যবস্থা করলেন। অতি শৃঙ্খলার সাথে মেরী সংসার চালাতেন। তিনি মিতব্যয়ী, নিজেই বাড়ীর সেলাই করে নিতেন। তারপর, যখন তাঁদের আয় বাড়ল এবং লিঙ্কন আরও মুক্তহস্তে দান, চাঁদা প্রভৃতি দিতে আরম্ভ করলেন (সংসারে যারা নিম্ন থেকে উচ্চাবস্থায় উঠেছে তাঁদের সঙ্গে এইখানেই াঁর প্রভেদ), মেরী সব সময়ে তিনি যা দিতে চান তা অর্দ্ধেক করে দিতেন। ্যাপার দেখে লিঙ্কন একটা পুরাণো রাজনৈতিক কৌশলের আশ্রয় নিলেন এবং অতঃপর যা তিনি দেবার সঙ্কল্প করতেন মেরীকে তার দ্বিগুণ সংখ্যা লতেন।

এহেন যুগল শান্তিতে থাকে কি করে? সার্টের উপর কোট না পরেই লিঙ্কন াড়ীতে থাকতে ভালবাসেন এবং কেউ বাইরের দরজায় ঘণ্টা বাজালে নিজে গিয়ে তাকে নিয়ে আসেন। এই সব তুচ্ছ ব্যাপারও মেরীর পক্ষে বিরক্তিকর। সব জিনিষ ঠিকভাবে করা দরকার, এই তাঁর মত। স্ত্রী যেখানে বড়ঘরের আদবকায়দায় অভ্যস্ত, রীতি ও শৃঙ্খলানিষ্ঠ এবং স্বামী যেখানে সময় সম্বন্ধে নির্বিকার এবং ততোধিক সহৃদয়, যেমন ভুলো-প্রকৃতি, তেমন শান্ত ও পরিহাস প্রিয়, সেখানে দুজনে মিলবে কেমন করে? লিঙ্কন মেঝেয় বসে ছেলেদের সঙ্গে খেলা করবেন, কিম্বা হয়ত, অতিথিদের সামনে বলে ফেললেন যে, দুজন স্ত্রীলোক

তাড়াতাড়ি ভুট্টার যত পিঠা তৈরী করতে পারেন, তিনি সেই সঙ্গে তা খেয়ে নিতে পারেন। তাঁর একটা গরু আছে, তাঁর প্রতিবেশী এক মুচিরও আছে, তাহলে সময় থাকলে একসঙ্গে দুজনে গরু দুটো দুয়ে নিলেই বা ক্ষতি কি? কিন্তু একজন উকিল এবং অ্যাসেমব্লীর সভ্যের কি একাজ করা উচিত? মেরী যা কিছু বলেন, তা কানে না তুলে লিঙ্কন সার্ট ও প্যাণ্ট প'রে (তাও আবার একটা সাসপেণ্ডার আটকে) গোয়ালে চলে যান এবং ঢিলে চটি ফট্‌ফট্ করতে করতে দুধের পাত্র হাতে নিয়ে ফিরে আসেন।

মেরীর রসজ্ঞান স্বভাবতই কম, সুতরাং তাঁর রুচিশীলতা ব্যাহত হয়; এক দিন মেরীর মূর্চ্ছার উপক্রম হ'ল—দুজন অভিজাত মহিলা এসেছেন, লিঙ্কন নিজে গিয়ে তাঁদের দরজা খুলে অভ্যর্থনা করে বল্লেন, "আসুন আমার স্ত্রীর বাইরে যাবার সাজ শেষ হলেই তিনি নামবেন।" মেরীর ধারণায় রসিকতা করার চেয়ে শাসন করা ভাল। একদিন বন্ধুর সঙ্গে গাড়ী চ'ড়ে বেড়াতে যাবার আগে ঝিয়ের সঙ্গে বকাবকি হ'তে মেরী ঝাঁকিয়ে বল্লেন, "এটা ঠিক জেনে রেখো যে মিষ্টার লিঙ্কন যদি মারা যান, তাঁর আত্মা দাসপ্রথা সমন্বিত রাষ্ট্রের সীমার বাইরে কোনোদিন আমায় খুঁজে পাবেন না।" উক্তিটি সংক্ষিপ্ত, ঝাঁঝও প্রচুর—স্বামীস্ত্রীর শত আলোচনার ধারা বেশ বোঝা যায় এ থেকে; কারণ, এই পরিহাসের মধ্যে একটি মর্মান্তিক সত্যের বীজ আছে। এই প্রভুত্বপ্রিয় মহিলা যদি শ্বেতকায় পরিচারকের বদলে কৃষ্ণকায় দাসদাসী পছন্দ করেন, তা হ'লে বুঝতে হবে যে তিনি দক্ষিণ দেশের ঐতিহ্যের মধ্যে মানুষ হয়েছেন, অথচ তিনি বিবাহ করেছেন এমন একটি মানুষকে যাঁর সমস্ত প্রকৃতি দক্ষিণ দেশের দাস মালিকদের বিরুদ্ধে সতত সংগ্রামোন্মুখ।

বিয়ের সময় থেকে লিঙ্কনের কথাবার্তার মধ্যে বিষাদের সুর ক্রমেই বাড়তে লাগল। তাঁর বন্ধুরা প্রায়ই দেখেন যে অফিস ঘরের দেওয়ালে চেয়ারটিকে ঠেসিয়ে দুপা মুড়ে এবং হাটু দুটো দুহাতে জড়িয়ে চুপ করে বসে আছেন—টুপিটা তখনও মাথায় আছে এবং সেটা চোখ পর্য্যন্ত নামানো। ঘণ্টার

পর ঘণ্টা তিনি ঐভাবে বসে ভাবতে থাকেন, নিষ্প্রভ দুই চোখ থাকে শূন্যের দিকে, কেউ আর তাঁর সঙ্গে কথা বলতে সাহস পায় না।

স্থানীয় আইন সভায় আট বৎসর সদস্য থাকবার পর লিঙ্কন ওয়াশিংটনে যাবার সঙ্কল্প করলেন। পুনঃ নির্বাচনের চেষ্টা না করে' কংগ্রেসের সভ্য হবার সাধ তাঁর। বিয়ের প্রথম বৎসর থেকে তাঁর এই সঙ্কল্প জেগেছে। একারণ, আমরা ধরে নিতে পারি যে প্রেরণাদাত্রী তাঁর স্ত্রী। একটি অলিখিত বোঝাপড়া অনুসারে পার্টির নেতারা পালাক্রমে পরস্পরকে কংগ্রেসের নির্বাচনে সমর্থন করতেন। প্রার্থী ছিলেন তিনজন, তার মধ্যে বেকার প্রথমে মনোনীত হওয়ায় লিঙ্কন আশাহত হলেন। চূড়ান্ত নির্বাচনে বেকার বা লিঙ্কন মনোনয়ন পেলেন না, তৃতীয় ব্যক্তি নির্বাচিত হলেন। এর দুই বৎসর পরে বেকার মনোনীত হলেন, সুতরাং কংগ্রেসে নির্বাচিত হবার জন্য লিঙ্কনকে আরো চার বৎসর অপেক্ষা করতে হ'ল। তাঁর তেত্রিশ থেকে সাঁইত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত বৃথাই গেল, অথচ এই বয়সটাই কঠোর উদ্যমের সময়—তা ছাড়া শত্রুর কাছে পরাজয় তাঁকে যত পীড়া দেয় তার চেয়ে বেশী তিক্ত লাগে বন্ধুদের ভুল। পরন্তু, এই কয় বৎসর তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষী স্ত্রী নিশ্চয়ই তাঁকে মনোনয়ন সংগ্রহে অবিরাম উত্তেজিত করেছেন।

লিঙ্কন এখন সর্বাংশে কংগ্রেসের সদস্য হবার উপযুক্ত। হার্ডিন এবং বেকারকে তিনি পথ ছেড়ে দিলেন নিতান্ত অনিচ্ছায়। অথচ চার বৎসর তাঁকে অপেক্ষায় রেখে এবারও পার্টির কর্তারা তাঁদের এই শিষ্ট বন্ধুকে বাদ দেবার মতলবে ছিলেন। তাঁর স্ত্রী যদি নেপথ্যে থেকে আয়োজন না করতেন, তবে এবারও হয়ত লিঙ্কন বাদ পড়ে যেতেন। যে ভাবে তিনি ওকালতি অবহেলা করে নিজের নির্বাচন নিয়ে মাতলেন, এবং যে ভাবে তিনি পরিচিত ও অপরিচিতকে ভোট এবং তাঁদের প্রভাব প্রয়োগের জন্য চিঠি লিখে অনুরোধ করলেন, এসব ব্যাপারই তাঁর পক্ষে অভিনব। পরবর্তী কয়েক বৎসর ধরে যে উচ্চাভিলাষের তাড়নায় তিনি এগিয়ে চল্লেন, স্পষ্টতঃই সেটা তাঁর নয়, সে আকাঙ্ক্ষা মেরীর।

অবশেষে পিটাস্বুসবার্গ সম্মেলনে তিনি মনোনয়ন পেলেন। শহরটি ছোট হলেও বর্দ্ধিষ্ণু। বছর দশেক আগে লিঙ্কন এখানে জমি জরীপের কাজ করেছেন এবং সেই সূত্রে বহুজন-পরিচিত। এইবার ভোটের দ্বন্দ্বের উত্তেজনায় তিনি অধীর আগ্রহে অভিযানে নামলেন।

নির্বাচন শেষে লোকেরা তাঁর ভোটাধিক্যের বহর দেখে বিস্মিত হয়ে গেল। এর পূর্বে ইলিনয়ে কোন হুইগ এত বেশী ভোট পান নি, এমন কি ক্লেও ন'ন্। অভিযানের জন্য পার্টি লিঙ্কনকে দিয়েছিল দু'শ' ডলার। নির্বাচনের পরে তিনি পার্টির হাতে ফিরিয়ে দিলেন একশ' নিরানব্বই ডলার পঁচিশ সেণ্ট— লিঙ্কন তাঁদের বল্লেন, "অর্থের কোন দরকার হয়নি। আমার নিজের ঘোড়ায় চড়ে' আমি ঘুরেছি এবং বন্ধুদের বাড়ীতে উঠতুম বলে আপ্যায়নের কোন খরচ ছিল না; একমাত্র খরচ হয়েছে পঁচাত্তর সেণ্ট, তা দিয়ে ক্ষেতের মজুরদের অনুরোধে তাদের এক পিপে সিডার মদ কিনে দিয়েছিলুম।"

মেরী আনন্দে আছেন। নির্বাচিত প্রতিনিধি তাঁর স্বামীর সঙ্গে এবার ওয়াশিংটনের পথে বেড়াতে পারবেন। ক্যাপিটলে (কংগ্রেস ভবনে) ঢুকতে পাবেন, গ্যালারী থেকে দেখতে পাবেন তাঁর স্বামীকে এবং বালিকা বয়স থেকে যে সকল নাম শুনে তাঁর বিস্ময় ও ঈর্ষা হ'ত সেই নামধারী প্রখ্যাত মানুষগুলিকে। য়ুরোপ থেকে যে সব রাজনীতিকুশল ব্যক্তি আসেন তাঁদের স্ত্রীদের গুণাগুণ বিচারের সুবিধা হবে—তিনি রাষ্ট্রনায়কের প্রাসাদ হোয়াইট হাউসে নিমন্ত্রিত হবেন। এই সময়টায় মনে হয় স্বামী স্ত্রীতে খুব বেশী রকমের মনের মিল হয়েছিল। কারণ, চক্ষুশূল হার্ণডনকেও মেরী বলেছেন, "দেখতে অবশ্য লিঙ্কন কিছুই ন'ন, তবে লোকেরা জানে না যে তাঁর হাতদুটি যেমন দীর্ঘ, তাঁর হৃদয়ও তেমন প্রশস্ত।"

কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই "ক্যাপিটলের সর্বশ্রেষ্ঠ গল্প কথক" বলে' লিঙ্কনের খ্যাতি হ'ল। হাউস অফ রিপ্রেজেণ্টেটিভস-এর (প্রতিনিধি ভবন) ক্লোকরুমে, যেখানে কংগ্রেস সভ্যেরা আড্ডা দেন, লিঙ্কন সেখানে প্রথম দিকে চুপ

রেই থাকতেন, চোখ কান অবশ্য সজাগ থাকতো। অনতিবিলম্বে নি আলোচনায় যোগ দিতে আরম্ভ করলেন। হার্ণডনকে তিনি খলেন :

"বক্তৃতার কথা যদি বল—সভার হাল চাল বুঝে নেবার জন্য দু তিন দিন াগে পোষ্ট অফিস সংক্রান্ত একটা সামান্য ব্যাপারে ছোট একটি বক্তৃতা য়েছি। দেখছি যে, অন্য জায়গায় আর এখানে বক্তৃতা করা একই ব্যাপার। দালতে বক্তৃতা করতে যতটা ভয় পাই, এখানে তার চেয়ে বেশী পাইনি। এক সপ্তাহের ভিতর আর একটা বক্তৃতা দিতে হবে, আশা করছি তা বেশী াল হবে, তুমি তা পড়বে আশা করি।"

কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ওয়াশিংটনে তিনি তাঁর প্রথম দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। র্বাচনের আগেই মেক্সিকোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। রা ক্রুজ যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যদলের হস্তগত হয়েছে, সেনানায়ক টেলার ক্সিকোর অনেক অংশ জয় করে নিয়েছেন এবং এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে ন্তিবাদীদের অভিযানও ভেঙ্গে গেছে। কিন্তু সাফল্যে অভিভূত হবার মানুষ 1 লিঙ্কন ন'ন এবং মূলতঃ যে নীতি তাঁর অনভিপ্রেত হট্টগোলে তাঁকে তে রাজী করান কঠিন।

শুধু তাই নয়, ঠিক যে সময়ে মার্কিন সৈন্যরা বিজয়ের পর বিজয়ের প্রবাহে গয়ে চলেছে, লিঙ্কন দৃঢ়কণ্ঠে এ যুদ্ধকে অন্যায় বলে ঘোষণা করলেন। এর ল, দু'দলেই তাঁর শত্রু বাড়ল। লিঙ্কন সৈন্যদলের কাজ প্রবলভাবে র্থনের পক্ষপাতী বলে' র‍্যাডিক্যাল হুইগরা তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হ'ল, এবং মোক্র্যাটরা ক্ষেপে গেল তিনি প্রকাশ্যভাবে প্রেসিডেণ্টকে এই যুদ্ধের জন্য ী করছেন বলে।

তাঁর ভোটদাতারা কি করলেন? দলের লোকদের ভাল ভাল চাকরীতে বসালে নির্বাচকরা তাদের প্রতিনিধির উপর কি বিরক্ত হবে না? যদি জের লোকদের উন্নতির ব্যবস্থা না করবেন তবে তিনি নির্বাচিত হলেন কেন?

"ন্যায়পর এব্রাহাম" আখ্যা হিসাবে চমৎকার, কিন্তু নেকড়েদের সঙ্গে যে না চেঁচাবে, নেকড়েরাই তাকে শেষ করবে!

স্প্রী:ফিল্ডে একটি ভোটদাতার গল্প প্রচলিত আছে; তিনি একটি পদের প্রার্থী ছিলেন, কিন্তু লিঙ্কন সুপারিশ করতে সম্মত হন নি। পরে তাঁকে চিঠিতে লিখলেন:

"আমাদের পরিচয়ের প্রথম থেকেই আপনার সম্বন্ধে আমি বিশেষ হৃদ্যতা পোষণ করি এবং ভেবেছি যে আমার সম্বন্ধেও আপনার সেই বোধ আছে। গত গ্রীষ্মে, আমি আপনাকে জানিয়েছি যে, কি কারণে আমি, অত্যন্ত দুঃখিত বোধ করলেও, আপনার প্রার্থিত সুপারিশ পত্র দিতে পারি নি; কিছুদিনের মধ্যেই আমি বিশ্বাসযোগ্য সূত্রে জানলুম যে আপনি প্রকাশ্যে আমায় গালি দিচ্ছেন। আমার মনে, অবশ্যই, খুব আঘাত লেগেছে। আপনার শেষের চিঠিখানি পাবার পর আমার মনে সংশয় জাগল যে, আপনি যখন আমার ক্ষতির চেষ্টা করছেন, সেই সময়েই কি আমার কাছে উপকার প্রত্যাশা করছেন, কিম্বা আপনার সম্বন্ধে আমি অযথা সংবাদ পেয়েছি। যদি প্রথমটি সত্য হয়, তবে আমি আর কিছু বলব না, কিন্তু যদি শেষেরটি হয় তবে নিশ্চয়ই আপনার চিঠির উত্তর দেওয়া উচিত। সুতরাং আমি অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছি। চিঠিখানি এই সঙ্গে পাঠালুম, প্রয়োজন বোধ করলে আপনি ব্যবহার করতে পারেন।"

কি অদ্ভুত লোককে এবার আমরা কংগ্রেস পাঠিয়েছি! তাঁকে কোন রকমেই কলুষিত করা যায় না, একথা নিঃসন্দেহ; কোন পদের জন্য অযোগ্য লোককে তিনি সুপারিশ করবেন না, কারণ পার্টির বন্ধনের চেয়ে রাষ্ট্র তাঁর কাছে বড়। যাই হোক, তিনি এত ভদ্র যে কাউকে প্রত্যাখ্যান করতে পারেন না। কাজে কাজেই, শেষ পর্যন্ত তিনি সুপারিশ পত্র দিলেন, তবে তাতে যে অবিশ্বাসের কথা আছে তাতে সমর্থন তো খণ্ডিত হয়ে যায়। এহেন মানুষের মাথামুণ্ডু কিছু বোঝা যায় না। আর একে নির্বাচিত না করাই ভাল!

স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যার সৃষ্টি সেই ক্যাপিটলের (মহাসভা ভবন) পায়ের নীচে এবং তার জানলা থেকে দেখা যায়, এমন এক জায়গায় "নিগ্রোদের রাখবার জন্যে একটা খোঁয়াড় ছিল। সেখানে দলে দলে নিগ্রোদের নীলাম করা হ'ত, কিম্বা দক্ষিণাঞ্চলের বাজারে বিক্রীর জন্য তাদের সেখানে জমায়েত করা হ'ত, যেমন করে ঘোড়ার পাল রাখা হয়।" পরবর্ত্তীকালে লিঙ্কন ঐ ভাবে ব্যাপারটি বর্ণনা করেছিলেন। উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যসীমায় এই রাজধানীতে দাসপ্রথার এই অস্তিত্বের মধ্যে যে নীতিগত বৈপরীত্য ছিল তা প্রকৃতই দুর্বোধ্য, এবং সেই কারণে লিঙ্কন স্থির করলেন যে এখান থেকেই তিনি ঐ প্রথার বিরুদ্ধে প্রথম আঘাত হানবেন। কলাম্বিয়া জেলায় দাসপ্রথা উচ্ছেদ সম্পর্কে তিনি একটি বিলের খসড়া রচনা করলেন। তাঁর বক্তব্য যে, ঐ জেলায় দাসপ্রথা থাকবে না—তবে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী কর্মচারীরা তাঁদের ব্যক্তিগত সেবার জন্য বাইরে থেকে অল্পকালের জন্য দাসদাসী আনাতে পারবেন। এই পরিবর্তনের সময়টুকুর জন্য একটা অস্থায়ী ব্যবস্থা স্বীকৃত হবে। যে সব দাস-শিশু জেলায় জন্মাবে তাদের শিক্ষার বন্দোবস্ত থাকবে। বিল অনুযায়ী দাসেরা মুক্তি পেলে তাদের প্রভুদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। যে সব রাষ্ট্রে দাসপ্রথা প্রচলিত আছে সেখান থেকে পলাতক দাসদের ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা থাকবে। জেলার নির্বাচক মণ্ডলীর অনুমোদন অনুসারে বিলটি আইনে পরিণত হবে।

বিলের এই খসড়ায় যেমন, লিঙ্কনের নিজের চরিত্রেও তেমন সু-বিচারের সঙ্গে সংযমবোধের সংমিশ্রণ দেখা যায়। কোন কিছুই ভাঙবার দরকার নেই, নবরূপে গ[illegible] নিতে হবে। পরিবর্ত্তনকালের উপযোগী ব্যবস্থায় অতীতের সঙ্গে আকস্মিক [illegible]াতের সম্ভাবনা দূর হবে। লিঙ্কনের মত বিচারশীল প্রকৃতির মানুষের কাছে সর্বপ্রধান বস্তু হ'ল ইউনিয়নের অস্তিত্ব।

কলাম্বিয়া জেলায় দাসপ্রথা উচ্ছেদ সম্পর্কে লিঙ্কনের বিলের কি দশা হ'ল? ওয়াশিংটনের বিলাসপ্রিয় সমাজের সে বিষয়ে আগ্রহের অভাব। লিঙ্কন

ওয়াশিংটনের সমাজের লোক ন'ন এবং কোনকালে হবেনও না। ওয়াশিংটনের কমিশনার স্বেচ্ছায় এ প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন, কিন্তু পরে লোকমতের চাপে অনুমোদন প্রত্যাহারে বাধ্য হলেন। নেপথ্য থেকে যাঁরা কংগ্রেসে কল্‌কাঠি টেপেন, অস্বস্তিকর আলোচনা এড়াবার জন্য তাঁরা এত দেরী করিয়ে দিলেন যে, বর্তমান অধিবেশনে তা পেশ করা গেল না। তাঁরা ভেবেছিলেন যে, বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে যে সভ্য এই ধরণের প্রস্তাব করেছেন, পরের বছর আর তাঁকে কংগ্রেসে দেখা যাবে না। প্রকৃতপক্ষে, ওয়াশিংটনে আবার ফিরে আসতে লিঙ্কনকে বারোটি বৎসর অপেক্ষা করতে হ'ল। তবে এবার যখন এলেন, তখন তিনি শক্তিসমৃদ্ধ, এবং পূর্বের সেই সাবধানী প্রস্তাবের পরিবর্তে একটি ব্যাপক পূর্ণাঙ্গ আইন পাশ করাতে সমর্থ হলেন।

তাঁর সমস্ত রাজনৈতিক কার্য্যাবলীর অন্তর্নিহিত শক্তির মূলে ছিল তাঁর যুক্তিমত্তা ও ন্যায়বিচার বোধ। শাসনসংক্রান্ত গুরুতর বিষয়ে যেমন, মানুষের অধিকার সম্পর্কিত উদ্দীপক ব্যাপারেও তেমন, এই গুণগুলি স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ। শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত-করণ সম্পর্কে প্রতিনিধি সভায় তিনি বলেছেন:

"রাষ্ট্রের নৌ-বাহিনী····· এই শ্রেণীর সব সংস্থার সমান উপকারী; তবু, চার্লসটন, বাল্টিমোর, ফিলাডেলফিয়া, নিউইয়র্ক এবং বস্টনের পক্ষে নৌ-বাহিনীর উপযোগীতা সবিশেষ, বিশেষ করে ইলিনয় প্রভৃতি অভ্যন্তরীণ নগরগুলির তুলনায়। সর্বজনীন বস্তু থেকেও আঞ্চলিক সুবিধা পাওয়া যায়। এর বিপরীত কথাও সত্য। কোন জিনিসই এত সীমাবদ্ধ নয় যে তাতে সর্বসাধারণের কোন কাজ হবে না। এই বিচারের উচিত সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, কোন বিষয়ের উপকার কিছুটা আঞ্চলিক হ'তে পারে এই ধারণায় রাষ্ট্র যদি সেই বিষয়ে ব্যাপক উন্নতিসাধনে অস্বীকৃত হন, তা হ'লে ঠিক সেই যুক্তিতেই কোন বিশেষ রাজ্য স্থানীয় কোন বিষয়ের উন্নতিসাধনে বিরত হবেন, যেহেতু তার উপকারও খানিকটা সর্বসাধারণের কাজে আসবে। ইউনিয়নকে কোন রাজ্য বলতে পারে 'আপনারা যদি আমাদের জন্য কিছু না করেন, আমরাও

আপনাদের জন্ম কিছু করব না।' তা হ'লে এটা স্পষ্ট যে, এই 'অসমতা'-র যুক্তি যদি কোন বিষয়ে স্বীকৃত হয়, তবে সর্বত্র তা পর্য্যাপ্ত বলে বিবেচিত হবে, এবং তার ফলে সকল উন্নতিই বন্ধ হয়ে যাবে······কিন্তু ধরুন, যাই করা যাক, কিছুটা অসমতা হয়ত থেকে যাবে। অসমান বলেই তাকে আঁকড়ে ধরার প্রয়োজন নেই, কিন্তু সব জায়গায় সমান ভাগ পড়ছে না বলে কি প্রত্যেকটি কল্যাণকর কাজকে বর্জন করা উচিত? যদি তাই হয়, তবে আমাদের শাসনব্যবস্থাও পরিহার করা উচিত। জনসাধারণের কল্যাণ মানসে সর্বসাধারণের অর্থানুকূল্যে এই ক্যাপিটল নির্মিত হয়েছে; কিন্তু কারো কি সন্দেহ আছে যে ওয়াশিংটনের সম্পত্তির মালিক ও ব্যবসায়ীবর্গের এ থেকে স্থানগত বিশেষ সুবিধা হয়? এই কারণে কি এটিকে এখান থেকে সরাতে হবে?

"আমি যখন বলি যে, এই পৃথিবীতে রাষ্ট্রপতিত্বের তুলনায় (অবশ্য অনেকে যেমন ভাবেন) 'বহুর পক্ষে ভারজনক এবং মাত্র কয়েকজনের পক্ষে সুবিধাকর' এবং 'অসমতা'র জোরাল উদাহরণ কমই আছে, তখন আমি সাধারণ ভাবেই বলি, বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট সম্বন্ধে কোন পরোক্ষ উল্লেখ করি না। একজন সৎ মজুর দিনে সত্তর সেণ্ট মজুরীতে কয়লা খোঁড়ে, আর প্রেসিডেণ্ট দৈনিক প্রায় সত্তর ডলার বেতনে নির্বিশেষ তত্ত্ব খুঁজে বার করেন। ঐসব তত্ত্বের তুলনায় কয়লার দাম স্পষ্টতঃই বেশী, অথচ এই দুই বস্তুর মূল্যে কি দারুণ অসমতা! এই কারণে কি প্রেসিডেণ্ট রাষ্ট্রপতিত্ব লোপের প্রস্তাব করবেন? তিনি তা করবেন না, এবং তা করা উচিতও নয়। কোন কিছু গৃহীত বা বর্জ্জিত হবে তা নির্দ্ধারণে যথোচিত নিয়ম হ'ল বিবেচনা করা তাতে ভালোর চেয়ে মন্দ বেশী আছে কি না; তাতে আদৌ অকল্যাণকর কিছু আছে কি না এ বিবেচনা অবান্তর। পৃথিবীতে একেবারে মন্দ বা পুরোপুরি ভালো জিনিস খুব কমই দেখা যায়। প্রায় প্রত্যেক বস্তুই, বিশেষ করে সরকারী নীতি সম্পর্কীয় ব্যাপার, ভালো-মন্দের অবিচ্ছেদ্য মিশ্রণ; সুতরাং এর কোন্‌টির ভাগ বেশী তা জানবার জন্ম আমাদের অবিরত সূক্ষ্ম ভাবে বিচার করতে হবে।"

কংগ্রেসের অধিবেশন সমাপ্ত হ'ল, এবং বর্তমানে লিঙ্কনের আর ওয়াশিংটনে পুনরাগমন হবে না। হুইগ প্রার্থী টেলার প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হয়েছেন এবং অনিচ্ছাসত্বেও লিঙ্কনকে এই রাজনৈতিক জীবনের কেন্দ্র পরিত্যাগ করতে হবে। এত শীঘ্র আবার পুরানো পরিবেশে ফিরে যেতে হবে জেনে মেরীরও মন খারাপ। যেখানে সব কিছুই চমৎকার ও গৌরবময়, সেই বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে জীবন যাপনের সাধ তাঁর এবং নিউইয়র্ক থেকে এক পত্রে তিনি লিখেছেন: "য়ুরোপ যাত্রার জন্য প্রস্তুত বিরাট ষ্টীমারগুলিকে যখন আমি জেটিতে দেখলুম, আমার দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ইচ্ছা হ'ল যে, আমার কপালেই দারিদ্র্য জুটেছে। প্রায়ই আমি ঠাট্টা করে মিষ্টার লিঙ্কনকে বলি যে, এবার আমি স্থির করেছি যেন আমার পরবর্তী স্বামী ধনী হন।"

লিঙ্কনের গৌরবের দিন যেন শেষ হয়েছে। স্থানীয় আইন সভায় তাঁর আর আসন নেই, তাঁর অনুপস্থিতির জন্য ওকালতির পশারও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এহেন অবস্থায় এটা স্বাভাবিক যে মনে যেটুকু উচ্চাভিলাষ রয়ে গিয়েছে তারই তাগিদে লিঙ্কন এমন একটি উচ্চ পদের জন্য চেষ্টা করবেন যাতে থাকবে না কংগ্রেস সদস্যের দায়িত্ব ও উদ্বেগ অথচ সুবিধা হবে প্রশস্ততর পরিবেশে থাকবার। স্প্রীংফিল্ডে ফিরে আসবার অব্যবহিত পরেই লিঙ্কন ওয়াশিংটনে জেনারল ল্যাণ্ড অফিসের কমিশনার পদে নিযুক্ত হবার চেষ্টা করতে লাগলেন। ঐ পদ একজন হুইগের পাবার কথা, এবং সম্ভবতঃ কোন ইলিনয়বাসীর।

প্রেসিডেণ্ট টেলার তাঁর কাছে নানা সাহায্য পেয়েছেন; লিঙ্কন তাঁকে ঐ পদ দেবার জন্য এগারোটি কারণের উল্লেখ করলেন, এবং তাঁর রাজনৈতিক বন্ধুদের বহু চিঠি লিখলেন, কারণ, ওয়াশিংটনে তিনি জেনেছিলেন যে এসব ব্যাপারে জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে এই প্রথাই প্রচলিত। লিঙ্কন কিন্তু ঐ আকাঙ্ক্ষিত পদ পেলেন না, এবং এর কিছু পরেই বদলী হিসাবে প্রেসিডেণ্ট যখন তাঁকে অরেগানের সেক্রেটারীর পদ দিতে চাইলেন, লিঙ্কন তা প্রত্যাখ্যান করলেন।

এই প্রত্যাখ্যানের মূলে ছিল মেরীর অভিলাষ। তাঁর ধারণা যে, যতই ভালো হোক, এই পদ নিয়ে যদি তাঁরা সুদূর পশ্চিমাঞ্চলে চলে যান, তা হ'লে ওয়াশিংটনে ফিরে যাবার আর সম্ভাবনা থাকবে না। সুদূর পশ্চিমে গভর্নরের স্ত্রী হয়ে থাকার ইচ্ছা তাঁর নেই এবং এই নৈরাশ্যের মধ্যেও তাঁর স্প্রীংফিল্ডের মতো ছোট সহরে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করবার ইচ্ছা থেকে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, লিঙ্কনের বিরাট ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মেরীর বদ্ধমূল বিশ্বাস আজও অটুট আছে। তাঁর, লিঙ্কন এবং জাতির পক্ষে মেরীর সিদ্ধান্তের প্রাজ্ঞতা ঘটনাপরম্পরায় প্রমাণিত হয়েছে।

অন্যভাবেও মেরী তাঁর স্বামীকে সাহায্য করেছেন—মতানৈক্য করে'। তাঁদের দাম্পত্য জীবন যদি একতান হ'ত, তা হ'লে হয়ত লিঙ্কন বাড়ীতেই বেশীক্ষণ থাকতে চাইতেন। তাঁদের একত্রবাস অসমঞ্জস হয়েছিল বলেই লিঙ্কন উকিল হিসাবে সারকিটে (circuit) বিভিন্ন বিচারক্ষেত্রে ক্রমেই বেশী ঘুরতে লাগলেন।

সারকিটের ওকালতিতে আয় কম, কিন্তু অন্য অনেক সুবিধায় ক্ষতিপূরণ হয়। অর্দ্ধেক বছর, সারা গ্রীষ্ম ও শরৎ কাল, তিনি থাকতেন পথে পথে। ইলিনয়ের ফুলে ঢাকা বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্য দিয়ে এক ছোট সহর থেকে অন্য ছোট সহরে যাওয়া কত প্রীতিকর। পুরানো নড়বড়ে গাড়ীতে জনচারেক হয়ত একত্র যাচ্ছেন, কিম্বা তার থেকেও ভাল, জজদের এবং আরো দু'একজন ব্যবহারজীবীর সাহচর্যে লিঙ্কন হয়ত ঘোড়ার পিঠে চলেছেন। দুপুরের দিকে আদালত বসে—চাষীরা তাদের মামলা নিয়ে হাজির হয়। জমি নিয়ে ঝগড়া, মারামারি, কারো বিরুদ্ধে বা শূয়োর চুরির নালিশ। সন্ধ্যায় সরাইয়ে এক সঙ্গে খেতে বসে মামলাকারীরা চাষের, পালিত পশু, জমির দাম প্রভৃতির আলোচনা করে। সে অঞ্চলের প্রকৃত অভাব অভিযোগ লিঙ্কন এই সূত্রে প্রত্যক্ষভাবে শুনতে পান; সেখানকার লোকদের পক্ষে রেলপথ ভাল কি জলপথ সুবিধাজনক, রক্ষাপ্রদ পণ্য শুল্ক প্রবর্তনের ফলে অবস্থা কেমন দাঁড়িয়েছে তাও জানতে পারেন।

সাধারণ মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগে মানুষ হওয়ায়, এবং এই ধরণের মানুষের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক থাকায়, লিঙ্কনের তাদের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি ছিল, এবং এই মেলামেশার ফলে অবিরত নানা বিষয়ে তিনি অভিজ্ঞতা লাভ করছিলেন। অনবরত এই রকম যাতায়াতে এখন তিনি সারা ইলিনয়ে সর্বজন পরিচিত। এইভাবে তাঁর জনপ্রিয়তার যে ভিত্তি গড়ে' উঠল তারই জোরে দশ বৎসর পরে তাঁর বিরাট বিজয় সাফল্য সম্ভব হ'ল।

তাঁর সকল সঙ্গীরই তিনি প্রিয়, এবং কয়েক বৎসর যাঁদের সঙ্গে প্রায়ই ঘুরেছেন যেমন, ট্রামবুল, ব্রাউনিং, তরুণ সোয়েট এবং বিচারক ডেভিস (ভারি সুন্দর মানুষ) তাঁরা সকলেই লিঙ্কনকে বিশেষ প্রীতির চোখে দেখতেন। সে সময় লিঙ্কনও যেমন বুঝতে পারেন নি, তাঁরাও তেমন জানতেন না যে উত্তরকালে তাঁরা সকলেই একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনে জড়িত হয়ে যাবেন এবং বিশ্বস্তভাবে লিঙ্কনকে সাহায্য করবেন। কারণ, রাজনৈতিক ব্যাপারে তাঁদের চিন্তাধারা প্রায় এক ধরণের ছিল এবং অন্তহীন আলোচনায় তাঁরা পরস্পরকে প্রভাবিত করতেন; ক্রমে একটি নূতন দলের ভিত্তি স্থাপনা করলেন। পরবর্তীকালে ইলিনয়ে একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক পার্টি গড়ে' তুললেন তাঁরা। বিচারক ডগলাস এলেই কেবল মতভেদ ও তর্ক হ'ত। ভালই হয়েছে যে বর্তমানে সেনেটের সদস্য হ'য়ে তিনি বেশী সময় ওয়াশিংটনের ক্যাপিটলে বা ক্লাবে কাটিয়ে দেন, ইলিনয়ের অনুন্নত পথে ঘোরা, অথবা প্রাচীন সরাইয়ে থাকার কষ্ট থেকে বেঁচেছেন।

এককালের এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর জীবন বর্তমানে বিভিন্নমুখী। ডগলাস ক্রমে ক্রমে রাজনীতিতে আরও প্রবেশ করছেন, অন্যদিকে একচল্লিশ থেকে ছেচল্লিশ বৎসর পর্যন্ত বয়ঃসীমার মধ্যে লিঙ্কন, সম্পূর্ণরূপে রাজনীতি পরিহার না করলেও, প্রধানতঃ আইনের ব্যাপারেই লিপ্ত ছিলেন।

"যখনই সম্ভব আপনাদের প্রতিবেশীদের আপোষে নিষ্পত্তি করবার জন্য প্ররোচিত করুন। তাদের দেখিয়ে দিন যে যিনি নামেমাত্র জেতেন বস্তুতঃ

তিনিই হারেন—উকিলের কি, অস্থ খরচ ও সময়ের অপচয়ে। শান্তিস্থাপক রূপে ব্যবহারজীবীর সৎলোক হবার একটি উৎকৃষ্ট সুযোগ থাকে, এবং তাতে উপার্জনে বাধে না।"

"কখনও মামলা বাধিয়ে দেবেন না। এ কাজ যে করে তার চেয়ে খারাপ লোক খুব কমই আছে⋯সাধারণ নিয়মে কখনও আপনার সমস্ত পারিশ্রমিক অগ্রিম নেবেন না, মামলার জন্য নিযুক্ত থাকবার মত উপযুক্ত দক্ষিণার বেশীও তখন নেবেন না। পূর্বাহ্নেই যদি আপনার সমস্ত প্রাপ্য পেয়ে যান এবং তারপরও, ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে এই ভরসায় যে আগ্রহে কাজ করতেন সেই উৎসাহ যদি আপনার বজায় থাকে, এবং মক্কেলের স্বার্থ সম্বন্ধে অনুরূপ অবহিত থাকতে পারেন, তাহলে বলবো আপনি সাধারণ মানুষ থেকে অনেক উচ্চ স্তরের।"

আইন সম্বন্ধে একটি বক্তৃতার লিখিত খসড়া থেকে এই উদ্ধৃতিগুলি একটি তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেয়; লিঙ্কন উকিল হিসাবে তাঁর প্রাত্যহিক ব্যবসায়ে এই তত্ত্বগুলিকে রূপ দিয়েছিলেন। মনেপ্রাণে আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত না হলেও, ছেলেবেলা থেকেই তাঁর মনে একটি তীব্র সুবিচার বোধ জাগ্রত ছিল, সুতরাং ওকালতিকে পেশারূপে নেওয়া তাঁর পক্ষে কিছু আকস্মিক ঘটনা নয়।

হিসেব করে' দেখা হয়েছে যে, যত মামলায় তিনি হেরেছেন, জয়লাভ করেছেন তার চেয়ে অনেক বেশী মকদ্দমায়; এবং বহুলাংশে বাদীর চেয়ে তিনি হতেন প্রতিবাদীর উকিল। দক্ষিণা তিনি নিতেন অত্যন্ত কম। যত টাকার মামলা সেই অনুপাতে তিনি কোনদিন পারিশ্রমিকের হার নির্দ্ধারিত করতেন না; এক মামলায় সেজন্য বাদীকে ছ'শ' ডলার পাইয়ে দিয়ে লিঙ্কন নিলেন মাত্র তিন ডলার পঞ্চাশ সেণ্ট। একটা মকদ্দমা করে একশ' ডলার যখন উপার্জন হ'ল তখন তাঁর বয়স প্রায় চল্লিশ। সেই সময় থেকেই তাঁর যশ বাড়লো এবং তিনি বৎসরে প্রায় তিনহাজার ডলার উপার্জন করলেন। কিন্তু একটি নতুন

হোটেলের জন্য আইন সংক্রান্ত কাগজপত্র তৈরীর দরুণ তাঁরা লিঙ্কনকে যখন পঁচিশ ডলার পাঠিয়ে দিলেন, তিনি তাঁদের লিখলেন "আপনাদের হয়ত ধারণা যে আমার পারিশ্রমিক খুব চড়া। অর্থ সম্বন্ধে আপনারা বেশী মুক্তহস্ত। এ কাজের জন্য পনের ডলারই যথেষ্ট। দশ ডলারের নোট এই সঙ্গে ফিরিয়ে দিলাম।"

কিন্তু তা বলে' তাঁর কাছ থেকে জোর করে' সুবিধা আদায় করা কঠিন। একবার ইলিনয় সেণ্ট্রাল রেলরোডের পক্ষ নিয়ে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলা জেতবার পর অপরপক্ষের কৌঁসুলির কাছে (তাঁর এককালের অংশীদার ষ্টুয়ার্ট ও লোগান) দু'হাজার ডলারের একটা বিল পাঠালেন। তাঁরা প্রতিবাদে লিখলেন, "এত উঁচু ফি কেবল প্রথম শ্রেণীর ব্যবহারজীবীর প্রাপ্য," এবং দু'শ ডলারের বেশী দিতে সম্মত হলেন না। অতঃপর লিঙ্কন পাঁচ হাজার ডলার দাবী করে' মামলা এনে, সে অর্থ আদায় করলেন।

এই ধরণের সাফল্যের ফলে তাঁর প্রকৃতিগত কুণ্ঠার ভাব ক্রমে চলে গেল। যখন তাঁর চল্লিশ বৎসর বয়স তখন লিঙ্কন যে নিজের যোগ্যতা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছেন, তা নিঃসন্দেহ। কিন্তু তাঁর কাছে রাজনীতি এখন একটা বিলাস মাত্র; কেবল রাজনীতি করবার জন্যই তিনি তাতে যুক্ত, তা থেকে কোন সুবিধা করে নেবার ইচ্ছা তাঁর নেই। তবু, যে পার্টির তিনি সদস্য এবং যে উদ্দেশ্য তিনি অনুসরণ করতেন, এ উভয়ের জন্য তাঁকে অনেক কাজ করতে হ'ত—এমন কি দেশের এই স্বল্প পরিচিত অংশেও।

নির্বাচন, উপনির্বাচন উভয়েতেই তিনি যোগ দিতেন। দায়িত্বপূর্ণ সরকারী পদ খালি থাকলে নিজের পার্টির বন্ধুদের জন্য চেষ্টা করতেন; ভোটদাতাদের তালিকা প্রস্তুত করতেন, এবং বলতেন যে তাঁদের কাছে মুদ্রিত অনুরোধ-পত্র প্রভৃতি পাঠাবার চেয়ে ব্যক্তিগত চিঠি লেখা অনেক কার্যকরী।

সালিশ ও মধ্যস্থরূপে তাঁর নৈপুণ্য (যার মূলে ছিল তাঁর লোকের মনোভাব বুঝে' নেবার সূক্ষ্ম শক্তি ও তাঁর ন্যায়বিচারের বোধে যা পুষ্ট) বয়সের সঙ্গে

ক্রমেই বাড়ল। এই ব্যাপারে ব্যবহারজীবীরূপে তাঁর কাজ এবং রাজনীতিজ্ঞরূপে তাঁর অভিজ্ঞতার সম্মিলিত প্রভাব তাঁর সহায়ক ছিল। কারণ, সকল সময়ে রাজনৈতিক দিক দিয়ে চিন্তাকালে তিনি দল বা শ্রেণী বিশেষ নয় বাস্তব মানুষ তথা সমগ্র সমাজের কথাই চিন্তা করতেন। স্প্রীংফিল্ড বা ইলিনয়ের বিষয় নিয়ে হয়ত আরম্ভ করতেন, কিন্তু তাঁর অব্যবহিত বা প্রত্যক্ষ মনোযোগের বিষয় হয়ত স্থানীয় দলের দ্বন্দ্ব ; সমগ্র দেশকে সংশ্লিষ্ট করে' যেখানে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে সেই ওয়াশিংটনে ঐ সব বিষয়ের কি গতি হবে হয়ত সেই দিকেই তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ; কিন্তু তাঁর মনের মধ্যে জাগছে সেই বিশ্বের কথা যা বিরাট ইউনাইটেড ষ্টেটসের চেয়েও বৃহত্তর। হেনরী ক্লে সম্বন্ধে যে কথা লিঙ্কন বলেছেন তাঁর নিজের সম্পর্কেও তা প্রযোজ্য : "নিজের দেশকে তিনি ভালবাসতেন অকপটে, কারণ এখানেই তাঁর ঘর ; কিন্তু এ দেশকে তিনি আরও বেশী ভালবাসতেন, কারণ এ ভূমি স্বাধীন।"

"গত তিন সপ্তাহে প্রায় প্রতি রাত্রে একটা করে পার্টি (সামাজিক সম্মেলন) ছিল, এবং এই সপ্তাহে দুটো কি তিনটে জমকালো উৎসবের কথা আছে। তুমি হয়ত বিস্মিত হবে যদি আমি বলি যে, আমি একটি বিরাট এবং সত্যই খুব সুন্দর ও মনোজ্ঞ (অন্ততঃ আমাদের বন্ধুরা এই বলে' আমাদের খুশী করেন) ভোজসভা অনুষ্ঠানের স্বল্প ক্লান্তি কাটিয়ে উঠছি। প্রায় পাঁচশ' জনের নিমন্ত্রণ হয়েছিল, কিন্তু আকাশের দুষ্টুমিতে বৃষ্টি পড়ায় মাত্র তিনশ' অতিথি উপস্থিত হয়ে আমাদের বাধিত করেছেন।"

মেরী এই চিঠি লিখছেন তাঁর ভগ্নীকে, এবং এ থেকে তাঁর উৎসাহ ও উদ্বেগ, অভিলাষ ও সাফল্যের সামগ্রিক হদিশ মিলবে। তাঁর নিজের গাড়ীতে চড়ে—লিঙ্কন এই গাড়ী মেরীর জন্য কিনেছেন, তিনি নিজে কোনদিন ব্যবহার করেন না—এই ছোট সহরে বান্ধবীদের সঙ্গে দেখা করে', মেরী এই ভেবে খুশী হ'ন যে যত স্বল্প পরিসরেই হোক, তিনি এইভাবে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের

চালে চলছেন। লিঙ্কনের উপার্জন অনেক বেড়েছে, এবং তিনি তাঁর সমস্ত দেনা শোধ করেছেন, কাজে কাজেই মেরী বাড়ীতে নতুন আর এক তলা তৈরী করিয়ে নিয়েছেন। এতদিনে বাড়ীটা লোকেদের দেখাবার মত হয়েছে। তা ছাড়া স্প্রীংফিল্ডের আয়তন বেড়েছে বলে' বাড়ীটি এখন প্রায় সহরের কেন্দ্রে পড়েছে; এই সব কারণে মেরীর কাছে বাড়ীটি হয়েছে আগের থেকে মনোমত, এবং নিঃসন্দেহ, লিঙ্কনের পক্ষে আরও অস্বস্তিকর।

এটা নিশ্চিত যে, মেরীর পক্ষে লিঙ্কনের সঙ্গে চলা আদৌ সহজ হয় নি। প্রায়ই, রাতের খাবার থাকে প্রস্তুত অথচ লিঙ্কনের দেখা নেই। মেরী তাঁর বড় দুই ছেলেকে তাদের বাবাকে ডেকে আনতে পাঠিয়ে দেন। তারা খুঁজে দেখে তিনি কাছাকাছি কোন একটা দোকানে পেরেকভরা একটা ছোট পিপের উপর বসে' একপাল খরিদ্দারের সঙ্গে কথাবার্তায় মগ্ন।

"বাড়ীতে থাকলেও তিনি ধর্তব্যের মধ্যে ন'ন," বলেন মেরী। "গরমে আরামে বসে পড়া ছাড়া তিনি আর কিছু করেন না। জীবনে তিনি কোনদিন বাজারে গেলেন না। সে সব আমাকেই দেখতে হয়। মোটেই কিছু করেন না। পৃথিবীতে সবচেয়ে অকেজো, অপদার্থ লোক।" কিন্তু যখন মেরীর ভগ্নী লিঙ্কনের প্রশংসা করেন, এবং যখন বলেন যে এরকম বুদ্ধিমান স্বামী পেলে তিনি সুখী হতেন, তখন মেরী খুব আনন্দ পান এবং সেই সঙ্গে স্বীকার করেন যে, লিঙ্কনের ত্রুটিগুলি অকিঞ্চিৎকর। মেরী সকলের সঙ্গে ঝগড়া করেন, তাঁর বোনেদের সঙ্গে, ঝি চাকরের সঙ্গে, স্বামীর সঙ্গে তো বটেই; অপরদিকে লিঙ্কন কিন্তু তাঁর মূলনীতি হিসাবে লিখে রাখেন:

"কলহ করা কখনও উচিত নয়। নিজেকে যে প্রকৃষ্টরূপে উন্নত করতে দৃঢ়সঙ্কল্প, ব্যক্তিগত কলহের তার সময় কোথায়? বিবাদে মেজাজ খারাপ হয়, আত্মসংযম নষ্ট হয়, এই সব কুফলই বা কেমন করে সহ্য করবে? বৃহত্তর স্বার্থের ব্যাপারে যেখানে তোমার অংশ অপরের সঙ্গে সমান, সেখানে সেটুকু

স্বীকার করে নাও, এবং সামান্য ব্যাপারে স্পষ্টতঃ তোমার নিজস্ব স্বার্থে হলেও দাবী ছেড়ে দাও।"

এই নীতিতে এঁরা দুজনে কোনরকমে চলতে লাগলেন; চার বৎসর বয়সের একটি সন্তানের মৃত্যুতে হয়ত স্বামীস্ত্রীর বন্ধন খানিকটা ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপারেও মেরী লিঙ্কনকে বেশী উত্তেজিত করতেন না, এবং তাঁর মৃত্যুর পরে মেরী বলেছেন, "প্রকৃতি ছিল তাঁর নরম, কিন্তু কোন বিষয়ে তাঁর অমত থাকলে অত্যন্ত শক্ত ভাবে তা বজায় রাখতেন। কোন বিষয়ে মতস্থির করতে হ'লে কোনটি যে তাঁর শেষ কথা তা আমি সব সময়ে ধরে ফেলতাম। প্রথমে তিনি বেশ প্রফুল্ল থাকতেন, পরে চুপ করে ভাবতেন, দুটি ঠোঁট তখন চেপে যেত। এই সব লক্ষণ দেখলেই আমি অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতাম এবং আগেই হোক আর পরেই হোক অন্য সকলকেও তাই করতে হত।"

সব সময়ে কিন্তু ব্যাপারটা এইভাবে ঘটত না। কখনও কখনও বাড়ীর আবহাওয়া অসহনীয় হয়ে উঠত। তখন সকাল সাতটাতেই হার্ণডন তাঁকে অফিসে পেতো—দেখতো, সোফায় শুয়ে লিঙ্কন কড়িকাঠের দিকে বিষণ্ণভাবে চেয়ে আছেন।

লিঙ্কনের এক অন্তরঙ্গ সুহৃদ বলেছেন:

"নিজের অশান্ত প্রকৃতি ও দুর্বিনীত আচরণের জন্য মেরী টড যে তাঁর স্বামীকে ঘরোয়া লোক হতে বাধা দিয়েছেন, তাতে লিঙ্কনের পক্ষে ভালই হয়েছিল; এর ফলে ঘরের বাইরে তিনি বৃত্তি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে বেশী সময় থাকতে পেরেছেন। কাগজ পড়ে আর অগ্নিকুণ্ডে নিজের আঙুল গরম করে সন্ধ্যাটা বাড়ীতে না কাটিয়ে, তিনি সে সময়টা অবিরত সাধারণের মধ্যে থাকতেন, রাজনীতিকদের সঙ্গে মিশতেন, আদালতগৃহ এবং রাষ্ট্রভবনের অফিসগুলিতে যাঁরা ভিড় করেন সেই সব কৃষকদের সঙ্গে দেশের নানা সমস্যার আলোচনা করতেন। কখনও বা শীতের সন্ধ্যায় গ্রামের দোকানে যারা আগুন পোয়াতো তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা কইতেন। বাইরের জগতের সঙ্গে এই

অবিরাম সংগ্রবের ফলে তাঁর সমাজের অন্ত সকলের চেয়ে তিনি অনেক বেশী সর্বজন পরিচিত হ'তে পেরেছিলেন। অজ্ঞাতসারেই তাঁর স্ত্রী তাঁর উন্নতির সহায়ক হয়েছিলেন।"

লিঙ্কন তা বলে' সন্ন্যাসী স্বভাবের লোক ন'ন। জীবনভোর তাঁর গ্রাম্য কুষকোচিত মনোভাব—সুযোগের সদ্ব্যবহারের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বজায় রইল। লিঙ্কন নিশ্চিতই উচ্চাকাঙ্ক্ষী। সেজন্যই, যখন বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে নিজেকে অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন বলে বুঝতে পারলেন, যখন তিনি নির্যাতিতদের মুক্ত করবার অভিলাষ করলেন, কিম্বা সেই সকল আইন বিধিবদ্ধ হ'তে বাধা দিলেন যা ইতোপূর্বে মুক্তলোকদের স্বার্থ-হানিকর, তখন তিনি শক্তিমান হবার জন্ম রাষ্ট্রীয় উচ্চপদের জন্ম চেষ্টা করলেন। এই কারণে, যখন তিনি দ্বিতীয়বার কর্মবহুল রাজনৈতিক জীবনে প্রবিষ্ট হলেন, তখন এমন একটি উদ্দীপনা তাঁর মধ্যে দেখা গেল যার জন্ম এই আপাতঃশান্ত বৎসরগুলিতে নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন। একদিন হার্ণডনের সঙ্গে গাড়ীতে পথে যেতে যেতে লিঙ্কন বল্লেন, "দেশের জন্ম যার কোনদিন কিছু করবার সাধ আছে, তার পক্ষে দেশকে উন্নত করবার আগে মরা কত কঠিন।"

দুটি ব্যক্তির মধ্য দিয়ে ভাগ্য যেন অগ্রসর হচ্ছিল। একজন সেনেটার প্রেসিডেন্ট হবার আশা করলেন, এবং একজন ক্রীতদাস মুক্ত হ'তে চাইলো। সেনেট সদস্যের নাম ডগলাস। তাঁর পদপ্রাপ্তির সকল সম্ভাবনা মূর্ত করবার জন্ম জনপ্রিয় হবার আশায় তিনি একটি আইন পাস করালেন। কালে কিন্তু এর ফলে গোলযোগের সূত্রপাত হ'ল, তাঁর দল ভাঙ্গল, নূতন একটি পার্টি গড়ে উঠল, এবং অবশেষে শেষোক্ত ব্যক্তির মনস্কামনা পূর্ণ হবার ব্যবস্থা হ'ল।

এই ক্রীতদাসের নাম ড্রেড স্কট। তার মালিক তাকে কিছুকাল এক স্বাধীন রাষ্ট্রে রেখেছিলেন এই কারণ দেখিয়ে সে নিজের মুক্তির দাবী করল। প্রথম আদালতে তার দাবী গ্রাহ্য হ'তে, আপীল হ'ল সুপ্রীম কোর্টে। এখানে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে পূর্ব আদালতের রায় নাকচ হয়ে গেল। এই ব্যাপার নিয়ে

সারা দেশে তখন হুলস্থুল বেধেছে। ডগলাস এবং স্কট দুজনেরই মনস্কামনা পূর্ণ হল না—সেনেটার রাষ্ট্রপতিত্ব পেলেন না, দাসও মুক্ত হ'ল না। দশ বৎসর প্রচণ্ড আভ্যন্তরিক বিবাদের (তার মধ্যে চার বৎসর গৃহযুদ্ধও ছিল) পর যুক্তরাষ্ট্র এই দারুণ বিপর্যয় কাটিয়ে উঠল, সব ঠিক হয়ে গেল। ততদিন সেনেটার ডগলাস মারা গেছেন; আর সেই ক্রীতদাস, যদি জীবিত থাকে তবে তার লক্ষ লক্ষ কালো ভাইদের মতো সেও মুক্ত হয়েছে।

ইতিমধ্যে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দুই বৎসর থাকতে, ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ও জনপ্রিয় ডগলাস নিজের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্যে অগ্রসর হচ্ছিলেন। লক্ষ্যে পৌছতে হ'লে তাঁর দক্ষিণাঞ্চলের সমর্থন দরকার, এবং দেশের নূতন নূতন অংশে দাসপ্রথা প্রসারের ব্যবস্থা করিয়েই তিনি দক্ষিণের আনুকূল্য পেতে পারেন। এক বৎসর পূর্বে, বস্তুতঃ তিনি এক প্রসঙ্গে ১৮২০ খৃষ্টাব্দের মিসৌরী চুক্তি (The Missouri Compromise of 1820) অলঙ্ঘ্য বলে উল্লেখ করেছেন; কিন্তু এখন তিনি প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণাঞ্চলের মুখপাত্র এবং উত্তরাঞ্চলের হাজার হাজার ডেমোক্র্যাটদের প্রতিনিধি, যাঁদের প্রধান অভিলাষ যে দাসপ্রথার বিরক্তিকর সমস্যায় যেন ব্যবসায়িদের কোন বাধা না হয়। ইত্যবসরে দুটি নূতন রাজ্য গঠিত হওয়ায় এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করার জন্য ডগলাস পূর্বনীতির ব্যাপক পরিবর্তনের সঙ্কল্প করলেন।

অনির্দ্ধারিত ভ্রূণের যে অবস্থা, নতুন রাজ্য হিসাবে কানসাস ও নেব্রাস্কারও সেই দশা। মিসৌরী-চুক্তি-নির্দ্ধারিত সীমার উত্তরে এই দুটি দেশ, এবং সেই চুক্তি অনুযায়ী যে সব রাজ্যে দাসপ্রথা নিষিদ্ধ এদেরও সেই সব দেশের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। সেনেটের নির্বাচনে এদের ভোট পাবার জন্য উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চল উভয়েরই লোভ—সুতরাং দুই দলই নতুন রাষ্ট্র দুটিকে ছেঁকে ধরল যাতে দাসপ্রথার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে (যে দল যেমন চায়) তারা যেন সিদ্ধান্ত করে। ডগলাস তখন কানসাস-নেব্রাস্কা সমস্যা সম্পর্কিত সমিতির

সভাপতি। তিনি এমন একটি পন্থা আবিষ্কারের চেষ্টা করলেন যাতে সমস্যার সমাধান হয় অথচ তার ফলে উত্তরে বা দক্ষিণে তাঁর শত্রু না বাড়ে। তিনি ঘোষণা করলেন যে, শাসনতন্ত্রের মূল নীতি অনুসারে জনমতের প্রাধান্যই সর্বোপরি এবং কোন নূতন রাজ্যকে ঠুঁটো করে কর্তব্যনির্ণয়ে বাধা দেওয়া শাসনতন্ত্রের অভিপ্রায়ের বিরোধী। এই মূলনীতি অনুসারে প্রত্যেক রাষ্ট্রের নাগরিকদের নিজ অভিলাষ মত শাসনতন্ত্র রচনার অধিকার আছে, এবং সেই রাষ্ট্রের মধ্যে দাসপ্রথা প্রচলিত হবে কিম্বা হবে না সে সিদ্ধান্ত তাঁরাই করবেন।

ডগলাস অতি চতুরতার সঙ্গে কানসাস-নেব্রাস্কা বিল রচনা করেছিলেন, এবং আপাতদৃষ্টিতে তার ভিত্তি ছিল আপোষমূলক। সুকৌশলে ডগলাস নানা ঝঞ্ঝাট কাটিয়ে দুটি সংসদেই বিলটি পাস করিয়ে নিলেন। অতি প্রত্যুষে সিনেটে ৩-১ ভোটাধিক্যে এই বিল যখন গৃহীত হ'ল, ওয়াশিংটনে সে বিজয় ঘোষিত হ'ল তোপধ্বনিতে। বাস্তবিক, এগুলি অন্তর্যুদ্ধেরই প্রথম তোপধ্বনি। প্রকৃত সংগ্রাম আরম্ভ হয়েছিল এর সাত বৎসর পরে।

সঘৃণ ক্রোধের সুতীব্র প্রকাশে সমগ্র জাতি এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ জানালে; ইউনিয়ন সংগঠিত হওয়ার পর আর কখনও এমন দেখা যায়নি। একজন উচ্চাভিলাষী সেনেটারের চতুরতার কল্যাণে সমগ্র জাতি অকস্মাৎ এই তথ্যের সম্মুখীন হ'ল যে এখন থেকে যে কোন নবগঠিত রাজ্য নিজ সীমার মধ্যে দাসপ্রথার প্রচলন করতে পারবে।

কানসাসে ভোটগ্রহণের সময় সাধারণের উত্তেজনার স্বরূপ বুঝা গেল। দক্ষিণাঞ্চল এটিকে দাসপ্রথা সমন্বিত এবং উত্তরাঞ্চল এটিকে দাসত্বমুক্ত রাজ্যরূপে গড়তে চেয়েছিল। কিন্তু, আবহাওয়া এবং মাটির দিক থেকে এদেশ দাসদের শ্রমে চাষবাসের চেয়ে শ্বেতকায়দের যোগ্য উপনিবেশভূমির পক্ষে বেশ উপযুক্ত; ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে যখন লোকসংখ্যা গণনা হ'ল; দেখা গেল মোট প্রায় আট হাজার বাসিন্দার মধ্যে দক্ষিণাঞ্চল থেকে আগতদের সংখ্যা প্রায় কয়েকশত বেশী। বহিরাগত সাহায্য সমিতি ম্যাসাচুসেটস্ এবং

উত্তরাঞ্চলের এই ধরণের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি প্রচুর অর্থ ব্যয় করে' দাসপ্রথা বিরোধী গোষ্ঠীকে এখানে প্রতিষ্ঠিত করাবার চেষ্টা করলেন। দক্ষিণ থেকেও দলে দলে লোক এল দাসপ্রথা সমর্থকদের ভোটাধিক্য বজায় রাখবার জন্য। মার্চমাসে যখন স্থানীয় আইন সভার জন্য নির্বাচন হ'ল তখন কানসাস ও তার পার্শ্ববর্ত্তী রাষ্ট্র মিসৌরীতে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হ'ল। শত শত, হয়ত বা কয়েক সহস্র হাঙ্গামাবাজ লোক পশ্চিম মিসৌরী থেকে সীমান্ত পার হয়ে এসে দাসপ্রথা সমর্থক প্রার্থীদের পক্ষে বেআইনী ভোট দিয়ে গেল। একটা স্ফুলিঙ্গ যে কোন মুহূর্ত্তে বিরাট অগ্নিকাণ্ড ঘটাতে পারে, এবং কিছুকালের মধ্যেই এমন সব ঘটনার সূত্রপাত হ'ল যাতে বিস্ফোরণ হয়। তার ফলে "রক্তাক্ত কানসাস" সমগ্র জাতির প্রধান আলোচনার বিষয়ে পরিণত হ'ল। ফ্রী ষ্টেট পার্টি এবং তথাকথিত আইন ও শৃঙ্খলা সঙ্ঘ উভয়পক্ষই অন্যায় আচরণে লিপ্ত ছিল। হোরেস গ্রীলি যাদের নাম দিলেন "সীমান্ত গুণ্ডা" তারা দেশটাকে ধ্বংস করে দিলে। মাঝে মাঝে লোক খুন হত, একটা বা দুটো চূড়ান্ত অবমাননাকর নৃশংসতাও ঘটে গেল। কিন্তু উত্তর থেকে অভিবাসনের প্রবল প্রবাহে অচিরকালেই দক্ষিণাঞ্চল দলের সংখ্যাধিক্য নষ্ট হ'ল।

এই ঘটনার ফলে ডগলাস ও তাঁর দলের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হ'ল। তাঁর সেনেটে সদস্য থাকার কাল সবে শেষ হয়েছে, সেইহেতু সেনেটে পুনর্নির্বাচনের ব্যবস্থার দরুণ তাঁর অবিলম্বে ইলিনয়ে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন। উত্তরে দি গ্রেট লেক্স্ থেকে আরম্ভ করে, দক্ষিণে কেন্টাকী অবধি সুদূরবিস্তৃত এই রাষ্ট্রে দুটি ভিন্ন জীবনধারা বর্ত্তমান, একটি উত্তরদেশীয়, অপরটি দক্ষিণী, এবং ডগলাসের চাতুরীর পরিণাম এই দাঁড়াল যে, উভয় দলই তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে গেল।

ডগলাস যখন শিকাগো সহরে পৌঁছালেন, তিনি দেখলেন নৌযানের পতাকাগুলি মাস্তুলে অর্দ্ধনমিত, এবং সন্ধ্যায় এক বিরাট সভায় তাঁর বক্তৃতার

সময় গীর্জার ঘণ্টাগুলো বাজতে লাগলো, যেন কারো অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হচ্ছে। সহরের বড় পার্কে আট হাজার উত্তেজিত লোক ঠাসাঠাসি করে জমায়েৎ হয়েছে ডগলাসের বক্তৃতা শোনবার জন্য। তাঁর কথা কেউ শুনলে না—বিকট চীৎকারে তাঁর গলা ডুবে গেল। দু'ঘণ্টা ধরে এই হাঙ্গামা সহ্য করে মাঝ রাত্রে তিনি নিজের ঘড়ি দেখে তীব্র কণ্ঠে বললেন:

"এখন রবিবারের সকাল হ'ল—আমি গীর্জায় চল্লুম, তোমরা জাহান্নমে যেতে পারো।"

তাঁর এই বক্তৃতার অভিযানসূত্রে ডগলাস ক্রমে স্প্রীংফিল্ডে এলেন। শিকাগোর চেয়ে জনতা ধীরভাবে তাঁর কথা শুনল; রাষ্ট্রভবনে তাঁর বক্তৃতা তিনঘণ্টা কাল স্থায়ী হয়েছিল। বক্তৃতার শেষে তিনি বললেন, "আমি শুনেছি যে এই নগরবাসী মিষ্টার লিঙ্কন আমার বক্তব্যের উত্তর দেবেন। আশা করি তিনি এখন বলবেন।"

এই আহ্বান মেনে নিয়ে পরদিন লিঙ্কন কানসাস-নেব্রাস্কা বিল ও দাস-প্রথার বিরুদ্ধে চারঘণ্টা ধরে বক্তৃতা দিলেন। এর প্রতিক্রিয়া সরব নয়, বরং গভীর—যাই হোক এইটি লিঙ্কনের প্রথম সুদীর্ঘ বক্তৃতা।

মেরীর প্ররোচনায় যা হয়নি, ডগলাসের ব্যাপার পাঁচ বৎসর পরে লিঙ্কনের সেই দমিত উচ্চাভিলাষ জাগিয়ে তুললে। সেনেটে জয়লাভের সঙ্কল্প করলেন লিঙ্কন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে অনেক ভালভাবে তিনি এই কাজ করতে পারবেন, এই ধারণা, ডগলাস স্বার্থসিদ্ধির সন্ধানে রত এই বিশ্বাস, তাঁদের দুজনের চরিত্রগত পার্থক্য সম্পর্কে অনেককালের সচেতনতা—এই সবগুলি এবং সেই সঙ্গে ডগলাসের বর্তমান অবস্থার সুযোগ নেবার জন্য রাজনীতিকের স্বাভাবিক অভিলাষে উদ্বুদ্ধ হয়ে লিঙ্কন সদস্যপদপ্রার্থী হয়ে এগিয়ে এলেন।

মেরীর উৎসাহের অবধি নেই। সেনেটারের স্ত্রী হ'তে পারলে এই নিরানন্দ বছর কটার ক্ষতিপূরণ হবে। কল্পনায় তিনি নিজেকে ওয়াশিংটনে এনেছেন, প্রতিনিধির পত্নীর চেয়েও অনেক গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত

রেছেন। সুতরাং স্বভাবতই তিনি এই নির্বাচনে সাফল্যের জন্য প্রাণ
াণ চেষ্টা শুরু করলেন। দুঃখের কথা, লিঙ্কন ডেমোক্র্যাট ন'ন! তাঁর ধারণায়
ৎ পার্টি ভদ্রতর, লিঙ্কন সে দলের সভ্য ন'ন, মেরীর এ দুঃখ কিছুতেই যায় না।

লিঙ্কনকে এখন পার্টির ব্যাপারে বিস্তর মনোযোগ দিতে হচ্ছে, এবং এই
্যাপারে নানা ছোটখাট কলকাঠি নাড়াতে যে কোন পেশাদার রাজনীতিকের
ত তিনি চাতুরী শিখেছেন। হুইগরা বাস্তবিকই জানে না, জনসাধারণের
পর তাদের প্রভাব কতদূর। কারণ এখানে, এই ইলিনয়ে যেমন অন্যত্রও
তমনি ডেমোক্র্যাট দলের অর্দ্ধেক ডগলাসের বিরুদ্ধবাদী এবং দাসপ্রথার
িরুদ্ধে ভোট দেবেন স্থির করেছেন; ফলে, তাঁরা লিঙ্কনের নির্বাচনের অনুকূলেই
াচ্ছেন। কিন্তু প্রায় শেষমুহূর্তে বিচক্ষণ ডেমোক্র্যাটরা আর একটি প্রার্থীকে
াড় করালেন। তিনি ট্রামবুল, লিঙ্কনের একজন ঘনিষ্ঠ সুহৃদ এবং দাসত্বের
িরোধী। এতে লিঙ্কনের পরাজয় হ'ল। মেরী ভোটদানের সময় আইনসভার
্যালারীতে ছিলেন, ভোটের ফলাফল শুনে অতিশয় ক্ষুব্ধ হলেন তিনি।

এই পরাজয়ের অবসাদ থেকে লিঙ্কন শীঘ্রই নিজেকে সামলে নিয়ে পরদিন
ক বন্ধুকে লিখলেন:

"হেরেছি বলে' একটু দুঃখিত হয়েছি, তবে এতে একটুও ঘাবড়াচ্ছি না।"

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় যত এগিয়ে এল, অন্য সব ব্যাপারগুলিও
তই পরিণতির স্তরে পৌঁছল। আপাতদৃষ্টিতে দৃঢ়সংবদ্ধ হলেও ডেমোক্র্যাটদের
ধ্যে আভ্যন্তরিক অনৈক্য ছিল; হুইগ দল কিন্তু ভেঙ্গে গেল, এবং নূতন দল
ঠনের সিদ্ধান্ত হ'ল। অসন্তুষ্ট ডেমোক্র্যাটরা, ("মুক্ত ভূমিওয়ালারা" এই
ামে যারা পরিচিত) এবং দাসত্ববিরোধী হুইগ সভ্যেরা আমেরিকার
ুখ্যাত ব্যক্তিদের অনুমোদন লাভে অনুপ্রাণিত হয়ে একজোট হলেন। গত
ড়ি বৎসর ধরে' লিঙ্কনের যিনি আদর্শ পুরুষ সেই জেফারসনের সম্মানে এই
তুন দল নিজেদের রিপাব্লিক্যান (Republican) বলে অভিহিত করলেন।

ফিলাডেলফিয়ায় সম্মিলিত হয়ে এই দল রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের জন্য জন. সি. ফ্রেমণ্টকে প্রার্থী মনোনীত করলেন। এই পথিকৃৎ এবং অগ্রদূত, বয়সে এবং চেহারায়, কৃতিত্বে এবং মতামতে, ডেমোক্র্যাটদলের মনোনীত প্রার্থী বুকাননের শ্রেষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বী।

তাঁর স্বস্থান ইলিনয় রাষ্ট্রে এই নূতন পার্টি স্থাপনার ব্যাপারে লিঙ্কন স্বভাবতই অগ্রণী। বাস্তবিক, অনেকের ধারণা যে বহুলাংশে এ দল তাঁরই সৃষ্টি, এবং সেইজন্য ফিলাডেলফিয়ায় তিনি ব্যক্তিগতভাবে অপরিচিত হলেও, উপ-রাষ্ট্রপতি পদের মনোনয়নে লিঙ্কন বিস্তর ভোট পেলেন। তাঁর বিধিলিপি পরিণতির দিকে চলেছে। ডগলাসের দুরাশার ফলে মিসৌরী চুক্তি পরিত্যক্ত এবং কানসাস-নেব্রাস্কা বিল গৃহীত হয়েছে। তা থেকে ডেমোক্র্যাট পার্টিতে সঙ্কট ঘনিয়েছে এবং তার পরিণতি হয়েছে রিপাব্লিক্যান পার্টির সংগঠনে। এই নূতন দল পরিচালনার ভার বহুলাংশে ন্যস্ত হয়েছে লিঙ্কনের বলিষ্ঠ স্কন্ধে। সুতরাং, এটা স্বাভাবিক যে এ দলের মন্ত্রণাসভায় লিঙ্কন বিপুল প্রভাব বিস্তার করবেন এবং ব্যাপক সমর্থন লাভ করবেন। ডিকাটুরে এর প্রমাণ পাওয়া গেল; সেখানে পার্টির সংবিধান-সমিতি লিঙ্কনকে ইলিনয়ের গভর্ণর পদের প্রার্থীরূপে সুপারিশ করলেন।

প্রত্যেকেই বুঝলেন যে, রাষ্ট্রপতির আসন লাভ এর ফলে সহজতর হবে। লিঙ্কন তৎক্ষণাৎ এই সুপারিশ এই বলে' প্রত্যাখ্যান করলেন, "আমি নির্বাচিত হ'লে ডেমোক্র্যাট সভ্যেরা বলবেন যে পুরানো হুইগ দলকে আমরা সঞ্জীবিত করবার চেষ্টা করছি; আমাকে হুইগ হিসাবে সে নির্বাচন গ্রহণ করতে হবে, এবং তার ফলে আমাদের নূতন সঙ্কল্প সিদ্ধ হবে না।" পরিবর্তরূপে তিনি এমন একজনকে সুপারিশ করলেন যাঁর মনোনয়নে বহু ডেমোক্র্যাট তাঁদের দলে চলে আসবেন।

এই নূতন পার্টিতে বিভিন্ন বিষয়ের সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা হ'ল। ব্লুমিংটনে ইলিনয় রাজ্যের প্রথম রিপাব্লিক্যান কনভেন্‌সনে সর্বদলের

একতা কামনা করে' লিঙ্কন যে বক্তৃতা দিলেন—ভাবাবেগ ও বিচক্ষণতা, চাতুরী ও বিশ্বাসের সম্মিলনের সেটি একটি অপূর্ব নিদর্শন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন যে, এ সময় লিঙ্কনের চেহারা দেখে মনে হ'ল যেন তিনি জীবনের এক সঙ্কট মুহূর্তের কাছাকাছি এসে পড়ছেন। দ্বিধাজড়িতভাবে দমিত আবেগে তিনি বক্তৃতা আরম্ভ করলেন; কিন্তু যত অগ্রসর হলেন ততই কণ্ঠে ও ভাষণে বলিষ্ঠ ও ভাবোচ্ছল হয়ে গেলেন। দীপ্ত চোখে কথা বলতে বলতে ধীরে ধীরে যখন তিনি মঞ্চের সামনের দিকে এগিয়ে আসছিলেন, শ্রোতাদের তাঁকে আরও বিরাটকায় মনে হচ্ছিল। শ্রোতাদের মধ্যে একজন পরে বলেছিলেন: "জীবনে আমি যত সুশ্রী লোক দেখেছি, এই সময়ে লিঙ্কনকে তাদের সকলের চেয়ে সুন্দর বলে মনে হয়েছিল।"

এই উত্তেজনার কারণ হ'ল দক্ষিণাঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্র (ইউনিয়ন) থেকে বিচ্ছিন্ন হবার জন্য যে আন্দোলন জেগেছিল তার দ্রুত প্রসার। লিঙ্কন বুঝেছিলেন যে, এ বিপদ আসন্ন; এর ফলাফলের সম্বন্ধে তাঁর শঙ্কাও ছিল, তাই বিশেষ আগ্রহে তিনি এ বিপদ নিবারণের চেষ্টা করলেন। লিঙ্কনের আদর্শ ক্লে এবং ওয়েবষ্টার বহুপূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, দাসদের মুক্তি-আন্দোলনের ফলে দেশে অন্তর্দ্বন্দ্ব বাধবে। এই সভায় দাসত্বের চেয়ে তিনি ইউনিয়নের কথাই বেশী বলেছিলেন। বাগ্মিতার চরম সীমায় পৌঁছে অদৃশ্য বিরুদ্ধবাদীদের উদ্দেশ করে' লিঙ্কন বল্লেন, "আমরা কখনও ইউনিয়নের বাইরে যাবো না, এবং আপনারাও যাবেন না!"

বুকানন প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হলেন। ডেমোক্র্যাটরা আরও একবার জিতলেন, কিন্তু তাঁদের এক-তৃতীয়াংশ ভোট গেল এই নূতন পার্টির পক্ষে। নবগঠিত সেনেটে রিপাব্লিক্যানদের নেতা হলেন চেজ। তিনি দাসপ্রথা-বিরোধী এক ঘোষণাপত্রের রচয়িতা, অল্পবয়স্ক, দৃঢ়চেতা, উৎসাহী স্বভাবের মানুষ। দলের অপর নেতা হলেন সিউয়ার্ড, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, বিশ্বাসযোগ্য, মানব-

দরদী, অতিরিক্ত রকমের আশাবাদী; নৈরাশ্যের বেদনা সহ্য করতে পারেন না। আগেকার নেতাদের তুলনায়, এঁরা দু'জন সব সময়েই দৃঢ়ভাবে মিসৌরী চুক্তি পালনের পরামর্শ দিয়েছেন।

দলের মধ্যে সকলের চেয়ে বিশিষ্ট ছিলেন ত্বরিত-ধী সামনার,—তিনি সেনেটের সদস্য এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের অধ্যাপক; তরুণ বয়সে তিন বৎসর য়ুরোপে পড়াশুনা করেছেন। সামনার নির্ভীক এবং উৎসাহী, লিঙ্কনের মতই তীক্ষ্ণ সুবিচার-বোধসম্পন্ন। সেনেটে কানসাস সম্পর্কে বিতর্ককালে যখন সেই রাজ্যে নির্বাচনের বিষয়ে উত্তেজনা চরমে উঠেছে এবং একজন সেনেটার কোমরের দুই পাশে দুটো পিস্তল গুঁজে বক্তৃতা করছেন, সামনার তখন কানসাস-নেব্রাস্কা বিলকে জুয়াচুরি বলে অভিহিত করলেন এবং তীব্রভাবে সমালোচনা করে দক্ষিণ ক্যারোলিনার সেনেটার বাট্‌লারকে জগতের চোখে হেয় করে দিলেন। দু'দিন পরে সামনার যখন সেনেট চেম্বারে ডেস্কে বসে লিখছিলেন, ব্রুকস্ নামে বাটলারের এক আত্মীয় নৃশংসভাবে তাঁর মাথায় লাঠি দিয়ে বারবার মারবার ফলে তিনি অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে পড়ে গেলেন। এই ভীষণ অত্যাচারের ফলে বহুবৎসর সামনারের স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ ছিল।

প্রকৃতপক্ষে, সামনারের উপর এই আক্রমণ অন্তর্যুদ্ধের প্রথম আঘাত। দক্ষিণাঞ্চলের নেতৃস্থানীয়েরা বীর বলে প্রকাশ্যে ব্রুকসের প্রশংসা করলেন। উত্তরের অধিবাসীদের কাপুরুষ বলে' নিন্দা করা হ'ল, কারণ কেউই ব্রুকসকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করেন নি। উত্তরের লোকেরা, এর জবাবে দক্ষিণী ভদ্রলোকদের সম্মানজ্ঞান সম্বন্ধে বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করলে এবং কথায় কথায় পিস্তল আর লাঠি ব্যবহারে তাদের ব্যগ্রতার নিন্দা করলে। বিষম উত্তেজনায় সারা দেশ ভরে' গেল এবং প্রত্যেকেই হয় সামনার কিম্বা তার নিগ্রহকারীর পক্ষভুক্ত হ'ল।

এই সময়ে, সুপ্রীম কোর্টের একটি চরম সিদ্ধান্ত, এই আগুনে সমিধ

জোগাল। দক্ষিণী এক ব্যক্তি উত্তরাঞ্চলের এক রাষ্ট্রে বাস করতে এসেছেন, সঙ্গে তাঁর বহু ক্রীতদাস। তাদের একজন বেশ চালাক, তার মালিক যেমন ভাবেন তার চেয়েও বেশী বুদ্ধিমান সে। সে জেনেছে যে, এখন সে মিসৌরী চুক্তি সীমার উত্তরে আছে এবং এই মর্মে সে নিজের এবং পরিবারবর্গের মুক্তির দাবীতে আদালতে নালিশ করলে। এক আদালত থেকে উচ্চতর আদালত, এবং শেষ পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্টে মামলা উঠল। প্রধান বিচারপতি ট্যানি বিদ্বান এবং সর্বজনশ্রদ্ধেয়, রাষ্ট্রের একটি স্তম্ভস্বরূপ। কিন্তু ওয়াশিংটনের আবহাওয়া, তাঁর মহলে প্রচলিত জনমত, দক্ষিণী দাসমালিকদের শাসকসুলভ মনোভঙ্গী, এবং নিঃসন্দেহ কিছুটা গোষ্ঠিগত মনোভাব ট্যানি এবং অন্যান্য বিচারপতিদের প্রভাবিত করলে। সুপ্রীম কোর্ট রায় দিলেন যে, ইউনাইটেড স্টেটসের আদালতে মামলা আনবার অধিকার কোন নিগ্রো দাসের নেই; এবং যদি কোন ব্যক্তি তাঁর দাসকে স্বাধীন রাষ্ট্র থেকে দাস-প্রথা প্রচলিত রাষ্ট্রে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান, তবে কংগ্রেস কিম্বা কোন স্থানীয় আইনসভা তাঁকে বাধা দিতে পারেন না।

এই রায় কেন এত উত্তেজনা সৃষ্টি করলে তা বুঝতে হলে মনে রাখতে হবে যে ড্রেড স্কট, নিঃসঙ্গ হলেও, সে যে লক্ষ লক্ষ ক্রীতদাসের প্রতিনিধি এই বোধ সে সময়ে কত ব্যাপক হয়েছিল। একথাও স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, দেশের শ্রেষ্ঠতম বিচারপতিরা যদি দাসপ্রথাকে রক্ষা করেন তাহলে এই নূতন পার্টির কর্মসূচী সংবিধান বহির্ভূত বলে বিবেচিত হবে। উত্তরাঞ্চল বিক্ষুব্ধ হ'ল, জয়োল্লসিত হ'ল দক্ষিণাঞ্চল, এবং জানিয়ে দিলে যে উত্তরের লোকেরা যদি সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত না স্বীকার করে, তবে তারা ইউনিয়ন পরিত্যাগ করতে দৃঢ়সঙ্কল্প।

কানসাসের নূতন শাসনতন্ত্র অনুমোদনের জন্য ওয়াশিংটনে কংগ্রেসে পেশ হওয়ায় হট্টগোল আবার সুরু হোল। এই লিকম্পটন শাসনতন্ত্র রচনা

করেছিলেন দাসপ্রথার সমর্থকেরা। কারণ, যে সমস্ত রাষ্ট্রে দাসরা মুক্ত হয়েছে সেখানকার লোকেরা এই শাসনতন্ত্র বিষয়ক সম্মেলনের জন্য প্রতিনিধি-নির্বাচন বর্জন করেছিলেন। কংগ্রেসে বহু সপ্তাহ ধরে শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক চলল। এই শাসনতন্ত্রের একটি বিশিষ্ট অংশ নিয়ে প্রেসিডেণ্ট বুকাননের সঙ্গে ডগলাসের বিরোধ বাধল। অবশেষে সেনেট এবং কংগ্রেসের মধ্যে বহুদিন অচল অবস্থার পর একটি আপোষমূলক বিল দুটি সভাতেই গৃহীত হ'ল। এই বিলে সম্পূর্ণ শাসনতন্ত্রটি সম্বন্ধে কানসাসে গনভোট গ্রহণের ব্যবস্থা হ'ল, অবশ্য এই প্রত্যাশায় যে, তাঁরা সে খসড়া শাসনতন্ত্র নাকচ করবেন।

দুটি আকস্মিক ঘটনায় পরিস্থিতি পরিষ্কাররূপে প্রতিভাত হ'ল। সব নেতারা বুঝলেন তাঁদের অবস্থা কি। বুঝলেন না শুধু ডগলাস। তাঁর অবস্থা অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠেছে। রাজ্যের সার্বভৌমত্বের তিনি ছিলেন প্রধান সমর্থক। সেই সমর্থনের সঙ্গে ড্রেড স্কট সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের তিনি সামঞ্জস্য বিধান করবেন কেমন করে? কানসাসের উপর জবরদস্তিরই বা কি করবেন? উত্তরাঞ্চলের ভোটদাতাদের পোষকতা এ সময়ে তাঁর পক্ষে প্রয়োজনীয় এই বিবেচনায় ডগলাস কানসাসে দাসপ্রথা বিরোধী শাসনতন্ত্র সমর্থন করলেন। সেনেটের নির্বাচনে পরাজয় ঘটলে তাঁর ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে এই ভেবে তিনি তাড়াতাড়ি ইলিনয়ে চলে এলেন।

ঠিক এই সময়ে তাঁর কাছে একটি অপ্রত্যাশিত প্রস্তাব এল; সে প্রস্তাবে রাজী হতে হ'লে এখন ডগলাসের অধিকতর কর্মক্ষমতা প্রয়োজন, এবং পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী নির্ভীক হতে হবে। কানসাসের ব্যাপারে তিনি যে নীতি অবলম্বন করেছেন তার ফলে ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য হয়ে থাকবে; রিপাব্লিকানরা ভাবলেন এই সুযোগে অসাধারণ ধী ও যশশালী এই মানুষটিকে নিজেদের গোষ্ঠীতে আকর্ষণ করবেন। হোরেস গ্রীলি (নিউইয়র্ক ট্রিবিউনের সম্পাদক ও উত্তরাঞ্চলের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী সাংবাদিক), সিউয়ার্ড এবং নিউ ইংল্যাণ্ডের আরও কয়েকজন নেতা, যতগুলি সম্ভব দলকে

একত্র করে ডগলাসের নেতৃত্বে জয়ের আশা পোষণ করছিলেন। ডগলাস নেতৃত্বপদে থাকলে, তাঁদের পক্ষে দক্ষিণের সঙ্গে সংস্রব বজায় রাখা, ব্যবসায়ের ব্যাপারে দুই অংশের সুবিধাজনক ব্যবস্থা করা, শান্তি এবং সর্বোপরি ইউনিয়নের অস্তিত্ব রক্ষা করা সহজতর হবে। রিপাব্লিকানরা যে ধারায় চলেছেন, গ্রীলির ধারণায় তা অনাবশ্যকরূপে ভাবপ্রবণ। তাঁর মতে যেটি বাস্তবপন্থী নীতি তার অনুসরণই তাঁর অভিমত; সে কারণে ইলিনয়ে তাঁর পাঠকদের তিনি ডগলাসকে ভোট দেবার পরামর্শ দিলেন। এইভাবে ডগলাসকে রিপাব্লিকান দলে টানতে পারবেন, এই তাঁর আশা।

লিঙ্কন এই ব্যাপারে এই প্রথম দৃঢ় নীতি অবলম্বন করলেন। ইলিনয়ের রিপাব্লিকান দলের বামপন্থীদের নেতা হিসাবে দৃঢ়কণ্ঠে বল্লেন যে এ ধরণের কৌশল নবগঠিত পার্টির সংহতির বিঘ্নস্বরূপ।

"গ্রীলি আমার উপর অবিচার করেছেন। আমি মনে প্রাণে রিপাব্লিকান, এবং সর্বদা সংগ্রামের পুরোভাগে রয়েছি। এখন তিনি যোগাযোগ করছেন ডগলাসের সঙ্গে, যে মানুষ সর্বদাই আপোষের পক্ষপাতী; একদিন দক্ষিণের হয়ে কথা বলেছেন, আজ দক্ষিণের বিরোধী। এহেন মানুষকে গ্রীলি আমাদের সামনের সারিতে দাঁড় করাতে চেষ্টা করেছেন......তাঁর মনে হচ্ছে যে ডগলাসের সুউচ্চ পদমর্যাদা, খ্যাতি, অভিজ্ঞতা, সামর্থ্য (তাও যদি হিসেবে ধর) তাঁর খাটি রিপাব্লিকানসুলভ মনোভাবের অভাব পূরণ করবে, এবং সেই হেতু আমাদের মধ্যে যোগ্যতর অথচ অখ্যাত মনে প্রাণে রিপাব্লিকানের নির্বাচনের তুলনায় দলের মতবাদ রূপায়ণে তাঁর পুনর্নির্বাচন আরো বেশী কার্য্যকরী হবে। অনবরত ডগলাসের প্রসংশা করে, তাকে সমাদর করে এবং লোকচক্ষে তাকে বড়ো করে দেখিয়ে নিউইয়র্ক ট্রিবিয়ুন কি বলতে চাইছেন? এর ভিতর দিয়ে কি এই সংবাদপত্র ওয়াশিংটনের রিপাব্লিকান গোষ্ঠীর মনোভাব প্রকাশ করছেন? তাঁরা কি স্থির করেছেন যে, এইভাবে ইলিনয়ে আমাদের অবহেলা করে রিপাব্লিকান পার্টির উদ্দেশ্য সাধিত হবে?

যদি তাই হয়, তবে সে কথা আমরা অবিলম্বে জানতে চাই; এখনই নিজেদের বিসর্জন দিলে আমাদের বহু পরিশ্রম বেঁচে যাবে। এ পর্য্যন্ত এখানকার কোন রিপাব্লিকান ডগলাসের পক্ষে যাবেন বলে আমি শুনি নি, কিন্তু যদি ট্রিবিয়ুন ইলিনয়ে তার পাঁচ বা দশ হাজার রিপাব্লিকান পাঠকদের কানে তার প্রশংসা বাজিয়ে যেতে থাকে, তাহলে সকলেই সমান অটল থাকবে এতটা আশা করা চলে না। আমি অভিযোগ করছি না—আমি চাইছি যে একটা স্পষ্ট বোঝা-পড়া হয়ে যাক।"

লিঙ্কনের এটি নবরূপ—এ তাঁর যোদ্ধবেশ। তিনি অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হয়েছেন; তিনি মনে করেছেন যে এক ধূর্ত্ত শত্রুকে দলে আনবার জন্য অন্যায় ভাবে তাঁকে অবহেলা করা হচ্ছে। এসব চিঠি অবশ্য ওয়াশিংটনের বন্ধুমহলে ঘুরবে, এবং স্প্রীংফিল্ডের এই ঢ্যাঙা উকিলের ডগলাসের সঙ্গে দ্বন্দ্বে নামবার মতো সাহসের কথা জেনে তাঁরা বিস্মিত হয়ে যাবেন।

"আত্মকলহে সংসার টেঁকে না!"

স্প্রীংফিল্ডের জনাকীর্ণ সভাগৃহে লিঙ্কন বাইবেলের এই প্রবাদ বচন বজ্র-নিনাদে উচ্চারণ করলেন, মনে হ'ল যুদ্ধে আহ্বান করে রণভেরী বেজে উঠল। এ কথাটি ছিল তাঁর এক বক্তৃতায়। তাঁর প্রচলিত রীতি লঙ্ঘন করে পূর্ব্বেই তিনি এটি রচনা করেছিলেন এবং এ সম্বন্ধে কোন কোন বন্ধুর সঙ্গে আলোচনাও হয়েছে। যুক্তিযুক্ত নয় এই ধারণায় তাঁরা এই বাক্যটায় আপত্তি করেছেন। "দাসপ্রথা যারা উচ্ছেদ করতে চান আপনারা কি তাঁদের দলে ন'ন?" এই হ'ল লিঙ্কনের প্রশ্ন। ডগলাস এখন ইলিনয়ে এসেছেন এবং তাঁর দু'রকম কথাবার্ত্তা লিঙ্কনকে রাগিয়ে তুলেছে। যা তিনি বলতে চান তাই তিনি বলেন আর শ্রোতারা বিমূঢ় হয়ে যায়। "ঘরটা ভেঙ্গে যাক্ তা আমি চাই না; আমার অভিপ্রায়, কলহ যেন আর না চলে।" লিঙ্কন বলে চলেছেন, "হয় এ রকম হোক, না হয় অন্য রকম হোক,........অর্দ্ধেক রাজ্যে দাসপ্রথা, অপর অর্দ্ধেক

মুক্তভূমি, এ ব্যবস্থা সরকার চিরকাল ধ'রে সহ্য করতে পারবে না।" এবার তিনি অনুপস্থিত ডগলাসকে উদ্দেশ করে জানতে চাইলেন যে কানসাস ও ড্রেড স্কট সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাঁর স্পষ্ট এবং অকপট মন্তব্য কি, এবং ডগলাসকে সোজাসুজি বলতে হবে তিনি দাসপ্রথা নিয়ন্ত্রণ অথবা প্রসার করতে চান কিনা। তা সত্ত্বেও, যে সকল দাসপ্রথা-বিরোধী ব্যক্তিরা পলাতক দাসদের ধরে আনবার চেষ্টায় জোর করে বাধা দেবার কথা বল্লেন, লিঙ্কন তাঁদের মতের প্রতিবাদ করলেন। তিনি জোরের সঙ্গে বলেন যে, ড্রেড স্কট সম্পর্কিত রায় নীতির দিক থেকে সমর্থনযোগ্য না হলেও আইনানুমোদিত, এবং এর বিরোধিতা বিধিসঙ্গত ভাবেই করা উচিত।

"বিভক্ত সংসার" সম্বন্ধে লিঙ্কনের এই বক্তৃতা তাঁর শ্রোতাদের উদ্দীপিত করলো এবং দাবাগ্নির মতো সারা দেশে এ কথা ছড়িয়ে গেল। এই উক্তির গুরুত্ব লিঙ্কন বুঝেছিলেন। নিতান্ত করুণ স্বরে তিনি বলেছিলেন, "যদি আমার কর্মের সমস্ত বিবরণী আমাকে কলম দিয়ে কেটে দিতে হ'ত, আমার সমস্ত জীবন মুছে ফেলতে হ'ত, এবং এই ধ্বংসের মধ্যে থেকে কেবল একটিমাত্র দান বা সুযোগ নেবার উপায় থাকতো, তাহ'লে আমি এক বক্তৃতাটাই বেছে নিতাম এবং অস্পৃষ্ট অবস্থায় সমস্ত পৃথিবীর জন্য রেখে দিতাম।" তাঁর মনে ভবিষ্যৎ ঘটনার ছাপ পড়তে আরম্ভ করেছে, এবং ধীরে ধীরে ঐতিহাসিক ব্যক্তিরূপে তাঁর ভবিষ্যৎ মর্য্যাদা সম্বন্ধে তিনি অবহিত হচ্ছেন।

এই ভাষণের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ডগলাসও বুঝেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন সঙ্কট আসন্ন, কিন্তু তাঁর স্বভাবসিদ্ধভাবে প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্ব এড়াতে পারলে তিনি খুশী হতেন। "আপনাকে বলছি, এ বিতর্কে প্রবৃত্ত হবার আমার অভিলাষ নেই। সমগ্র দেশ আমাকে চেনে, আমার পরিচয় জানে। আমার তুলনায় লিঙ্কন অখ্যাত, এবং এই বিতর্কে তিনি যদি জিতে যান—অবশ্য একথাও বলতে চাই যে রিপাব্লিকানদের মধ্যে তিনিই যোগ্যতম—তবে আমি সর্বস্ব হারাবো, এবং লিঙ্কন সর্বতোভাবে লাভবান হবেন। যদি আমি জিতি তবে লাভ

আমার অল্পই হবে। লিঙ্কনের সঙ্গে কোন বাকযুদ্ধে যাবার আমার ইচ্ছা নেই।"

প্রকাশ্যে অবশ্য, ডগলাসের সুর অন্য রকম। সেখানে তিনি বল্লেন যে, দাস-প্রথা উচ্ছেদকামীদের মধ্যে লিঙ্কন সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট ব্যক্তি। লিঙ্কনের "বিভক্ত সংসার" বক্তৃতা স্পষ্টতঃই বিবাদ এবং বিচ্ছেদ সৃষ্টি, এবং সেই ঘরে যারা বাস করে তাদের ইচ্ছা অবজ্ঞা করবার জন্যই রচিত। এর উত্তরে লিঙ্কন বল্লেন যে, ডগলাস তাঁর উক্তিগুলিকে মুচড়ে তাদের কদর্থ করছেন। আমেরিকার ইতিহাসে ইতিপূর্বে যা হয়নি এমন একটি কাজ করবার জন্য তিনি দৃঢ়সংকল্প। লিঙ্কন তাঁর শত্রু ডগলাসকে এবার সামনাসামনি বাকযুদ্ধে আহ্বান জানালেন: "বর্তমান ভোটাভিযানে সময় ভাগ করে একই শোতৃমণ্ডলীতে আপনার ও আমার ভাষণ দেবার ব্যবস্থা করায় আপনার কি কোন অসুবিধা আছে? মিষ্টার জুড, যিনি এই লিখন আপনার কাছে নিয়ে যাচ্ছেন, তিনি আপনার জবাবও নিয়ে আসতে পারবেন। যদি এ প্রস্তাবে আপনার সম্মতি থাকে তবে তিনি আপনার সঙ্গে ব্যবস্থা ও সর্ত স্থির করবারও ক্ষমতাপ্রাপ্ত।" এ ব্যবস্থা লিঙ্কনের সাহস ও বিচক্ষণতার নিদর্শন। কারণ তিনি ডগলাসের সমর্থকদেরও নিজের কথা শোনাবার সুযোগ পাবেন।

সেনেটে একটি আসনের জন্য প্রকাশ্য বক্তৃতামঞ্চে তাঁদের প্রথম দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ হ'ল ওটাওয়ায়। ডগলাস এক ঘণ্টা, লিঙ্কন দেড় ঘণ্টা, পরে ডগলাস আরো আধ ঘণ্টা বক্তৃতা দিলেন। এই দুইজন নায়কের কথা শুনবার জন্য বিপুল জনতার সমাবেশ হ'ল; এই দ্বন্দ্বের কথা ইনিনয়ে সকলের মুখে, সংবাদপত্রে টেলিগ্রাফে অবিরত খবর চলল, এবং তৃতীয় বিতর্কের পর সারা দেশ এর খবর পেয়ে গেল।

এঁরা দুজন মঞ্চে উঠলেন। এখন তাঁরা কি বলেন শোনা যাক! ডগলাস, লোকেরা যাঁর নাম দিয়েছে 'ছোট দৈত্য', এবারে প্রথম উঠলেন; শ্রোতারা পুনঃ পুনঃ উচ্চ হর্ষধ্বনি করে' তাঁকে অভ্যর্থনা জানালে, এবং সস্মিত দৃষ্টির কেন্দ্ররূপে দাঁড়িয়ে তিনি অনুমোদনের ভঙ্গীতে সে সম্বর্দ্ধনা স্বীকার করলেন।

কণ্ঠ তাঁর সতেজ হলেও কোমল গম্ভীর, উচ্চারণ পরিষ্কার, কথা ও অঙ্গভঙ্গীতে মিল আছে এবং তাঁর বক্তব্য যেন অবলীলায় জিহ্বাগ্রে চলে আসে।

এমন মনোমুগ্ধকর বক্তৃতার পরে লিঙ্কন প্রথমেই শ্রোতাদের উপর প্রভাব বিস্তারে অসমর্থ হলেন। লিঙ্কন মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন—আকৃতিতে অসুন্দর, আর মনে হয় তাঁর সব কিছুই যেন আলগাভাবে ঝুলে পড়ছে—পোশাক, হাত, মাথা। যাই হোক অচিরেই তিনি বক্তব্যে মেতে গেলেন, স্বরে তাঁর যথেষ্ট আত্মপ্রত্যয়। আত্মভোলা হ'য়ে তিনি বলতে লাগলেন, বাঁ হাতটা পিছন দিকে দোলাচ্ছেন, ডান হাত কোমরে রাখলেন, হাতের চেয়ে মাথা চেলে নানা ভঙ্গী করছেন, এবং মাঝে মাঝে তাঁর বক্তব্যে জোর দেবার জন্য মন্তব্য করার সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতাদের মাথার দিকে লম্বা অস্থিবহুল তর্জনীটা নির্দেশ করছেন।

বক্তৃতার প্রথমে লিঙ্কন তাঁর বিপক্ষীয়দের বক্তব্যের অনেকখানি মেনে নিয়ে আরম্ভ করেন। আদালতেও যেমন বক্তৃতামঞ্চেও তেমন, তাঁর ন্যায়বোধ ও অখণ্ডনীয় যুক্তি বিরুদ্ধ পক্ষের অনুকূল অংশগুলিকে আবিষ্কার করে এবং ভদ্র-জনোচিতভাবে তিনি অতি যত্নে সেগুলির ব্যাখ্যা করেন। তাঁর এই অকপটতা লোকের বিশ্বাস উৎপাদন করল। ক্রমে তিনি যত অগ্রসর হন তত বিপক্ষের যুক্তি ও তথ্যের ফাঁকিগুলোকে ধরে' দেন, এবং শবব্যবচ্ছেদাগারে ডাক্তারের মত এই ভুল যুক্তিগুলোকে কাটতে থাকেন, নির্দয়ভাবে তাদের দুর্বল অংশগুলোকে স্পষ্ট করে' দেন। তারপর, সহজ ও সরল ভাষায় তিনি প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করতে থাকেন। তাঁর শ্রোতাদের অধিকাংশই চাষী এবং এদেরই মধ্যে তিনি মানুষ হয়েছেন—তাই এদের জীবনের ঘটনা থেকে নানা উদাহরণ দিয়ে পরিষ্কার এবং সরল ভাষাভঙ্গীতে এক সিদ্ধান্ত থেকে আর এক সিদ্ধান্তে এগিয়ে চলেন। এখন, এবং সব সময়েই, তাঁর লক্ষ্য আন্তরিক, নৈতিক, কিন্তু পথ তাঁর যুক্তিসমন্বিত।

তর্ককালে লিঙ্কন যেন বদলে যান। লিঙ্কনের বক্তৃতা শেষ হ'লে, চতুর যোদ্ধা ডগলাস মঞ্চে দাঁড়িয়ে লিঙ্কনের যুক্তি খণ্ডনে প্রবৃত্ত হ'ন, কিন্তু সেগুলিকে

মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারেন না। তাঁর বন্ধুদের হর্ষধ্বনিতে উৎসাহিত হ ডগলাস ব্যক্তিগত আক্রমণে নেমে আসেন, এবং যেহেতু লিঙ্কন ডগলাসকে নি মিষ্ট পরিহাস করেছেন ডগলাস তার পরিবর্তে লিঙ্কনকে লোকচক্ষে হাস্যক করে তোলবার চেষ্টা করেন। খাটো মানুষটি জনতাকে প্রভাবিত করেন, লম্ব লোকটির প্রভাব জাগে কয়েকজনের মনে। প্রথমজনের প্রভাব জোরালো, কিন্তু অস্থায়ী; দ্বিতীয়ের ধীরগতি, কিন্তু দীর্ঘকাল স্থায়ী।

এখন ডগলাস জয়ী, কিন্তু মাত্র কিছুকালের জন্য; পরে এবং শেষ অবধি বিজয় লিঙ্কনের।

ডগলাস প্রথম রাউণ্ডে জিতে গেলেন। লিঙ্কনকে বিশেষভাবে পরাজিত করে' তিনি সিনেটের সদস্য নির্বাচিত হয়ে রাজধানীতে ফিরে গেলেন। তবু লক্ষ্য করবার মতো একটা ব্যাপার ঘটে গেল। সমগ্র আমেরিকা এব্রাহাম লিঙ্কনের নাম জানতে পারলে।

অপরিচিত এক ব্যক্তি তাঁকে লিখলেন, "আপনি বায়রণের মতো—যিনি একদিন সকালে ঘুম ভেঙ্গে উঠে জানলেন যে তিনি দেশবিখ্যাত। লোকেরা আপনার কথা জানতে চায়। চমৎকার মানুষ এবং ইলিনয়ের একজন প্রবীণ উকিল এই পরিচয় থেকে আপনি একেবারে সর্বজনখ্যাত হয়েছেন।" এই সবের ফল এই হ'ল যে, তাঁর ইলিনয়ের সমর্থকরা উপলব্ধি করলে যে, তিনি যে কেবল পার্টির পক্ষেই অপরিহার্য, নন, তিনি প্রকৃতই একটি মহান মানব।

লিঙ্কনের নিজের ধারণা কি?

পূর্বকথিত বিতর্ককালে গ্রীষ্মের এক সন্ধ্যায় হেনরী ভিলার্ডের সঙ্গে লিঙ্কন একটা রেলওয়ে ষ্টেশনে অপেক্ষা করছিলেন। প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি সুরু হ'তে দুজনে পালিয়ে একটা মালগাড়ীর ভিতর আশ্রয় নিলেন এবং অন্ধকারে মেঝেতে বসে রইলেন। আলো ও চেয়ার বিহীন এই আদিম পরিবেশে লিঙ্কনের মন কুড়ি বা তারো চেয়ে বেশী বৎসর আগেকার দিনে ফিরে গেল এবং সেদিনের

সঙ্গে আজকার জীবনের তুলনায় রত হলেন। স্বগত উক্তিতে তিনি বল্লেন যে, নিউ স্যালেমে তিনি যখন দোকানের কেরানী তখন রাজ্যের আইনসভার সদস্য পদপ্রাপ্তিই ছিল তাঁর সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা। "সেই সময় থেকে," হেসে তিনি বল্লেন, "অবশ্য, আমার কিছু উন্নতি হয়েছে। কিন্তু সেনেটার হবার চেষ্টার মূলে আছে আমার বন্ধুদের প্ররোচনা······এটা ঠিক যে, এখন আমারও বিশ্বাস হয়েছে যে আমি ঐ পদের যথেষ্ট উপযুক্ত, তবু, এ সত্বেও, নিজেকে আমি প্রত্যহ বলি: 'তোমার পক্ষে ওটা মস্ত বড় জিনিস; কোনদিন তুমি তা পাবেও না।' মেরী তবু জোর করে' বলেন যে আমি সেনেটার হবোই এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টও হবো!" মেঝেয় পা মুড়ে বসে' এবং দুহাতে হাঁটুদুটো জড়িয়ে ধরে' তিনি প্রেসিডেণ্ট হবেন তাঁর স্ত্রীর এই উচ্চাভিলাষের কথা স্মরণ করে লিঙ্কন সরবে হেসে গড়িয়ে গেলেন, বল্লেন, "ভাবো তো, আমার মত একটা অর্বাচীন হবে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট।"

সে বারের শরৎকালে ব্লুমিংটনে এক পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হ'তে তিনি লিঙ্কনকে বল্লেন, "আপনার কথা শুনছি সর্বত্রই। বহুলোক আমায় জিজ্ঞাসা করেছে—'আচ্ছা, এই লিঙ্কন লোকটি কে?' উত্তরে আমি প্রায়ই বলি যে, ইলিনয়ে আমাদের একটি নয়, দুটি দৈত্য আছে। ডগলাস যে ছোট দৈত্য সে কথা সকলেই জানে, কিন্তু আপনি যে বড় জন, অনেকেই তা জানে না······। আমার একটি স্থির ধারণা হয়েছে······রাষ্ট্রপতির আসনের জন্য আপনাকে হয়ত সার্থক না হলেও দুষ্পরাজেয় প্রার্থীরূপে দাঁড় করান যেতে পারে।"

এর উত্তরে লিঙ্কন জানালেন যে, ইলিনয়ের বাইরে লোকে তাঁকে ক্বচিৎ জানে, এবং ঐ আসনের জন্য রিপাব্লিকানরা খুব সম্ভবত সিউয়ার্ড বা চেজকে মনোনীত করবেন।

প্রতিবাদে সেই ভদ্রলোকটি বল্লেন যে, সাধারণভাবে রিপাব্লিকানরা কোন নিউইয়র্কের অধিবাসীকে পছন্দ করে না। লিঙ্কনের জীবনের কিছু বিবরণ

তাঁর দরকার, তাঁকে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীরূপে দাঁড় করাতে হ'লে' তাঁর পরিচয় সাধারণ্যে প্রচার করতে হবে।

লিঙ্কন : "আপনার কথা যে অনেকখানি ঠিক তা আমি মেনে নিচ্ছি, এবং একথাও স্বীকার করছি যে, আমি উচ্চাকাঙ্ক্ষী আর প্রেসিডেণ্ট হবার বাসনাও আমার আছে। আপনি আমার যে প্রশংসা করলেন, এবং এই ব্যাপারে যে আগ্রহ দেখালেন সে সম্বন্ধে আমি অচেতন নই ; কিন্তু ইউনাইটেড ষ্টেটসের প্রেসিডেণ্ট হবার মতো এত সৌভাগ্য আমার হবে না ; তা ছাড়া, আমার প্রথম জীবনের ইতিহাসে এমন কোন ঘটনা নেই যা আপনার বা অপর কোন লোকের মনে লাগবে, এবং জজ ডেভিসের কথায় 'এতে লাভও হবে না'।"

তারপর, নিজের হাড়উঠা কাঁধের চারপাশে ধূসর ও বাদামী রংয়ের একখানা মোটা পশমী শাল জড়িয়ে নিয়ে তাঁকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে লিঙ্কন স্থানত্যাগ করলেন।

এই বিতর্ক অভিযানের ফলে এই হ'ল যে, লিঙ্কনের প্রায় কুড়ি পাউণ্ড ওজন বাড়ল এবং কয়েক হাজার ডলার ক্ষতি হল। হার্ণডন একা তাঁর ওকালতি ব্যবসায় চালাচ্ছিলেন বলে' পসার খুব কমে গেছে। এদিকে খরচ হয়েছে প্রচুর। ভবিষ্যতে ঘাটতি পূরণ করবার আশা থাকলেও, বর্তমানের খরচ চালাবার মতো অর্থেরও তাঁর অনটন।

মেরীর চাহিদাও বিস্তর। তিনি ভাবলেন, নতুন একখানা গাড়ী কেনবার এই উপযুক্ত সময়, এবং লিঙ্কন বিনাবাক্যে সে বিল শোধ করলেন। মেরী জানতেন লিঙ্কনের ক্রমবর্দ্ধমান খ্যাতির সঙ্গে সমতা রেখে কিভাবে জীবনযাত্রা চালাতে হয়, কিভাবে সংসার রাখতে হয়, কখন ঠিক সময়ে হাসা ভাল এবং তৎকালে প্রচলিত ঘেরদার ঘাঘরা কি ধরণে পরে' তাঁর ক্রমশঃ স্থূলদেহ শোভনভাবে ঢাকতে হয় ; কিন্তু এত সত্ত্বেও তিনি অপরের কটু সমালোচনা শোনেন এবং তাঁর উদ্ধত ব্যবহারের জন্য শত্রুও সৃষ্ট হয়। হার্ণডনকে তিনি আদৌ পছন্দ

করতেন না। লিঙ্কনের সঙ্গে তাঁর অংশীদারী বিচ্ছিন্ন হ'লে মেরী খুশীই হতেন। কারণ, তিনি মনে করতেন যে, লিঙ্কন সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বড় মামলাগুলি পরিচালনা করবেন, অথচ জুনিয়ার অংশীদার হয়েও হার্ণডন ব্যবসায়ের অর্দ্ধেক আয়ে ভাগ বসাবেন এটা মোটেই উচিত নয়। হার্ণডন হীনকুল—সবাইয়ে তিনি মানুষ হয়েছেন, রাজনীতিতে তাঁর র‍্যাডিক্যাল মতামত, তাঁর ধর্মবিরোধী মনোভাব এবং মাঝে মাঝে অতিরিক্ত মদ্যপানের জন্য মেরী তাঁকে অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। মেরীর ধারণা যে, দাসপ্রথা উচ্ছেদ সম্বন্ধে হার্ণডনের স্পষ্ট-বাদীতায় তাঁর বড় অংশীদারের পদমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। কেনটাকীর এক ভদ্রলোক মেরীর আত্মীয়, এবং মেরীর ইচ্ছা যে লিঙ্কন তাঁর সঙ্গে অংশীদারীতে আসেন, কিন্তু লিঙ্কন এতে রাজী নন। তিনি অত্যন্ত বন্ধুবৎসল, এবং বিশেষ করে' হার্ণডনের উপর তাঁর অশেষ প্রীতি।

এই কয় বৎসরে জনসাধারণের সঙ্গে সংস্রবের অভিজ্ঞতা, সমগ্র দেশব্যাপী উত্তেজনার ঝঞ্ঝা, এবং একটি বিরাট সঙ্কটের আসন্নতাবোধ লিঙ্কনকে এত গভীরভাবে বিচলিত করেছে যে, প্রাদেশিক ব্যবহারজীবী হিসাবে শান্তভাবে দিন কাটানো তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হল না। পল্লী অঞ্চলে যখন একদিন তাঁকে বক্তৃতা দেবার জন্য ডাকা হ'ল, তিনি কিন্তু সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলেন; লিখে দিলেন: "গরীব হওয়া বড় খারাপ। গত বছরের মত এবছরও যদি নিজের ব্যবসায় অবহেলা করি তবে রুটি-মাংসের জন্য হাত পাত্‌তে হবে।" অথচ, একটি আন্তর প্রেরণা তাঁকে এগিয়ে নিয়ে চলল। সংবাদপত্রে প্রকাশিত ডগলাসের সঙ্গে তাঁর বিতর্কের বিবরণগুলি তিনি যত্ন করে সংগ্রহ করেছিলেন; সেগুলিকে এখন ছাপাবার সঙ্কল্প করলেন। প্রকাশের সমস্ত দায়িত্ব নিতে রাজী কোন প্রকাশক না পেয়ে, তিনি তাঁর প্রথম এবং শেষ বই ছাপাবার জন্য পঞ্চাশ ডলার খরচ করলেন। সমগ্র জাতির সঙ্গে সমভাবেই তিনি উপলব্ধি করছিলেন যে, সংগ্রাম এখনও শেষ হয়নি। এমন কি বক্তৃতা-দ্বন্দ্বেরও অবসান হয়নি। অচিরেই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী আবার পশ্চিমাঞ্চলে

রণক্ষেত্রে নামলেন, এবং প্রত্যেক জায়গায় বাদ্যোদ্যমের সঙ্গে অভিনন্দিত হলেন পূর্বেকার পরাজিত লিঙ্কন।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বৎসর আবার ঘুরে এসেছে, ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস। মনোনয়ন হবে যে মাসে। বহু বৎসর দেশে এমন সর্বজনীন উত্তেজনা দেখা যায় নি, কারণ প্রত্যেকেই বুঝেছিলেন যে এই নির্বাচনের সঙ্গে ইউনিয়নের অখণ্ডতার সমস্যা বিজড়িত। পশ্চিমাঞ্চলবাসী খামখেয়ালী লিঙ্কনকে স্বচক্ষে দেখবার এবং স্বকর্ণে তাঁর কথা শোনবার ইচ্ছা হ'ল পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের। ব্রুকলীন পলিটেক্‌নিক্যাল ইনষ্টিট্যুটে তিনি বক্তৃতা দেবেন জেনে নিউইয়র্কে প্রচণ্ড সাড়া পড়ে গেল। শেষ পর্যন্ত, স্থান সঙ্কুলানের জন্য তাঁকে নিউইয়র্কের বিখ্যাত কুপার ইনষ্টিট্যুটে বক্তৃতা দেবার জন্য অনুরোধ করা হ'ল। প্রথম দিকে এখানকার বিচক্ষণ এবং বড়দরের ব্যক্তিদের সামনে দাঁড়িয়ে লিঙ্কন একটু যেন হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বেশ বুঝেছিলেন, (যাঁদের নীতির আলখাল্লা তূলো দিয়ে ভরা) এই সহানুভূতির অভাব গোড়ায় দুপক্ষেই ছিল। নীচের এই প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে সেটি বেশ স্পষ্ট :

"একটা লম্বা সরু ডাঁটার উপর তাঁর মাথাটি বসান, এবং যতক্ষণ না অঙ্গভঙ্গী করবার জন্য তিনি হাত দুটি বের করলেন ততক্ষণ আমি বুঝতেই পারিনি যে সেগুলি কত প্রকাণ্ড। খোলা জায়গায় বলতে অভ্যস্ত লোকের মত গলায় বেশী জোর না দিয়ে তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বলতে আরম্ভ করলেন—'মিষ্টার চীয়ারম্যান' (চেয়ারম্যান), এবং এই ধরণের অদ্ভুত সব উচ্চারণ—আমি মনে মনে বল্লুম—'ভায়া, তোমাকে দিয়ে হবে না; গেঁয়ো পশ্চিমের পক্ষে তুমি চল, কিন্তু নিউইয়র্কে এ কেউ সইবে না'। যে সব সামান্য সাধারণ লোকদের মধ্যে নিজেকে পরিগণিত করতে তিনি ভালবাসতেন, সর্বতোভাবে তাঁকে দেখে তাদেরই একজন বলে' মনে হয়। মন টানবার মতো কিছু ছিল না তাঁর চেহারায়; তাঁর দীর্ঘাকার কাঠামোয় পোশাকটা আলগাভাবে ঝুলছে, তাঁর

মুখভাব মলিন, ফ্যাকাশে, বিবর্ণ, যেন অসমানভাবে চাঁচা, দারিদ্র্যের চিহ্ন আঁকা, আর কোটরগত দুই চোখ তাঁর উদ্বেগে ভরা······কিন্তু তাঁর বক্তব্যের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অন্তরের আগুনে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে গেল······। কণ্ঠস্বর সতেজ হয়ে উঠল। তাঁর বাচনভঙ্গী সংক্ষিপ্ত এবং জোরালো, এবং বহুলাংশে বাইবেলের ভাষার মত অত্যন্ত সরল······। তাঁর বক্তৃতাকালে এমন গভীর নীরবতা বিরাজ করছিল যে, মাঝে মাঝে যখন তিনি থামছিলেন তখন গ্যাসের আলোর হিস হিস শব্দও শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু বক্তৃতার চরম মুহূর্তগুলিতে হর্ষধ্বনি জাগছিল বজ্রনিনাদের মতো। তিনি যখন শেষ করলেন, আমি লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উন্মত্ত রেড ইণ্ডিয়ানের মতো সুতীব্র চীৎকার করে' উঠলুম। অন্য সকলেই ঠিক এমনি করলে। অদ্ভুত মানুষ!"

গীর্জায় ধর্ম-বক্তৃতার মত অতি যত্নে এই বক্তৃতাটি প্রস্তুত করা হয়েছিল, এবং ধর্মবক্তৃতা যেমন বাইবেলের একটি বচন নিয়ে গঠিত হয়, এটিও তদ্রূপ ডগলাসের এই বচনের উপর রচিত হয়েছিল: "যে শাসনব্যবস্থায় আমরা বাস করি সেইটি গঠন করবার সময় আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই সমস্যা আজ আমরা যেমন বুঝতে পারছি, তেমন—বরং তার চেয়ে আরো ভাল ভাবে বুঝতে পেরেছিলেন।" প্রত্যেক শিশুও যা জানে এমন সাধারণ শাসনতান্ত্রিক ও ঐতিহাসিক কথা থেকে আরম্ভ করে' তা থেকে উদ্ভূত সিদ্ধান্তগুলির নিয়মানুগ ও যুক্তিসঙ্গত বিচার করলেন। পরে বক্তৃতার মধ্যে লিঙ্কন এমনভাবে দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসীদের উদ্দেশ করে বললেন যেন তারা সেই সভাগৃহে বসে আছে।

"রিপাব্লিক্যান প্রেসিডেন্টকে আপনারা স্বীকার করে নেবেন না! নির্বাচনের ফল যদি তাই ঘটে, আপনারা বলছেন, তা হ'লে আপনারা ইউনিয়ন ধ্বংস করবেন; এবং তারপর আপনারা একথাও বলছেন যে, ইউনিয়ন ধ্বংস করবার বিষম পাপ আমাদের উপরই বর্তাবে! বড় চমৎকার! পথে একটা দস্যু আমার কানের কাছে পিস্তল ধরে' দাঁতে দাঁত চেপে বলছে, 'থামো,

যা আছে দিয়ে দাও, না দিলে তোমায় মেরে ফেলব, আর খুনের জন্য তুমিই দায়ী হবে।"

পূর্বাঞ্চলে লিঙ্কনের বিরাট বাগ্মী বলে' খ্যাতি রটবার পক্ষে এই এক সন্ধ্যার বক্তৃতাই যথেষ্ট হ'ল। অন্যান্য রাষ্ট্র থেকে বক্তৃতা দেবার জন্য নিমন্ত্রণ এল। কুপার ইনষ্টিট্যুটে তাঁর বক্তৃতা সম্বন্ধে একজন অধ্যাপক এক বক্তৃতা দিলেন। তাঁর যশের বিস্তার কেবল ইলিনয়ে নয়, তাঁর নিজের উপর প্রতিক্রিয়া জাগালো। যাকে 'বিরাট জগৎ' বলা হয়, জীবনে এই প্রথম তার সঙ্গে লিঙ্কনের প্রত্যক্ষ সংস্রব ঘটল, এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে নিজেকে বিচার করবার সুযোগ হ'ল। তিনি এই জগতের বাহ্যিক শক্তি ও ভিতরের দুর্বলতা বুঝতে পারলেন, এবং ক্রমে উপলব্ধি করলেন ব্যবসা-বাণিজ্যের এই কোলাহলময় জগতের গভীরতর প্রকৃতির প্রবল শক্তির স্বরূপটি। ঘরে ফেরবার পথে তিনি দেখলেন রাষ্ট্রপতির পদের জন্য সম্ভাব্য রিপাব্লিক্যান প্রার্থীদের মধ্যে তাঁর নামও সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হয়েছে। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে, চৌত্রিশজন বিখ্যাত রাজনীতিকদের তালিকায় এব্রাহাম লিঙ্কনের কোন উল্লেখ ছিল না।

রিপাব্লিক্যানদের শক্তি এত দ্রুত বাড়ছিল, জনচিত্তাকর্ষী এমন সুচারু কর্মসূচী তাঁরা রচনা করেছিলেন যে তাঁদের মনোনয়ন যিনি লাভ করবেন প্রেসিডেণ্ট হবার সম্ভাবনা তাঁরই সব চেয়ে বেশী, এবং ঠিক এই কারণেই এ প্রত্যাশা স্বাভাবিক যে, এব্রাহাম লিঙ্কনের তুলনায় ওহায়োর গভর্ণর চেজ অথবা নিউইয়র্কের প্রাক্তন গভর্ণর সিউয়ার্ড তাঁদের মনোমত হবেন।

দাসপ্রথা বিরোধী আন্দোলনে তাঁদের কর্মতালিকা লিঙ্কনের কাজের চেয়ে দীর্ঘতর এবং সমান সম্মানজনক, এবং চেজ তাঁর চেয়েও উদারপন্থী। চেজ এবং সিউয়ার্ড উভয়েই সেনেটের সদস্য, বিখ্যাত ব্যবহারজীবী, এবং ওয়াশিংটনে ও অন্যত্র প্রচুর রাজনীতিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। বিশেষতঃ, অতীতের জনসেবা ও বিশিষ্ট সংস্কৃতির জন্য দূর প্রদেশের দরিদ্র লিঙ্কনের তুলনায় সিউয়ার্ডের অনেক সুবিধা ছিল; জীবনে মাত্র একবার এবং সেও বারো বৎসর

পূর্বে লিঙ্কন কংগ্রেসে স্থান পেয়েছিলেন, কিন্তু কারো মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেন নি। পূর্বাঞ্চলের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী সাংবাদিক হোরেস গ্রীলির কুদৃষ্টিতে যদি না পড়তেন, তবে সিউয়ার্ডের নির্বাচিত হবার সম্ভাবনাই বেশী ছিল।

নতুন তৈরী কাঠের এক প্রকাণ্ড চালায়, যার নাম দেওয়া হ'ল উইগোয়াম (রেড ইণ্ডিয়ানদের চামড়া বা মাদুর দিয়ে তৈরী তাঁবু), যে মাসে যখন ন্যাশন্যাল রিপাব্লিক্যান কনভেনশন বসল, এ বিরাট উপলক্ষ্যে উঠতি শহর শিকাগোতে চল্লিশ হাজার আগন্তুকের ভিড় জমল। ব্যাণ্ডবাদকের দল এবং সমর্থকেরা ভয়ানক হৈ চৈ করে চারদিকে ঘুরতে লাগল। সাধারণের বিশ্বাস ছিল যে বিপুল আড়ম্বরে অনুষ্ঠিত এই প্রথম রিপাব্লিক্যান সম্মেলনে সিউয়ার্ডই মনোনীত হবেন। তাঁর সমর্থকদের দু'হাজার জন এসেছে নিউইয়র্ক থেকে, তাদের ভিতর কতকগুলি আবার সুবিধার লোক নয়। অবশ্য, লিঙ্কনের বন্ধুরাও ব্যস্ত আছেন: হার্ণডন এবং লোগ্যান; ডেভিস এবং সোয়েট, এবং অন্যান্য জজ এবং উকিলরা, যাঁরা লিঙ্কনের সঙ্গে এককালে একত্রে সারকিট প্রসঙ্গে ঘুরতেন; "শিকাগো ট্রিবিয়ুন" লিঙ্কনকে সমর্থন করেছে। আর একটি ব্যাপার অনুকূল ছিল যে, অন্যান্য মনোনয়ন প্রার্থীদের সহায়করা সিউয়ার্ডের চেয়ে নতুন লোক লিঙ্কনকে সমর্থনে প্রস্তুত ছিলেন। লিঙ্কন যাতে উপরাষ্ট্রপতি পদের জন্য মনোনীত না হ'ন, চেষ্টা করে তাঁরা তার ব্যবস্থা করলেন। লিঙ্কন অবশ্য প্রস্তাব উত্থাপন মাত্রই প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। প্রায় শেষ মুহূর্তে নিজের সততার জন্য লিঙ্কন তাঁর মনোনয়ন সম্ভাবনা একরূপ নষ্ট করলেন—তিনি টেলিগ্রাম করলেন যেন তাঁর হয়ে কাউকে কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া না হয়; সুতরাং লিঙ্কনের অন্তরঙ্গ বন্ধুরা প্রচলিত প্রথায় পদ-অর্পণের প্রতিজ্ঞা করে' ভোট কিনতে পারলেন না।

শিকাগোতে এই সব ব্যাপার যখন ঘটছিল, লিঙ্কন ছিলেন স্প্রীংফিল্ডে নিজের বাড়ীতে, ঔপন্যাসিক চরিত্র কারমেনের মতো যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে

অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায়। বন্ধুদের কাছ থেকে তারে তিনি ঘটনাপরম্পরার সংবাদ পেতেন এবং টেলিগ্রাম আনবার জন্য নিজে টেলিগ্রাফ অফিসে যেতেন। মনস্থির করবার জন্য তিনি বার্ণসের কাব্য পড়লেন, পুরানো ঘোড়ার ক্ষুর সংগ্রহ করে' যতদূরে পারেন ছুঁড়তে লাগলেন, আশা ও সংশয়ের দ্বন্দ্ব ভোগ করলেন, এবং পরে এক বন্ধুর অফিসঘরের সোফায় ধপাস করে বসে পড়ে' তিনি বল্লেন, "দেখ, কঙ্কলিন, মনে হচ্ছে অফিসে ফিরে গিয়ে আইনের ব্যবসা করাই আমার পক্ষে ভালো।" অবশেষে, হঠাৎ এক পিয়ন তাঁর হাতে একখানি টেলিগ্রাম দিয়ে তাঁর চমক জাগিয়ে চেঁচিয়ে বল্লে, "মিষ্টার লিঙ্কন, আপনি মনোনীত হয়েছেন!" পথচলতি লোকেরাও সে কথা শুনে হর্ষধ্বনি করে উঠল! কয়েক মিনিট লিঙ্কন নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে বল্লেন, "মনে হচ্ছে, আমাদের বাড়ীতে যে বেঁটে খাটো স্ত্রীলোকটি আছেন, তিনি নিশ্চয়ই এ খবরটা শুনতে চাইবেন।"

সম্ভবতঃ লিঙ্কনের এই বাড়ীতে ফেরবার মুহূর্তটি তাঁদের সমগ্র বিবাহিত জীবনে সর্বাপেক্ষা সুখের ক্ষণ।

ঘটনার গতি একজন কবির কাছেই সর্বপ্রথম প্রতিভাত হ'ল। ব্রায়াণ্ট লিখলেন, "দরিদ্র এক ফ্ল্যাট্‌বোটের মাঝি—এঁরাই জাতির প্রকৃত নেতা।" এ ধারণা মাত্র তাঁর একার, কারণ, সাধারণভাবে, রিপাব্লিক্যান নেতৃবৃন্দ এ ব্যাপারে আদৌ খুশী হননি। তাঁদের মধ্যে একজন লিখেছেন:

"ফিলাডেলফিয়ায় পথ চলতে চলতে যখন আমি খবরটা একটা বুলেটিন বোর্ডে পড়লুম, আমার মনে আছে, এক মুহূর্ত আমি তীব্র শারীরিক বেদনা বোধ করলুম, ঠিক যেন মাথায় কে ভয়ানক জোরে আঘাত করেছে; পরমুহূর্তেই অবশ হয়ে গেলুম। মনে হ'ল যে আমাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হ'ল।"

পূর্বাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলিতে বলাবলি হ'তে লাগল যে, সিউয়ার্ডকে বলি দেওয়া হয়েছে; নূতন দলের তিনিই প্রকৃত নেতা। তাঁকে এ পরামর্শও দেওয়া হ'ল যেন তিনি শিকাগো-সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করেন, নিজের মনোনয়নের

ব্যবস্থা করেন। কিন্তু মার্জিত-রুচি সিউয়ার্ড সংবাদ পাওয়া মাত্র তাঁর প্রতিযোগীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন, এবং "নিউ ইয়র্কার" সংবাদপত্র লিঙ্কন সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখবার উপযুক্ত লোক পেল না, তখন তিনিই প্রথম, যদিও কিছু উৎসাহশূন্য, পরিচয়-প্রবন্ধ রচনা করে দিলেন।

লিঙ্কন সম্বন্ধে ডেমোক্র্যাটিক দলের সংবাদপত্রগুলির সুর ভয়ানক বিদ্রূপাত্মক। লিঙ্কন তাঁদের কাছে "তৃতীয় শ্রেণীর এক গেঁয়ো উকিল"। লোকটা "কিছু না"। তাঁর "বাজে এবং বিশ্রী ঠাট্টা করা স্বভাব"; "ব্যাকরণ-শুদ্ধ ভাষা জানে না"। ভদ্রলোকই নয়: কোট না পরে' কামিজ গায়ে বসে' থাকা তার অভ্যাস; বসে' বসে' চেয়ারটাকে সামনের দিকে উঁচু করে। সে বেড়া বাঁধবার কাঠি চিরতে পারতো—আর কেবল সেই কাজেরই সে উপযুক্ত। আর চেহারার দিক থেকে যেন একটি গরিলা।

মনোনয়নের ফল শুভ হলো না। কয়েক মাস ধরে দক্ষিণীরা কলরব করছিল যে যদি কোন কৃষ্ণাঙ্গ দরিদ্র রিপাব্লিকান প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হ'ন তবে ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাবে। এখন, সিউয়ার্ডের মনোনয়ন দক্ষিণের পক্ষে যতটা অপ্রিয় হ'ত, লিঙ্কনের মনোনয়ন তার চেয়ে অনেক বেশী অপ্রীতিকর হওয়ায়, দাস সমস্যাটা অকস্মাৎ পিছনে পড়ে গেল, এবং সমগ্র জাতির মনে এই প্রশ্ন জাগলো যে লিঙ্কনের নির্বাচনে ইউনিয়নের অখণ্ডতা বজায় থাকবে কি না।

উত্তরের প্রতি দক্ষিণের বিদ্বেষ ইতিপূর্বে আর কখনও এত প্রচণ্ডভাবে জ্বলে উঠেনি। সীমান্তের কয়েকটি দুর্গের নায়করা জানিয়ে দিলেন যে, লিঙ্কন নির্বাচিত হ'লে তাঁরা সৈন্যবিভাগের চাকরী ছেড়ে' দক্ষিণে চলে যাবেন। উত্তরের ব্যবসায়ীরা ভয় পেলেন, বাজার মন্দা, দক্ষিণের অধমর্ণরা উত্তরের কাছে তাদের দেনা শোধ করবে না, শেয়ারবাজার অস্থির, বাজারে টাকা আসছে না, আর্থিক পরিস্থিতি "উদ্বেগগ্রস্ত"। ইউনিয়ন বজায় রাখা এবং আপোষ করবার অনুরোধ করে' চারিদিকে সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'ল। এক ক্রুদ্ধ জনতা বষ্টনে দাসপ্রথা-বিরোধী একটি সভা ভেঙ্গে দিলে। যাই হোক, শীঘ্রই উত্তরের

অধিবাসীরা বুঝতে পারলো যে লিঙ্কনের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের সম্ভাবনা দক্ষিণীদের একটা ওজর মাত্র। দক্ষিণীদের অনেকেই আপোষ চায় না; উত্তরের সঙ্গে তারা আর মিলে থাকতে নারাজ; দক্ষিণের রাজ্যগুলিকে নিয়ে একটা পৃথক যুক্তরাষ্ট্র গঠনই তাদের অভিপ্রায়।

ইতিমধ্যে ডেমোক্র্যাট দলে ফাটল ধরেছে। লিঙ্কন যদি "বেড়ার কাঠি চেরবার লোক" হ'ন, তবে ডগলাসকে বেশ বলা যায় "দলে চিড় ধরাবার লোক।" তিনি একবার উত্তরে একবার দক্ষিণে হেলছেন এবং তার ফলে তাঁর সব সম্ভাবনা নষ্ট করছেন। দক্ষিণাঞ্চল আর তাঁকে গ্রাহ্য করছে না এবং তোষামোদের সুরে তিনি যে সব বক্তৃতা দিচ্ছেন তাতে তারা সায় দিচ্ছে না। অবিলম্বে লিঙ্কনের বিরোধীরূপে তিনজন প্রার্থী আবির্ভূত হলেন, কিন্তু লিঙ্কনের সঙ্গে লড়াইয়ে তাঁদের উৎসাহ কম, পারস্পরিক বিরোধিতাতে তাঁরা মত্ত হলেন।

নিজের নির্বাচনী অভিযানের সময় লিঙ্কন ঠিক আগের মানুষটিই রয়ে গেলেন। সকালে প্রচুর চিঠিপত্র নিয়ে তাঁকে পোষ্ট অফিস ত্যাগ করতে দেখলে (নিজের ডাক তিনিই বয়ে আনতেন, অন্য কাউকে আনতে পাঠাবার কথা তাঁর মনেও আসতো না) সবাই তাঁর কাছে এসে কথা বলতে এবং তাঁর সঙ্গে ক্যাপিটলে আসতে পারতো। এখানে কোন দ্বারবান নেই। যদিও এর মধ্যেই তাঁকে হত্যা করবার ভয় দেখানো হয়ে গেছে তথাপি তাঁর ঘরের দরজা সারা সকাল খোলা থাকত।

খবর বা পরামর্শের জন্য স্প্রীংফিল্ডে যাঁরা তাঁর কাছে ভিড় করতেন, অথবা চাকরীর উমেদারীতে আসতেন, তাঁদের সকলের সঙ্গে তিনি সমান হৃদ্যভাবে মিশতেন—অবশ্য যতটা দূরত্ব রাখা সঙ্গত তা রাখতেন এবং হাজার হাজার চিঠির যতগুলির সম্ভব নিজে উত্তর দিতেন। "দেখছি যে আপনি আমার বক্তৃতাগুলি পড়েন নি; এখানা পড়ে দেখবেন",—এই কথা তিনি প্রায়ই লিখতেন। ডগলাসের সঙ্গে তর্কালোচনার মুদ্রিত শতশত পুস্তিকা এইভাবে

বিস্তারিত হ'ল এবং আরো বহু ক্ষেত্রে তিনি গল্প লিখে প্রশ্নের জবাব দিলেন।

অবশেষে নভেম্বর মাসে নির্বাচনের দিন এল। সবকিছু বিচারে নির্বাচনে তাঁর সাফল্য সুনিশ্চিত। সুতরাং স্প্রীংফিল্ডে ও সমগ্র ইলিনয়ে সকলের মুখে এক কথা শোনা যেতে লাগল, কত ভোটাধিক্যে তাঁর জিত হবে।

নির্বাচনে লিঙ্কন পেলেন প্রায় উনিশ লক্ষ (১৯,০০,০০০) ভোট এবং ডগলাস চৌদ্দ লক্ষ (১৪,০০,০০০)। অপর দুজন প্রার্থীর সম্মিলিত ভোট-সংখ্যা প্রায় বারো পনেরো লক্ষ; সুতরাং প্রকৃতপক্ষে উত্তরের সংখ্যালঘুদের ভোটের জোরেই লিঙ্কন নির্বাচিত হলেন। তিনশত তিন (৩০৩) *ইলেকটোর‍্যাল ভোটের মধ্যে লিঙ্কনের অনুকূলে ছিল একশ আশী ভোট। ইউনিয়নের পনেরটি রাজ্য থেকে তিনি কোন ইলেকটোর‍্যাল ভোট পাননি; এবং দশটি রাজ্যের জনসমাজের কাছ থেকে একটি মাত্র ভোটও তার পক্ষে ছিল না। কিন্তু ইউনিয়নের ইতিহাসে এই প্রথম উত্তর তার বিপুল সংখ্যাধিক্যের জোরে দক্ষিণকে ভোটে হারিয়ে দিলে। এ অবস্থা ভয়সূচক। কিন্তু, এতে আর একটি বিষয়ও সুপরিস্ফুট হাল; এই থেকে বোঝা গেল যে, যদি গৃহযুদ্ধ বাধে তাহলে তার ফল কি হবে।

যুদ্ধ বাধবে নাকি? আমাদের এই গম্ভীর মানুষটি সারা দিনরাত এই প্রশ্নটিই চিন্তা করছেন। রাষ্ট্রপতির পদের দায়িত্ব নেবার এখনও চার মাস† বাকি আছে, এবং এই মধ্যবর্তী অবকাশের মত দারুণ অস্বস্তি তিনি জীবনে আর কখনও ভোগ করেন নি।

নির্বাচনের চার দিন পরে দক্ষিণ ক্যারোলিনা থেকে নির্বাচিত সেনেটের

---

* যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে একটি "ইলেক্‌টোর‍্যাল কলেজ" বিধি অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করেন, এবং প্রত্যেক ভোটদাতা প্রকৃতপক্ষে নিজ নিজ রাজ্য থেকে এই "কলেজে"র সদস্যদের ভোট দেন।

† তারপর থেকে কমিয়ে দু'মাস করা হয়েছে।

সদস্যেরা পদত্যাগ করলেন; এক সপ্তাহ পরে দক্ষিণ ক্যারোলিনার সংবাদপত্র সমূহের অতিরিক্ত সংখ্যায় বিরাট শিরোনামা দিয়ে ইউনিয়নের বিচ্ছেদ ঘোষিত হ'ল। জনগণ এতে চঞ্চল হয়ে উঠলেও ব্যাপারটি একটু আগেই ঘটে গেল। মাত্র পাঁচ সপ্তাহ পরেই দক্ষিণ ক্যারোলিনা আইনসভা ইউনিয়ন ত্যাগ সম্বন্ধে একটি অধ্যাদেশ (Ordinance) পাশ ক'রে একটি স্বাধীন সরকার গঠনে ব্রতী হোল।

উত্তরে, ইতিমধ্যে রব উঠেছে আপোষ কর, রিপাব্লিক্যান কর্মসূচীর কয়েকটা দফা বাতিল করে দিতে হবে। এই সব দুর্বলচিত্ত উত্তরবাসীরা বল্লেন যে, দক্ষিণী রাজ্যসমূহের অবাধ্যতা গোলযোগের কারণ নয়, র‍্যাডিক্যালদের বাড়াবাড়িই যত নষ্টের মূল। সর্বোপরি দোষী হলেন লিঙ্কন। গালিগালাজ-ভরা অজস্র চিঠি তাঁর নামে আসতে লাগল—তাতে তাঁকে বেতমারা, পোড়ান, গুলি করা, এমন কি ফাঁসী দেওয়া হবে বলে' শাসানি দেওয়া আছে। ব্যক্তিগতভাবে লিঙ্কনের দৃষ্টি উত্তরে বা দক্ষিণে নয়, তাঁর মন পড়ে রয়েছে ওয়াশিংটনে।

সেখানে বিদায়ী প্রেসিডেণ্টের আচরণের উপর সব কিছুই নির্ভর করছে। ইউনিয়নের অস্তিত্ব বজায় রাখবার এবং তাকে রক্ষা করবার শপথ যদি তিনি সম্পূর্ণ পালন করতেন, বিশ্বাসঘাতকতার প্রত্যেক প্রয়াস যদি তিনি ব্যর্থ করতেন, ইউনিয়নের সমস্ত অধিকার যদি তিনি দৃঢ়ভাবে রক্ষা করতেন এবং যে কোন রাজ্য ইউনিয়নকে খণ্ডিত করবার চেষ্টা করবে তাঁর বিরুদ্ধে প্রেসিডেণ্টের পরিচালনাধীন সকল শক্তি প্রয়োগের জন্য প্রস্তুত থাকতেন, তা হলেও কি তিনি এই অপসরণ নিবারণে সক্ষম হতেন?

প্রেসিডেণ্ট বুকানন সৌম্যদর্শন প্রাচীন ব্যক্তি, মাথার চুল শুভ্র, কিন্তু চোখে কিছুটা ধূর্ততার ছায়া। তাঁর চরিত্র এবং জীবনের কর্মপরিচয়ের কথা ছেড়ে দিলেও, এটা অতিশয় স্বাভাবিক যে, একজন বৃদ্ধ তাঁর পদাধিকারের প্রান্তসীমায় পৌছে তাঁর এতদিনের খ্যাতি, তাঁর মনের শান্তি এবং হয়ত তাঁর

জীবন বিপন্ন করতে অনিচ্ছুক হবেন। যথাসময়ে ইলিনয়ের সেই ঢ্যাঙা উকিল এসে এই সব কণ্টকময় বিষয়ের সমাধান করুক না! দক্ষিণের ভোটবাহুল্যে বুকানন নির্বাচিত হওয়ায়, সেই নির্বাচনের বলে, সমগ্র ইউনিয়নের তিনি প্রধান হয়েছিলেন। সেই কারণে, স্বভাবতঃই তিনি একটি মধ্যপন্থা অবলম্বন করলেন; এবং তাঁর প্রধান অভিলাষ হ'ল এই সঙ্কটটাকে আরো বারো সপ্তাহ জিয়িয়ে রাখা; ততদিনে তিনি পেনসিলভ্যানিয়ায় তাঁর বাড়ীতে গিয়ে উঠবেন এবং অবসরপ্রাপ্ত জীবনে নিরাসক্ত দর্শকের ভূমিকা অবলম্বন করবেন। এই ভেবে তিনি কংগ্রেসে এক বাণী পাঠালেন—তার মর্ম এই যে, কোন রাষ্ট্রের ইউনিয়ন থেকে অপসরণের যেমন কোন আইনগত অধিকার নেই, তেমনই জোর ক'রে সেই অপসরণ নিবারণ করবার ক্ষমতা ফেডারেল সরকারেরও নেই। বলা বাহুল্য, তাঁর এই উক্তিতে অপসরণকামী দক্ষিণের উৎসাহ বাড়ল, এবং ইউরোপে এই ধারণা বদ্ধমূল হ'ল যে ইউনিয়নকে বাঁচাবার আর কোন সম্ভাবনা নেই।

এই অবকাশে লিঙ্কন এই সব জটিল ঘটনাবলী থেকে দূরে শান্তভাবে স্প্রাংফিল্ডে তাঁর নিজের ছোট বাড়ীটিতে দিন কাটাচ্ছেন; তিনি সব শুনছেন, চিন্তা করছেন এবং অবিরাম নিজের বুদ্ধি ও বিবেক দিয়ে সব কিছুর বিচার করে নিচ্ছেন। সকালে যখন তিনি খবরের কাগজ পড়েন, কিম্বা সন্ধ্যাবেলায় যে কোন একটি সংবাদপত্রের অফিসে সর্বশেষ প্রাপ্ত টেলিগ্রাম পড়তে যান—কি খবর পড়েন তিনি? দিনের পর দিন তিনি শোনেন যে, জাতির জনকেরা পরম যত্নে যে সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন তা থেকে একটি করে' পাথর খসে' পড়ছে; দিনের পর দিন ডাকের ভিতর দিয়ে তিনি উত্তরাঞ্চল থেকে পেলেন সাবধান বাণী এবং দক্ষিণাঞ্চল থেকে শাসানি—অনেক সময়, কথার চেয়ে হাতে আঁকা ছোরার ছবি। এই সঙ্কটকালে জনসাধারণকে কিছু বলবার কিংবা অন্ততঃ তাদের ঠিকপথে চালিত করবার সনির্বন্ধ অনুরোধভরা চিঠিও আসতো প্রতিদিন। তিনি কিন্তু নীরব, কারণ, যে নীতির বিভিন্ন বিষয় তিনি প্রচার

করেছেন, সেই অনুসারে কাজ করবার জন্য নির্বাচিত হলেও, তাঁর কোন পরিকল্পনা অনুসারে তিনি এখন কাজ সুরু করতে পারেন না। আগামী কাল প্রেসিডেণ্টের আসন অধিকার করবেন বলে যিনি নির্বাচিত, তাঁর তুলনায় রাজধানীর প্রত্যেকটি ষড়যন্ত্রপ্রিয় সচিবের ক্ষমতা আজ অনেক বেশী।

ইতিমধ্যে তাঁর কাছে আগন্তুকদের বিষম ভিড়। তাঁদের অধিকাংশের সঙ্গে দেখা না করবার পরামর্শ দেওয়ায়, লিঙ্কন উত্তর দিলেন, "তাঁদের প্রার্থনা সামান্যই, এবং প্রাপ্তি তার চেয়েও কম। আমি নিশ্চয়ই তাঁদের সঙ্গে দেখা করবো।" লোকসাধারণের নেতার উপযুক্ত কথা—তাঁর আন্তরিক ধ্রুব বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করবার জন্য দেশবাসীর সঙ্গে বিরামহীন সংস্রবই তো তাঁর প্রয়োজন। একজন লেখক বলেছেন:

"এই সব আগন্তুকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে অন্তর্দৃষ্টির বিচক্ষণতায় তিনি নবাগতের চরিত্র ও প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য অতি দ্রুত বুঝে নিতেন। নিজেকে এসবের উপযোগী করতেন, প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য প্রস্তুত থাকতেন এবং যথাযোগ্য উত্তরও দিতেন। সব সময়ে মৌলিক যুক্তি তাঁর মুখে যোগাত; একারণ, মতভেদের ক্ষেত্রে জয় হত তাঁরই।"

তাঁর কি পদত্যাগ করা উচিত? প্রকাশ্যভাবে তাঁকে এই পরামর্শই দেওয়া হ'ল। তাতে কি কোন লাভ হবে? আত্মসমর্পণ করলে হ'তে পারে। এভাবে তাঁর ছেড়ে দেওয়া কি উচিত? কখনও না! এ বিষয়ে নূতন প্রেসিডেণ্ট প্রথমাবধি অনমনীয়, এবং শেষ পর্য্যন্ত অনমনীয়ই থাকবেন।

পুরানো বন্ধুদের অন্যতম, গিলেসপাই, সন্ধ্যাবেলা আগুনের পাশে এসে বসেন এবং পুরানো দিনের গল্প ক'রে দুর্ভাবনা থেকে লিঙ্কনের মন অন্য দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেন:

অন্যমনস্কভাবে লিঙ্কন সাড়া দেন: "হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে আছে।"

গিলেসপাই বলেছেন:

"তাঁর পূর্বজীবনের অভ্যস্ত আগ্রহের কেবল যে অভাব হয়েছে তা নয়, বরং

তাঁর প্রকৃতি আমি যেমন জানি, তার সম্পূর্ণ বিপরীত একটা বিষাদ ও নৈরাশ্য তাঁকে পেয়ে বসেছে। চেয়ারের পিছনে দুই হাত মুড়ে' তার উপর মাথা রেখে তিনি বসে থাকেন; বিচারক্ষেত্রে একসঙ্গে ঘোরবার সময় প্রায়ই দেখেছি যে, আদালতে বেশী কাজের উত্তেজনার শেষে তিনি এমন করেই বসতেন। হঠাৎ তিনি সচেতন হয়ে উঠে বলেন, 'এখনই যদি আমায় পদাধিকারের শপথ নিতে দেওয়া হয়, তবে তার জন্য এখনও যে দু'মাস সময় আছে তার বদলে আমি তত বছর আমার আয়ু থেকে দিয়ে দিতে রাজী আছি।'

আমি জিজ্ঞাসা করি, 'কেন?'

'যে সব জটিলতার সম্মুখীন হতে হবে প্রতি ঘণ্টায় তা আরও বাড়ছে, এবং বর্তমান সরকার বিচ্ছেদের প্রবণতা দমন করবার কোন চেষ্টা করছে না। এই বিষম দায়িত্বের ভার দেওয়া হয়েছে আমাকে, অথচ বাধ্য হয়ে আমি এখানে আটকে আছি, নিবারণ করবার জন্য কিছু করতে পারছি না, কিংবা আমার মুখোমুখী হবার আগে তার বেগ কমাতে পারছি না।' কিছুক্ষণ পরে তিনি অতি তিক্ত স্বরে (যা এর আগে বা পরে তাঁর কণ্ঠে আর কখনও শুনিনি) বল্লেন, 'আমার নিজের জন্য আমি কোন অভিযোগ করছি না, কিন্তু প্রতিদিন পরিস্থিতি জটিলতর হচ্ছে, এবং সকল আশা অন্ধকারে ছেয়ে যাচ্ছে। দমিত করবার পরিবর্তে অপসরণের ধারণাকে পোষণ করা হচ্ছে, এবং যদি এই মত সীমান্ত রাষ্ট্রগুলিতে সাধারণ্যে স্বীকৃত হয়, তাহ'লে শাসনপ্রণালীর উপর প্রচণ্ড আঘাত লাগবে। হাঁটু গেড়ে বসে আমি গেথসেমেনের গল্প পড়েছি, যেখানে ঈশ্বরের সন্তান বেদনার পাত্রটি তাঁর কাছ থেকে সরিয়ে নেবার জন্য বিফল প্রার্থনা করেছিলেন। আজ আমি সেই গেথসেমেনের বাগানে এসেছি, এবং আমার বেদনার পাত্রটি পূর্ণ হয়ে উপচে পড়ছে'...

"বাড়ী যাবার জন্য যখন বিদায় নিলুম," গিলেসপাই বলছেন, "বাড়ীর কর্তা এবং দেশের নির্বাচিত অধিনায়ক আমাকে ঘরে পৌছে দিলেন। আমার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় লিঙ্কন বল্লেন, 'জো, আমার ধারণা, মণ্টগোমারী

কাউণ্টিতে সেই মোকদ্দমার কথা তুমি কোনদিন ভুলবে না; সেই যে তোমার সহকারী উকিল তার প্রথম বক্তৃতায় কেসটা নষ্ট করে দিলে। আমি দেখলুম তুমি তাকে ইসারা করছ তবু তুমি তাকে থামাতে পারলে না। এখন, বুকাননকে নিয়ে আমার সেই অবস্থা। তিনি কেসটিকে পণ্ড করছেন, অথচ, আমার বলবার কিছু নেই এবং তাঁকে থামাতেও পারছি না। গুড নাইট।"

ডিসেম্বর নাগাদ দক্ষিণাঞ্চলের একটি মাত্র দুর্গ ইউনিয়নের পক্ষে রইল—চার্লসটন বন্দরে। বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতির ভিতর মেজর অ্যানডারসন্ সে দুর্গ দখল করে আছেন। শত্রুপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করার জন্য ওয়াশিংটন থেকে তাঁর কাছে উল্টাপাল্টা নির্দেশ আসছে। যখন তাঁর অতিরিক্ত সৈন্যদলের প্রয়োজন হ'ল এবং বুঝতে পারলেন যে বড়কর্তারা চাতুরী করছেন, তিনি তৎক্ষণাৎ নিজের দায়িত্বে সবচেয়ে সুরক্ষিত স্থানে, ফোর্ট সামটারে সদলে সরে' গেলেন। উত্তর দক্ষিণ দুই অঞ্চলেই খুব সোরগোল উঠল; এবং জানুয়ারীর গোড়ায় প্রেসিডেণ্ট জনতার দাবী গ্রাহ্য করে' "ষ্টার অফ দি ওয়েষ্ট" নামে একখানি জাহাজে সৈন্যদের প্রয়োজনীয় রসদ অ্যানডারসনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। দক্ষিণ ক্যারোলিনার সৈন্যরা বন্দরে ঢোকবার সময় সেই জাহাজের উপর গোলা ছুঁড়তে, জাহাজ হঠে আসতে বাধ্য হ'ল। প্রকৃত পক্ষে, এই হ'ল যুদ্ধের আরম্ভ। চার্লসটনে বিজয়োল্লাস জানাবার জন্য যে শোভাযাত্রা বেরুল তাতে জনতা ইউনিয়নের পতাকা পদদলিত করলে। এই জানুয়ারী মাসেই আরও পাঁচটি রাষ্ট্র: ফ্লোরিডা, এ্যালবামা, জর্জিয়া, লুইজিয়ানা এবং মিসিসিপি—ইউনিয়ন ত্যাগ করলে। দক্ষিণ ক্যারোলিনার মত এরা সবাই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'তে লাগল।

উত্তরাঞ্চলে ভয় ও উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ল, সকলেরই ইচ্ছা শান্তি স্থাপিত হোক। কয়েক হাজার ক্রীতদাসের জন্য স্বস্তি নষ্ট করা কি উচিত? একটা

তের বা ধারণার জন্যে ? উত্তরের নেতৃস্থানীয়েরা দক্ষিণের কাছে একটা াপোষের প্রস্তাব পাঠালেন : কংগ্রেসেও অনুরূপ চেষ্টা হ'ল।

দক্ষিণের অপসরণের অন্তর্নিহিত কারণটি এখনও উত্তরের লোকেরা ম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারেনি। দক্ষিণের বিদ্বেষের তীব্রতার পরিমাণ যে কত তা ারা উপলব্ধি করেন নি। সর্বোপরি, আশী বৎসরের উপর ধরে' উত্তর এবং ক্ষিণ এক সমাজবদ্ধ হলেও, উত্তরের অধিবাসীরা এখনও বুঝতে পারেন নি যে, ক্ষিণের রাষ্ট্রগুলির আভিজাত্য-গর্ব কত ব্যাপক। তাঁরা দেশে প্রাচীন ধারা জায় রেখেছেন—সেখানে আছে প্রভু এবং ভৃত্য, আদেশ এবং বাধ্যতা। িমেয় কয়েকজনের চিন্তাধারা ও নেতৃত্ব সে'দেশে বহাল।

দক্ষিণীরা উত্তরের থেকে অনন্যনির্ভরশীল হ'তে চান, তাঁদের জীবনধারা ম্বন্ধে অবিরাম সমালোচনা থেকে মুক্তি পেতে চান। তাঁদের ধারণা, অপসরণের চষ্টায় যদি যুদ্ধ বাধে তবে তাঁরা সে সংগ্রাম করবেন স্বাধীনতার জন্য; ত্তরের সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে তাঁরা নিজেদের পরাধীন মনে করছেন।

"আপনি নবনির্বাচিত প্রেসিডেণ্ট। আপনাকে অভিনন্দন এবং ভগবানকে ন্যবাদ জানাচ্ছি। উনিশ বৎসর ধরে আমার অভিলাষ এবং পরিশ্রমের মহান দেশ্য দাস-মালিকানার উচ্ছেদের মধ্য দিয়ে সিদ্ধ হয়েছে। নিরাপদ এবং দৃঢ় ভিত্তির উপর স্বাধীনতার নীতি প্রতিষ্ঠার পথ এখন উন্মুক্ত। নেতৃত্ব াপনার হাতে। এ দায়িত্ব মহান। আপনার মহৎ কর্তব্যগুলি সাধনের জন্য শ্বর যেন আপনাকে শক্তি দেন।"

নির্বাচনের পরে লিঙ্কন যে অভিনন্দনগুলি সর্বপ্রথমে পেয়েছিলেন, এটি াদের অন্যতম। এইটি এল নির্বাচনদ্বন্দ্বে তাঁর প্রতিযোগী চেজের কাছ কে। মন্ত্রিপরিষদ গঠনের সময় লিঙ্কনের প্রধান অভিলাষ ছিল তার মধ্যে তে, চরমপন্থী বলে গণ্য চেজ এবং সিউয়ার্ডকে। তাঁদের নিজেদের দ্বিধা বং কয়েকজন পরামর্শদাতার বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও প্রেসিডেণ্ট সধৈর্য নির্বন্ধের

জোরে সিউয়ার্ডকে স্বরাষ্ট্রসচিব ও চেজকে অর্থসচিবের পদ গ্রহণে রাজী করালেন।

স্প্রীংফিল্ডের ছোট হোটেলটি প্রায় পাব্লিক এক্সচেঞ্জে পরিণত হ'ল—এখানে লোকেরা চাকরীর তদ্বির করছে এবং চাকরী দেওয়া হচ্ছে—কারণ নিজেদের কিংবা বন্ধুবান্ধবের চাকরীর জন্য রিপাব্লিক্যানরা এখানে এসে ভিড় জমাচ্ছেন। ক্যামেরণ নামে এক ভদ্রলোকের চাকরী নিয়ে খুব মতভেদ হ'ল। জনকল্যাণের ব্যাপারে এঁর সততা সম্বন্ধে সংশয় আছে, কিন্তু শিকাগোতে লিঙ্কনের নাম ক'রে এঁকে নাকি কথা দেওয়া হয়েছিল; এঁর নিয়োগ ব্যাপারে লিঙ্কনকে বিশেষ দুশ্চিন্তা পোয়াতে হ'ল। যখন তাঁর পুরাণো বন্ধু বিচারপতি ডেভিস মনোমত একটা পদের জন্য বারংবার জিদ করতে লাগলেন, লিঙ্কন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে বল্লেন, "আমি জানি, আমার পক্ষে একথা বলা শোভন নয়, কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে আর কেউ আমার জায়গায় এলেই ভালো হ'ত।"

ওয়াশিংটনের হট্টগোলের মাঝে যাবার আগে লিঙ্কন তাঁর উদ্বোধনী ভাষণ রচনায় মন দিলেন। বর্তমান ভাষণের সঙ্গে পূর্বেকার বক্তৃতাগুলির আলোচনা সূত্রে হার্ণডন বলেছেন যে, এইটি তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব রচনা।

"আমি তাঁর হয়ে একটি পংক্তিও লিখিনি, তিনি আমাকে কখনও তা করতেও বলেন নি। এই সকল বিষয়ে আমি তাঁকে কোন ভাবে প্রভাবিত করিনি। কখনও কখনও রচনাভঙ্গী সম্বন্ধে দু'একটা কথা আমার সঙ্গে আলোচনা করেছেন,......কোন শব্দ বা বাক্য সমষ্টির উপযুক্ত ব্যবহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছেন। কোন কথায় তাঁর মনোভাব সুব্যক্ত হয়েছে যদি তাঁর এধারণা হয়, তবে কোন কারণে, আমি সে কথা বদলাতে বললেও, তিনি অনমনীয় থাকতেন।"

ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি এক শীতার্ত সকালে লিঙ্কন স্প্রীংফিল্ড ত্যাগ করলেন—বহুদিন পূর্বে এ সহরে এসেছিলেন এবং আর কোনদিন তিনি ফিরে আসবেন না। সেখানকার ছোট ষ্টেশনটিতে তাঁকে বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে

এসেছে হাজার খানেক লোক। লম্বা একটা ষ্টোভপাইপ হ্যাট মাথায় লিঙ্কন দাঁড়িয়েছিলেন—কিছু পরে বৃষ্টির মধ্যে তাঁর কামরার পাটাতনে এগিয়ে এসে জনতাকে উদ্দেশ ক'রে তিনি বললেন :

"বন্ধুগণ, আমার অবস্থায় যিনি পড়েন নি, এমন কেউই, এই বিদায়-কালে আমার মর্মবেদনা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারবেন না। আমার সব কিছুর জন্য আমি এই শহরের এবং এখানকার সহৃদয় নাগরিকবর্গের কাছে ঋণী। পঁচিশ বছর আমি এখানে বাস করেছি—যৌবন থেকে প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হয়েছি। আমার সকল সন্তানের জন্ম এই শহরে এবং তাদের একজন এখানেই সমাহিত। প্রেসিডেন্ট ওয়াশিংটনের অপেক্ষা গুরুভার দায়িত্ব বহন ক'রে আমি এখন বিদায় নিচ্ছি, জানি না আবার কবে ফিরে আসবো বা আদৌ ফিরে আসতে পারবো কি না। যে ঐশ্বরিক সত্তা সকল সময়ে ওয়াশিংটনকে সাহায্য দান করেছেন, তাঁর প্রসন্নতা ব্যতীত আমি সফলকাম হ'তে পারব না। সেই সহায়তা লাভ করলে, কোনদিন আমায় বিফলকামও হতে হবে না। যিনি আমার সঙ্গে যাবেন, আপনাদের কাছেও থাকবেন, এবং সর্বকালে সর্বত্র বিরাজ করেন, সেই তাঁরই উপর নির্ভর ক'রে নিশ্চিন্তরূপে আশা করা যাক্ যে, এর মধ্যে যা কিছু ঘটেছে তা সত্ত্বেও সর্বথা মঙ্গল হবে। তাঁর আশ্রয়ে আপনাদের সমর্পণ ক'রে, এবং আপনাদের প্রার্থনায় আপনারাও এইভাবে আমাকে সেই আশ্রয়ে সমর্পন করবেন এই আশা নিয়ে, আমি আপনাদের প্রীতিপূর্ণ বিদায়-নমস্কার জানাচ্ছি।"

উত্তরের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এই যাত্রায় ভ্রমণ-সূত্রে লিঙ্কনের দশদিন কেটে গেল, কারণ প্রত্যেক জায়গায় জনগণ তাঁকে দেখবার ও তাঁর কথা শুনবার জন্য উৎসুক। সকলের আশা অবশ্য পূর্ণ হ'ল না, কারণ বেশী সময়ই তাঁর চিত্ত অবসাদাচ্ছন্ন। তিনি বোধ করছেন, যেমন আরো বহু ব্যক্তি নিঃসন্দেহে বোধ করছেন যে, মশালের আলো জ্বেলে শোভাযাত্রা এবং গান সহযোগে তাঁর

অভিনন্দন তৎকালীন পরিস্থিতির সঙ্গে বেমানান। এর উপর, তাঁর বক্তব্য সম্পর্কে তাঁকে অত্যন্ত সাবধান থাকতে হয়; প্রায়শঃই বক্তৃতা প্রস্তুত করবার পর শেষ মুহূর্তে অ্যালবামা থেকে টেলিগ্রামে সংবাদ পেয়ে তাতে কিছু পরিবর্তন করতে হতো। তখন অ্যালবামায় দক্ষিণীরা এক সম্মেলনে বর্তমান পরিস্থিতি আলোচনা করছিলেন। এই সব কারণে, এই ভ্রমণকালে তাঁর বক্তৃতাগুলি অসমঞ্জস ছিল। তথাপি, জনগণের মর্মস্পর্শী ক'রে বলার দরুণ এবং শান্তিগর্ভ সুরের জন্য প্রত্যেকটি ভাষণই শোভন হয়েছিল।

"কেনটাকীর সহযোগী নাগরিকবর্গ—বন্ধুগণ, ভাইসকল,—আমার এই নতুন পদে অধিষ্ঠিত হয়ে বন্ধুগণ, ভাইসব বলে আপনাদের সম্বোধন করলে কি অনুচিত হবে?"

ইণ্ডিয়ানাপলিসে লিঙ্কন বল্লেন: "আপনাদের এখন এবং চিরকাল মনে রাখতে অনুরোধ করছি যে, এ কাজ আপনাদের, আমার একার নয়; এই রাষ্ট্রগুলির ঐক্য এবং স্বাধীনতা যদি নষ্ট হয়, তবে বাহান্ন বৎসর বয়স্ক একজন লোকের পক্ষে তা হয়ত বিশেষ কিছু নয়, কিন্তু এই যুক্তরাষ্ট্রে যাঁরা বাস করেন সেই তিনকোটি লোকের পক্ষে এবং অনন্ত ভবিষ্যতে তাঁদের বংশধরদের পক্ষে এটি একটি বিরাট ক্ষতি। সর্বদা মনে রাখবেন যে রাজনীতিকদের জন্য নয়, রাষ্ট্রপতিদের জন্য নয়, সরকারী চাকরী-সন্ধানীদের জন্যও নয়—এই প্রশ্ন কেবল আপনাদের জন্য: আমাদের বংশপরম্পরায় শেষ পুরুষ পর্যন্ত এই ইউনিয়ন এবং এই দেশের স্বাধীনতা কি সংরক্ষিত হবে?"

নিউজার্সী সেনেটে ছেলেবেলায় বইয়ে যা পড়েছেন, প্রায় একশ' বছর আগেকার সেই ট্রেনটন যুদ্ধের কাহিনী উল্লেখ করে' লিঙ্কন বল্লেন:

"আমার মনে আছে যে, ছেলে মানুষ হলেও তখন আমি ভেবেছিলুম এর মধ্যে সাধারণ ব্যাপারের চেয়ে নিশ্চয়ই কোন বড় জিনিষ আছে, যার জন্য এই লোকেরা সংগ্রাম করছে। আমার ঐকান্তিক কামনা যে, অনন্ত ভবিষ্যতে পৃথিবীর সকল মানুষের মহান আশার মূর্ত প্রতীকস্বরূপ সেই বস্তু, যা জাতীয়

স্বাধীনতা অপেক্ষা মহান, যা রক্ষা করার জন্য সেদিনের সংগ্রাম হয়েছিল, সেই মূল তত্ত্ব অনুযায়ী এই ইউনিয়ন, এই সংবিধান এবং জনসাধারণের এই সমস্ত স্বাধীন অধিকারগুলি শাশ্বত হয়ে থাকুক।

অবশেষে ফিলাডেলফিয়ার হল অব্ ইণ্ডিপেণ্ডেন্সে বক্তৃতাকালে, জাতির জনকবর্গের স্মৃতিতে অভিভূত হওয়ায় সঙ্কল্প ভঙ্গ ক'রে এই যাত্রায় মাত্র এই একবার তিনি কি কর্তব্য ও কি না করা সঙ্গত সেই সম্বন্ধে ভাষণ দিলেন:

"প্রায়ই আমার মনে প্রশ্ন জেগেছে যে, কোন্ মহান নীতি বা আদর্শ এতদিন এতগুলি রাষ্ট্রের ঐক্যবন্ধন বজায় রেখেছে। সেটি মাতৃভূমির সঙ্গে উপনিবেশগুলির বিচ্ছেদের ব্যাপার মাত্র নয়, সেটি স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রের অন্তর্গত সেই মনোভাব, যা কেবল দেশের জনগণকে স্বতন্ত্রভাবে নয়, সমস্ত ভবিষ্যৎকালের জন্য সমগ্র বিশ্বকে স্বাধীনতার আশ্বাস দিয়েছে। এটি সেই আশা, যে সকল মানুষের কাঁধ থেকে উপযুক্ত সময়ে অধীনতার বোঝা নেমে যাবে, এবং প্রত্যেকেই জীবনে সমান সুযোগ পাবে। স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রের মধ্যে এই তত্ত্বই নিবদ্ধ আছে। বন্ধুগণ, এখন আপনারা বলুন, এরই ভিত্তিতে আমাদের দেশকে কি রক্ষা করা যাবে? তা যদি সম্ভবপর হয়, এবং সেই রক্ষার কাজে আমি যদি কোন সহায়তা করতে পারি, নিজেকে তাহ'লে আমি পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুখী ব'লে মনে করব। কিন্তু সেই তত্ত্ব বর্জন না করলে যদি দেশকে রক্ষা করা না যায়,……তবে এই তত্ত্ব বর্জনের চেয়ে, এইখানে নিহত হওয়াও আমার পক্ষে বাঞ্ছনীয়। আমার বিচারে বর্তমান পরিস্থিতিতে রক্তপাত বা যুদ্ধের কোন প্রয়োজন নেই। একেবারেই কোন আবশ্যকতা নেই। আমি এ পন্থা অনুমোদন করি না; এবং পূর্বাহ্ণেই আমি বলছি যে, সরকারকে যদি বাধ্য করা না হয়, তা হলে কোন রক্তপাত হবে না। সরকারের বিরুদ্ধে যদি বল প্রয়োগ না হয় তবে সরকারও তা করবেন না। বন্ধুগণ, এ বক্তৃতা আমি পূর্বাহ্ণে আদৌ প্রস্তুত করিনি। এখানে এসে আমাকে যে কিছু বলতে বলা হবে তা আমি ভাবিনি। ধারণা ছিল যে মাত্র পতাকা উত্তোলনের একটি ব্যাপার

আছে। বিশেষ বিবেচনা না করেই আমি হয়ত কিছু ব'লে ফেলেছি। তবে যা করবার জন্য আমি বাঁচতে চাই, এবং যদি সর্বশক্তিমান ভগবানের তেমন ইচ্ছা হয়, মরতে চাই, তাই মাত্র বলেছি আর কিছু নয়।"

লিঙ্কন বলছেন যে, তাঁর ধ্রুব বিশ্বাস রূপায়িত করবার জন্য তিনি প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত; সে কথা নিরর্থক নয়।......অনতিবিলম্বে বাস্তব ঘটনায় তা প্রমাণিত হবে। বালটিমোরে পৌঁছবার আগে একজন গোয়েন্দা তাঁকে সাবধান করে দিল যে, সেখানে তাঁকে হত্যা করবার একটা ষড়যন্ত্র হচ্ছে। প্রথমে তিনি একথা বিশ্বাস না ক'রে পূর্ব-নির্ধারিত পথেই যেতে চাইলেন, কিন্তু এর কিছু পরেই সিউয়ার্ডের ছেলে তাঁর বাবার পক্ষ থেকে লিঙ্কনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে সতর্ক করে দিলেন। খবর দুটি মিলিয়ে, তাদের মর্ম এক এবং দুটিই স্বতন্ত্র সূত্র হতে পাওয়া গেছে এই বিবেচনায় তিনি কার্যসূচী বদলাবেন স্থির করলেন। হ্যারিসবার্গে শেষ অভ্যর্থনা সভা থেকে পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে, মাথায় একটি নরম টুপি পরে' তিনি রেলওয়ে ষ্টেশনে চলে গেলেন। তাঁকে বালটিমোরে নিয়ে যাবার জন্য যে স্পেশ্যাল ট্রেন অপেক্ষা করছিল তাতে না চড়ে' তিনি সাধারণ গাড়ীর এক কামরায় ঢুকে পড়লেন—"ওয়াশিংটনের একটা অত্যাবশ্যকীয় পুলিন্দা" তুলে দেবার জন্য এই ট্রেনখানিকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল।

ফেব্রুয়ারী মাসে সকাল ছ'টার সময়ও বেশ অন্ধকার। পথের আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে, চারিদিক কুয়াশায় ঢাকা। অপরিচিত এব্রাহাম লিঙ্কন, নাগরিকদের অগোচরে, অন্ধকারে আজ তাঁর রাজধানীর ভিতর দিয়ে চলেছেন জর্জ ওয়াশিংটনের উত্তরাধিকারী হ'তে।

সকালের সেই আবছা আলোয় বার বৎসর পূর্বে তিনি যখন ওয়াশিংটন ত্যাগ করেছিলেন, সেদিনের সঙ্গে তাঁর বর্তমান অবস্থার যদি তুলনা করতেন—লিঙ্কন দেখতেন কতদূর উপরে তিনি উঠেছেন! কিন্তু এই সব চিন্তার জন্য এই

সময় যেমন অনুকূল নয়, তাঁর প্রকৃতিও তেমন উন্মুখ নয় ; তাঁর বরং মনে হ'তে পারতো সেই পুরাণো দিনের মত আজকার এই হোটেলের ঘরটা কত ঠাণ্ডা, তাঁর ভবিষ্যৎ আজও কত অনিশ্চিত, এবং তিনি কত নিঃসঙ্গ। তাঁর স্ত্রীও তাঁর কাছে নেই—পরের দিন স্পেশ্যাল ট্রেনে তিনি আসবেন।

জানলার ভিতর দিয়ে বাইরের দিকে চাইতে কোন্ জিনিষে তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল ? ক্রীতদাসের দল! দেশে সঙ্কটাবস্থা আরম্ভ হওয়ার পরে এই প্রথম তিনি ক্রীতদাস প্রথা প্রচলিত অঞ্চলে এসেছেন। প্রথমেই তাঁর কানে বাজছে "ডিক্সি"র ("Dixie") এবং অন্যান্য উদ্ধত দক্ষিণী গানের সুর। পথে কোন্ ধরণের মুখ তাঁর চোখে পড়েছে ? উদ্বেগভরা মুখ, প্রশ্ন-সঙ্কুল মুখ ; কারণ প্রত্যেকেই প্রত্যেককে শঙ্কার চোখে দেখছে এবং এখানকার বাতাস গোয়েন্দা এবং হত্যার অপচেষ্টার কথায় পরিপূর্ণ। অভিষেকের আরও কয়েক দিন মাত্র বাকি, অথচ এই ওয়াশিংটন শহরে লোকেরা দৃঢ়ভাবে বলেছে যে, লিঙ্কন কখনই অভিষিক্ত হবেন না।

মন্ত্রীপরিষদে পদের জন্য আগের চেয়ে তীব্রতরভাবে এখন রেষারেষি চলেছে। প্রেসিডেন্ট যাঁকেই নিয়োগ করতে চান তাঁর সম্বন্ধে জোর আপত্তি ওঠে। সেনেট এবং কংগ্রেসের সদস্যরা নিজেদের বা তাঁদের বন্ধুদের জন্য উচ্চ-পদের এবং শত্রুদের তার বাইরে রাখবার জন্য ব্যস্ত। স্প্রীংফিল্ডের মতো এখানেও চাকরীর বেসাতি চলেছে ; এবং লিঙ্কন রাজধানীর বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রথম পরিচয় পেলেন বড় চাকরীর উমেদাররূপে।

সিউয়ার্ড অসন্তুষ্ট হয়েছেন, এবং চুপ করে আছেন। রাগ করা কি তাঁর অন্যায় হয়েছে ? তাঁর নতুন প্রভু তাঁরই আকাঙ্ক্ষিত পদ অধিকার করে' এখন আর তাঁকে উদ্বোধনী ভাষণ রচনা করতে বলছেন না—তাঁর চেয়ে অভিজ্ঞতর প্রেসিডেন্টরাও তো তা করেছেন। অবশেষে যখন তাঁর অনুমোদনের জন্য ভাষণটি তাঁকে দেখতে দেওয়া হ'ল, তাঁর স্পষ্টবাদিতায় শঙ্কিত হয়ে তিনি লিখলেন :

"আপনি নিশ্চয়ই আমায় সরল ও অকপটভাবে আমার বক্তব্য বলতে অনুমতি দেবেন। এই মনোভাব নিয়ে আপনাকে জানাচ্ছি যে, আমার একান্ত বিশ্বাস আপনার ভাষণের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অনুচ্ছেদ, আমার প্রস্তাব অনুযায়ী পরিবর্তিত করলেও, ইউনিয়নের বিরোধীরা এগোবার এত সুবিধা পাবে যে ভার্জিনিয়া ও মেরীল্যাণ্ড অপসরণ করবে, এবং তিনমাসে, হয়ত বা দুইমাসের মধ্যেই এই রাজধানী রক্ষার জন্য দক্ষিণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আমরা বাধ্য হ'ব। তখন আমাদের নির্ভর করতে হবে অসংহত উত্তরাঞ্চলের উপর, এবং পোটোম্যাক নদীর দক্ষিণে আমাদের একজনও বিশ্বস্ত ম্যাজিষ্ট্রেট বা সরকারী কর্মচারী থাকবে না। সেইজন্য অত্যন্ত সশ্রদ্ধভাবে আমি আপনাকে ঐ অনুচ্ছেদগুলি বাদ দেবার পরামর্শ দিচ্ছি।......যুক্তিটি প্রবল এবং অকাট্য, এবং কোন রকমেই তা পরিবর্ত্তন বা সংক্ষিপ্ত করা উচিত নয়,......তবে দক্ষিণের বদ্ধসংস্কার ও উত্তেজনা, এবং পূর্বাঞ্চলের আশঙ্কা ও নৈরাশ্যের সম্মুখীন হ'তে এবং এই সব নিরাকরণ করবার জন্য যুক্তির অতিরিক্ত আরো কিছু প্রয়োজন। প্রয়োজন প্রীতিপূর্ণ শান্ত এবং উদ্বেগহীন বিশ্বাসপূর্ণ কতকগুলি কথার।" জনগণের কল্পনা জাগ্রত করা এবং ভাষণের প্রধান অঙ্গীভূত কূটনৈতিক সাবধানতার কথা ভুলিয়ে দেওয়াই হ'ল সিউয়ার্ডের লক্ষ্য। উপরন্তু, লিঙ্কন তাঁর শ্রোতৃবর্গের চিত্ত জয় করতে চেয়েছেন তাঁর নিজের পরিচ্ছন্ন যুক্তির উপযোগী সরলতায়।

সেইজন্য সিউয়ার্ড উপসংহারের উপযোগী এই কয়েকটি বাক্যসমষ্টি লিখে পাঠালেন :

"আমার ভাষণ শেষ হ'ল। আমরা বিদেশী অথবা শত্রু নই, কখনও তা হ'ব না, আমরা এক দেশবাসী, এক শ্রেণীভুক্ত। প্রবল উত্তেজনায় আমাদের হৃদ্য সম্পর্ক বন্ধনে যদিও আঘাত লেগেছে—সে বন্ধন ছিন্ন করা কখনই উচিত নয়, এবং আমার স্থির ধারণা যে তা ছিন্ন হবে না। বহু সমরাঙ্গণ এবং অজস্র দেশভক্তের সমাধিস্থল থেকে উদ্ভূত হয়ে যে অতীন্দ্রিয় স্বরগুলি এই সুবিস্তীর্ণ

মহাদেশের সকল চিত্তের এবং সমস্ত গৃহের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত, দেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিঃশ্বাসে তারা আবার তাদের প্রাচীন সঙ্গীতে অনুরণিত হবে।" লিঙ্কন রচনাটি এইভাবে রূপান্তরিত করলেন :

"শেষ করতে আমার ইচ্ছা করছে না। আমরা তো শত্রু নই, আমরা বন্ধুজন। শত্রু আমরা কখনও হতে পারি না। প্রবল চিত্তবিক্ষোভ সত্ত্বেও, আমাদের প্রীতির বন্ধন শিথিল হ'তে দেব না। প্রত্যেক সমরাঙ্গণ ও দেশ-ভক্তের সমাধিস্থল থেকে এই বিশাল ভূমির প্রত্যেক জীবন্ত মর্মে ও গৃহে বিস্তৃত হয়ে স্মৃতির অতীন্দ্রিয় সুরগুলি আবার আমাদের প্রকৃতির অন্তর্নিহিত কল্যাণ-বুদ্ধির স্পর্শ পেলে, নিঃসন্দেহে এখনও ইউনিয়নের সমবেত সঙ্গীতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে।"

এইভাবে রাজনীতিকুশলী লিঙ্কন কবিকে একটি কাব্যময় উপসংহারের ধারণা দিলেন, এবং কবি জানেন কেমন ক'রে সেইটিকে পরিপূর্ণ সৌন্দর্যে বিকশিত করতে হবে। জনসাধারণের উপর তাদের কি প্রতিক্রিয়া হবে এ সম্বন্ধে তাঁর নিজের বিচারের উপরে নির্ভর ক'রে লিঙ্কন অবশ্য সিউয়ার্ডের সব প্রস্তাবই মেনে নিলেন না। অংশতঃ হয়ত তাঁর অসন্তোষের জন্য, কিন্তু প্রধানতঃ চেজের উপর ঈর্ষাপ্রসূত কাজে সিউয়ার্ড নব-নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে বিস্মিত ক'রে দিলেন। কারণ অভিষেকের আগের দিন সিউয়ার্ড এক পত্রে লিঙ্কনকে প্রদত্ত কার্যভার গ্রহণে তাঁর পূর্বস্বীকৃতি প্রত্যাহার করলেন। এই বিষম সঙ্কটের মুহূর্তে প্রচণ্ড আঘাত! কি করা যাবে? লিঙ্কন চিঠিখানি তুলে রাখলেন, যা হয় কাল করা যাবে।

চৌঠা মার্চের রাত পোহালো। এই রাজধানীতে গতকাল পর্যন্ত লিঙ্কনের পদাধিকারের সম্ভাবনার বিরুদ্ধে অনেকে বাজী রেখেছে। কিন্তু আজ দুপুর বেলায় বুকানন একখানি খোলা গাড়ীতে চড়ে, লিঙ্কনের হোটেলে এলেন। দুজনে একসঙ্গে চলে গেলেন। ক্যাপিটলে যাবার পথগুলি এই প্রথমবার সৈন্য দিয়ে সুরক্ষিত করা হয়েছে। সেনেটের প্রবেশদ্বার দিয়ে

সাড়ম্বর শোভাযাত্রা এবার ভিতরে এল। সেনেটের অলিন্দগুলিতে তত বেশী লোকের ভিড় হয়নি, কারণ বহু লোককে বন্দুকের গুলির সম্ভাবনা দূর করার জন্য ঢুকতে দেওয়া হয়নি, তবুও জনসমারোহ চমৎকার হয়েছে। ক্রমশ: পুরোবর্তীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘকায় মানুষটির উপর সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হল; হাতে টুপি এবং ছড়ি নিয়ে অসংখ্য দর্শকমণ্ডলীর পূর্ণ দৃষ্টির মধ্যে তিনি ধীরে ধীরে দালান পার হয়ে পূর্বদিকের বারন্দার সামনে মঞ্চের উপর উঠলেন। সম্মিলিত জনগণের আনন্দধ্বনির মধ্যে তাঁর পুরাতন সুহৃদ সেনেটার বেকার লিঙ্কনের পরিচয় দিলেন।

সমগ্র দৃশ্যের ধারণা করবার জন্য লিঙ্কন চারপাশে দৃষ্টিপাত করতে প্রথমেই তাঁর চোখ পড়ল বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দিকে। তাঁর বাঁ দিকে বসেছেন কূটনীতিক দল, যাঁদের তিনি চেনেন না; সেনেটারবর্গ বসেছেন তাঁর ডান দিকে, এবং তাঁর খুব কাছে বক্তৃতামঞ্চের সিঁড়ির ধারেই তিনি ডগলাসকে দেখতে পেলেন: লিঙ্কনের ঠিক নিচেই বসেছেন তাঁর স্ত্রী এবং তিন পুত্র। সভাস্থ সকলে কি দেখলেন? সকলেরই দৃষ্টি বক্তার দিকে, কিন্তু লিঙ্কনের চেহারা দেখে তাঁর সহকর্মীরা আদৌ প্রসন্ন হলেন না।

"তাঁর নতুন গজানো দাড়ি খাটো আর জুতোর বুরুষের মতো খোঁচা খোঁচা, ধোঁয়াটে রং, শক্ত, অত্যন্ত বিশ্রী; মুখটিকে বিকৃত করে দিয়েছে। অথচ এই দাড়ি বাদ দিলে তাঁর মুখ অনুভবের গভীরতা ও বীর্যব্যঞ্জক। তিনি একটি আনকোরা নতুন স্যুট, এবং চিরপ্রচলিত প্রথা অনুযায়ী ফ্রক কোটের বদলে একটি পিছন-ঝোলা কোট পরেছেন; খুব চকচকে লম্বা একটা সিল্কের হ্যাট, স্পষ্ট বুঝা যায় যে এই মাত্র বাক্স থেকে বার করে আনা হয়েছে, এবং প্রকাণ্ড এক আবলুস কাঠের ছড়ি—তার সোনা বাঁধানো মাথাটা একটা ডিমের মত বড়। এই অদ্ভুত সাজসজ্জায় তাঁকে এত অস্বস্তিকর দেখাচ্ছে যে, তাঁর জন্য মন খারাপ হয়ে গেল।"

লিঙ্কন এই বলে' তাঁর ভাষণ আরম্ভ করলেন যে তার পার্টি যে সব রাষ্ট্রে

দাসপ্রথা প্রচলিত সেই সব জায়গায় এ ব্যাপারে কখনও হস্তক্ষেপ করবার কোন চেষ্টা করেন নি। "মনের মধ্যে কোন কিছু গোপন না রেখে, এবং কোন কপট নিয়ম অনুসারে শাসনতন্ত্র অথবা বিধি ব্যাখ্যা করবার অভিসন্ধি পোষণ না করে' আমি পদাধিকারের শপথ গ্রহণ করলুম।" জাতীয় শাসনতন্ত্র অনুযায়ী প্রথম প্রেসিডেন্টের অভিষেকের পর যে বাহাত্তর বৎসর গত হয়েছে, সেই সময়ে পনের জন বিভিন্ন নাগরিক ক্রমানুসারে এই দেশ শাসন করেছেন, এবং মোটামুটি সাফল্যের সঙ্গেই তাঁদের কর্তব্য সম্পাদন করেছেন।

"হ্যাঁ, আমার পূর্ববর্তিগণের কার্যধারার অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ হয়ে, আমি সেই একই কর্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর হচ্ছি······বিরাট এবং দুর্লংঘ্য সমস্যার মধ্য দিয়ে। এতদিন ফেডার‍্যাল ইউনিয়ন ভেঙ্গে দেবার ভয় দেখান হয়েছে, এবার সে সম্বন্ধে ভীষণ আয়োজন হচ্ছে।······আমাতে যে ক্ষমতা ন্যস্ত হয়েছে তা সরকারের সম্পত্তি ও ভূমি রক্ষা, দখল ও অধিকার স্থাপন করবার জন্য এবং কর ও শুল্ক আদায় করবার জন্য প্রযুক্ত হবে; কিন্তু এই সব কারণে যতটা প্রয়োজন তার বেশী কোন আক্রমণ বা কোথাও কোন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ করা হবে না······এক বা অন্য দলে এমন কতকগুলি লোক আছে যারা, যে ভাবেই হোক, ইউনিয়ন নষ্ট করতে চায়, এবং সে কাজ করবার জন্য যে কোন অছিলা পেলেই খুসী হয়, এমন কথা আমি জোর করে বলব না, আবার অস্বীকারও করব না; তবে সে রকম লোক যদি থাকে, তাদের কাছে আমার কিছু বলবার নেই।" তারপর তিনি প্রশ্ন করলেন, প্রাকৃতিক দিক থেকে বিচার করলে উত্তর ও দক্ষিণের বিচ্ছেদ সম্ভব হবে কেমন করে? বল প্রয়োগ করা হবে কি? যদি তাই হয়, তবে তার পরবর্তী অবস্থা কেমন দাঁড়াবে?

"বান্ধবেরা যত অনায়াসে বিধিগঠন করতে পারেন, বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে তত সহজে কি সন্ধি করা সম্ভব হবে? বন্ধুদের মধ্যে যত বেশী বিশ্বস্তভাবে বিধি প্রতিষ্ঠা করা যায়, বিরুদ্ধচারীদের মধ্যে সেইভাবে কি সন্ধিসর্ত পালিত হবে?

ধরা যাক, যদি যুদ্ধই বাধে, অনন্তকাল তো আর লড়াই করা চলে না; এবং দু'পক্ষের সমূহ ক্ষতি, এবং দু'পক্ষেরই কোন লাভ না হবার পর, যুদ্ধ যখন থামবে, উভয় দলের মধ্যে আদান-প্রদান সংক্রান্ত পুরাণো সেই একই সমস্যাগুলি আবার আমাদের বিচার করতে হবে……।"

"জনগণের চূড়ান্ত ন্যায়পরতার উপর কেন আমরা ধৈর্য ধরে বিশ্বাস করতে পারবো না? এর সমান বা এর থেকে ভালো আশা পৃথিবীতে আর কি আছে? আমাদের এই বর্তমান মতভেদের ব্যাপারে উভয় দলই যে ন্যায়সঙ্গত কথা বলছেন এ সম্বন্ধে দু'পক্ষেরই কি আন্তরিকতার অভাব আছে? সকল জাতির সর্বশক্তিমান শাসনকর্তা তাঁর শাশ্বত সত্য ও ন্যায়পরতা নিয়ে যদি উত্তরবাসী আমাদের কিংবা দক্ষিণাঞ্চলবাসী আপনাদের পক্ষে থাকেন, তবে আমেরিকার জনসমূহের মহান ন্যায়পীঠের সিদ্ধান্তের মধ্যে নিশ্চিতই সেই সত্য ও ন্যায়পরতাই বলবৎ হবে।"

বক্তৃতার কতকগুলি উল্লেখযোগ্য অংশ হর্ষধ্বনির মধ্যে শ্রোতাদের অনুমোদন লাভ করেছে। এইবার বাইবেল নিয়ে কারণিক এলেন। সকলে দাঁড়িয়ে উঠলেন, এবং বিদায়ী প্রেসিডেণ্ট বুকানন, তাঁর হেলানো মাথা নিয়ে লিঙ্কনের পাশে এসে দাঁড়ালেন। লম্বা কালো পোশাকপরা, মামীর (mummy) মত শুকনো চেহারার এক অতি বৃদ্ধ সামনের দিকে এগিয়ে এলেন—এ অনুষ্ঠানে তিনি পৌরহিত্য করবেন। তিনি প্রধান বিচারপতি ট্যানি—ক্রীতদাস ড্রেড স্কট সম্পর্কিত বিখ্যাত রায় দিয়েছিলেন তিনিই। তাঁর স্বদেশানুরাগ লিঙ্কনের চেয়ে কোন অংশে ন্যূন নয়—লিঙ্কনকে শপথ করাবার সময় তাঁর অন্তরের ভাবাবেগ তাঁর মুখে ফুটে উঠল। সশ্রদ্ধভাবে ট্যানির দিকে একবার চেয়ে লিঙ্কন তাঁর প্রকাণ্ড হাত রাখলেন বাইবেলের উপর এবং ধীরে ধীরে শপথ বাক্য উচ্চারণ করলেন:

"আমি এব্রাহাম লিঙ্কন, আন্তরিকতার সঙ্গে শপথ করছি যে, ইউনাইটেড ষ্টেটসের প্রেসিডেণ্টের কর্তব্য বিশ্বস্তভাবে সম্পাদন করব, এবং আমার সর্বোত্তম

মর্থ্যে ইউনাইটেড ষ্টেটসের শাসনতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবো, পালন করবো বং মর্যাদা রক্ষা করব।"

সভা ভঙ্গ হ'ল—বিদায়ী এবং নব অভিষিক্ত প্রেসিডেণ্ট পরস্পরের হাত রে দালান পার হয়ে গেলেন। একজন লোক শেষ পর্য্যন্ত রয়ে গেলেন—র্শকদের মাথার উপরে একটা বিশিষ্ট স্থান থেকে অত্যন্ত বিরুদ্ধ মনোভাব নয়ে সমস্ত ব্যাপারটি তিনি দেখেছেন। বহুজন পরিচিত, সেনেটে এই টকসাসের প্রতিনিধি উপরের প্রবেশদ্বারে ঠেসান দিয়ে বুকের উপর দুহাত ুড়ে রেখে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বক্তৃতা শুনছিলেন—দক্ষিণী সেনেটারদের মধ্যে তনিই কেবল আজও ওয়াশিংটনে আছেন—দক্ষিণাঞ্চলের দূত ও প্রতীক—ূর্ত্তিমান ভবিষ্যৎ শত্রু।

লিঙ্কন ও তাঁর পরিবারবর্গকে নিয়ে গাড়ী চলল হোয়াইট হাউসে। মেরী আনন্দে উজ্জ্বল। আজ তিনি লক্ষ্যে উপনীত, তাঁর স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত। কত তাড়াতাড়ি চারিদিক ঘুরে ঘর, দালান, সুন্দর সুন্দর ফুলদানী, নরম কার্পেট, ঝকঝকে আলোর ঝাড়গুলি সব তিনি দেখে নিলেন।

সেই ঘর ও দালানগুলির মধ্য দিয়ে লিঙ্কনও চলে এলেন, কিন্তু মন তাঁর বিষণ্ণ; তিনি ভাবছেন মৃত্যু ছাড়া আর কোন শক্তি আছে কিনা যা তাঁকে এবং ইউনিয়নকে এই বাড়ি থেকে সরিয়ে দিতে পারে? দেওয়ালে ঝোলান লাল রেশমের বুটিদার পর্দাগুলির প্রশংসায় যখন মেরী মুখর, লিঙ্কন ভাবছেন এই গত তিনমাসে তারা কি সব কথা শুনেছে—এবং লিঙ্কন জানেন, এখানে যে কথাই উচ্চারিত হয়ে থাক্, ক্ষিপ্র জিহ্বাগ্রে বাহিত হয়ে সে সব কথা দক্ষিণীদের কর্ণগোচর হয়েছে। একমাত্র জিনিষ যা লিঙ্কনের ব্যবহারের জন্য রয়েছে তা হ'ল একটি লেখবার টেবিল—স্প্রাংফিল্ডে তাঁর সবচেয়ে কর্মব্যস্ত দিনের তুলনায় অনেক বেশী কাজ করতে হবে এই টেবিলে।

সেই সন্ধ্যায় সর্বপ্রথম যে চিঠি তিনি লিখলেন এবং যার শিরোনামা রইল

"নির্বাহী ভবন" ("Executive Mansion") সে হ'ল উইলিয়াম এইচ, সিউয়ার্ডের উদ্দেশে :

"মান্তবরেষু,

স্বরাষ্ট্র বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য আমার আমন্ত্রণ স্বীকৃতির প্রত্যাহার করে' ২রা আপনি যে পত্র দিয়েছেন, যথা সময়ে তা পেয়েছি। এইটি আমার পক্ষে একটি বিষম উৎকণ্ঠার বিষয় এবং বিপন্ন বোধ করে' আপনাকে আপনার প্রত্যাহার খণ্ডনের অনুরোধ করছি। আমার মনে হয় জনকল্যাণের মুখ চেয়ে আপনি তা খণ্ডন করবেন, ব্যক্তিগত ভাবে এটা আমারও একান্ত অভিলাষ। অনুগ্রহ করে' ব্যাপারটি বিচার করবেন এবং কাল সকাল ৯টার মধ্যে উত্তর দেবেন।

"আপনার বশংবদ ভৃত্য"

ক্যাপটেন ভাবছেন ইঁদুরগুলো এবার জাহাজ ছেড়ে পালাচ্ছে, ঠিক যে সময়ে তিনি ভার নিচ্ছেন, সেই সময়েই তারা সরে পড়ছে। জানালার ভিতর দিয়ে রাত্রের অন্ধকারের দিকে চেয়ে লিঙ্কন দেখেন আর ভাবেন! কালো কালো ঐ যে ছায়া, ওগুলো কি গুপ্তচর, হত্যাকারী কিংবা ক্রীতদাস? শহর কি সত্যই বিদ্রোহীতে ভরে' গেছে? তাহলেও যাঁরা এই আলোকিত জানলার দিকে চাইছেন এবং নতুন মানুষটির সামর্থ্যের কথা ভাবছেন তাঁদের মধ্যে কল্যাণকামী সহৃদয় নাগরিকও তো নিশ্চয়ই আছেন?

দূরে সাগরের মত প্রশস্ত পটোম্যাক বয়ে যাচ্ছে; জানালার ভিতর থেকে লিঙ্কন তার আভাষ পাচ্ছেন। এই নদীর পরপারে সশস্ত্র শত্রুদল দাঁড়িয়ে আছে —তাদের দুর্গ আছে, অর্থ ও জনবল আছে—আর আছে বুকভরা বিদ্বেষের আগুন। কাল তারা আঘাত হানবে, কিংবা যদি কাল না হয়, তবে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই। তা হ'লে তিনি কি হোয়াইট হাউসের নিয়ন্তা, না তাতে বন্দী?

একটি বিষয়ের উপর সব কিছুই নির্ভর করছে ; অদৃষ্টের সম্মুখীন হবার মত পর্য্যাপ্ত মনোবল।

প্রেসিডেণ্টরূপে শপথ নেবার পরদিন, হোয়াইট হাউসে ঘুম ভাঙার পর প্রথম সকালে লিঙ্কন দেখলেন ফোর্ট সামটার থেকে একখানা চিঠি তাঁর টেবিলের উপর রাখা আছে। বিদায়ী প্রেসিডেণ্টের কাছ থেকে গত কয়েক মাসে কোন সাহায্য না পেয়ে দুর্গাধিপ এখন নতুন রাষ্ট্রপতিকে এই চিঠিতে সব কথা জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন যে, নতুন সৈন্যদল না পেলে কয়েক সপ্তাহের পর তিনি আর দুর্গ রক্ষা করতে পারবেন না। ইউনিয়নের সকল সম্পত্তি বজায় রাখবার শপথ নিয়েছেন লিঙ্কন, এবং সেই সম্পত্তির অন্যতম হ'ল এই দুর্গ। লিঙ্কন বল্লেন, "অ্যানডারসন যদি ফোর্ট সামটার ত্যাগ করতে বাধ্য হন, তা হ'লে আমাকেও হোয়াইট হাউস ছাড়তে হবে।"

চার্লসটন বন্দরে একটি দ্বীপের উপর এই দুর্গটি—এর সৈন্য সংখ্যা একশ'র বেশী নয়, তবে কামান দিয়ে এটি সুসজ্জিত। জানুয়ারী মাস থেকে একটি অকথিত সাময়িক সন্ধির অবস্থা চলেছে এখানে—সেই অনুচ্চারিত সর্তটি এই যে, উত্তর থেকে এখানকার সৈন্যসংখ্যা বাড়াবার চেষ্টা যতদিন না হবে দক্ষিণীরা ততদিন দুর্গ আক্রমণ করবেন না।

সিউয়ার্ড দুর্গ সমর্পণের পরামর্শ দিলেন ; এমন কি বৃদ্ধ স্কট বল্লেন যে দুর্গটি রক্ষা করা অসম্ভব। ভগ্নোৎসাহকরণের এই প্রথম উদাহরণ, কিন্তু পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে বারংবার দেখা যাবে যে, নিজে ইতস্ততঃ করলেও, প্রেসিডেণ্ট সংশয়গ্রস্ত সৈন্য-বিভাগকে উদ্দীপিত করতে বাধ্য হয়েছেন। এটি কেবল সাহসের নয়, কূটনীতিরও সমস্যা। দুর্গ সমর্পণ করলে সীমান্ত বরাবর সর্বত্রই দক্ষিণীদের উৎসাহ বেড়ে যাবে। অপর দিকে, সৈন্যদল এবং যুদ্ধোপকরণ পাঠালে সেটা শত্রুর পক্ষে প্রত্যক্ষ যুদ্ধাহ্বান বলে' গণ্য হবে, যুদ্ধ আরম্ভের কারণ হবে ; প্রথম থেকেই ইউরোপকে উত্তরাঞ্চলের উপর বিরূপ

করে' দেবে এবং উত্তরাঞ্চলে যে সব বিরুদ্ধবাদী আছে তারা সমালোচনায় ব্যবহারের জন্য কতকগুলি লাগসই বুলি সৃষ্টি করবে।

এখনই যে সব সমালোচনা হচ্ছে সেগুলি কি যথেষ্ট কটু নয়? সারা দেশ জুড়ে র‍্যাডিক্যালপন্থী খবরের কাগজগুলি লিখছে যে প্রেসিডেন্ট অন্ধ, অকর্মণ্য অথবা কাপুরুষ—সিউয়ার্ডের যুদ্ধবিরোধী মনোভাবের ছোঁয়াচ লেগেছে তাঁর। লিঙ্কন কি করেছেন? একটি মাত্র প্রত্যক্ষ কাজ যে জন্য তাঁকে কৃতিত্ব দেওয়া যায়, সে হ'ল বিদ্রোহীদের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে দেখা করতে গররাজী হওয়া। অপর দিকে, ডেমোক্র্যাটরা চীৎকার করছে যে, সামটার দুর্গ এখনি ছেড়ে দিয়ে যে কোন ভাবেই শান্তি স্থাপনা করা হোক। "কৃষ্ণাঙ্গ" প্রেমিক রিপাব্লিক্যানদের সঙ্গে তারা কোন সম্পর্ক রাখতে চায় না। এই সঙ্গে আবার আজগুবী গুজব চারদিকে রটেছে—তার মধ্যে একটা হ'ল যে, স্থায়ী সৈন্যদলের নায়কেরা ক্রমে ক্রমে দল ছেড়ে দক্ষিণের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে। লিঙ্কনের কানে সব কথাই আসছে, খবরের কাগজও তিনি পড়ছেন; দর্শনাকাঙ্ক্ষীরা, বিশেষজ্ঞরা ও জনসাধারণ যা কিছু বলছেন সবই তিনি শুনছেন এবং সারা মার্চ মাস ভোর তিনি একটি সমাধানের সন্ধান করছেন।

অবশেষে একটি সমাধান তিনি ভেবে বার করলেন। মার্চ মাস শেষ হয়ে আসছে, ফোর্ট সামটারে অ্যানডারসনের অসুবিধা আরো বাড়ছে এবং এর মধ্যেই সম্ভবতঃ সৈন্যদের খাবারের ঘাটতি পড়েছে। এদিকে হোয়াইট হাউসে প্রথম বিরাট ও সাড়ম্বর অভিনন্দন সম্মেলনের অনুষ্ঠান হচ্ছে। সুচারুপরিচ্ছদ-শোভিতা স্ত্রীর সঙ্গে নতুন একটি পিছন-ঝোলা কোট গায়ে লিঙ্কন সম্মেলনে যোগ দিলেন—তাঁর শিষ্টতার ত্রুটি ধরবার জন্য শত শত অভ্যাগত দ্বেষ-দৃষ্টিতে তাঁকে লক্ষ্য করছে। লিঙ্কনের সেই পুরাণো ভাব—স্বচ্ছন্দে হাসিমুখে সকলের সঙ্গে মিশছেন। পরদিন "টাইমসের" সংবাদদাতার বিবরণে প্রকাশিত হ'ল যে, ঘোড়া ও মাতাল গাড়োয়ান, এবং পশ্চিমাঞ্চলের জীবনধারার আরো নানা ঘটনার গল্প ব'লে প্রেসিডেন্ট অভ্যাগতদের খুব হাসিয়েছেন। প্রেসিডেন্টের

ই ব্যবহারে অতিথিরা নিশ্চয়ই ভাবলেন যে আসন্ন কোন বিপদের সম্ভাবনা াকতে পারে না—এবং লিঙ্কন সকলের মনে ঠিক এই ভাবটিই জাগাতে চেয়েছলেন। কিন্তু মন্ত্রিপরিষদের সভ্যদের কাছে লিঙ্কন অন্য কথা বল্লেন। ়ুষ্ঠানের পর অপেক্ষা করিয়ে তিনি তাঁদের জানালেন যে, স্বট অবিলম্বে কোর্ট ামটার ছেড়ে দেবার জন্য জিদ করছেন। অত্যন্ত বিচলিত হয়ে সদস্যরা ়োয়াইট হাউস ত্যাগ করলেন। কয়েক ঘণ্টা পরে ফিরে এসে পরিষদের এক ত্যুষ অধিবেশনে তাঁরা প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্ত শুনলেন। খাদ্য-সম্ভার ভর্তি রে' তিনি একখানি জাহাজ দুর্গে পাঠাচ্ছেন এবং গভর্ণরকে সরকারী ভাবে ানাচ্ছেন যে, অনাহার থেকে সৈন্যদের রক্ষা করবার জন্যই এ ব্যবস্থা করা হ'ল। ভর্ণর যদি ভুল না বোঝেন, তা হ'লে ইউনাইটেড ষ্টেটস্ গভর্ণমেন্টের সম্মান ়ায় থাকবে, এবং সৈন্যদলের একান্ত অভাব পূরণ হবে। আর যদি, গত য়েক সপ্তাহ ধরে' গভর্ণর যেমন রণোন্মুখ বলে' নিজেকে প্রচার করছেন ়মনি থাকেন, তা হ'লে তিনি এইটিকে উত্তেজক কারণ বলে' ধরে নিয়ে প্রথম গালা ছুঁড়ে প্রত্যুত্তর দেবেন। এর ফলে রুদ্ধ আবেগ মুক্ত হবে, দক্ষিণকে দ্ধ আরম্ভ করবার জন্য দায়ী করা যাবে, এবং যে ঘৃণা-মিশ্রিত ক্রোধ না াগলে কোন যুদ্ধ জয় করা যায় না, উত্তরে সেই বিদ্বেষভাব প্রসারিত হবে।

চাষী ও কূটনীতিজ্ঞের বুদ্ধি এসে মিলেছে এই ক্ষেত্রে, এবং লিঙ্কন যেমন ভবেছিলেন, ব্যাপারও ঘটল সেই রকম। খাদ্যবাহী জাহাজ বন্দর থেকে াড়িয়ে দক্ষিণী সৈন্যেরা দুর্গের উপর গোলা ছুঁড়তে লাগল। গোলা লেগে তাকা নষ্ট হ'ল—অগ্নিবৃষ্টি চলছে দেখে' অ্যানডারসন আত্মসমর্পন করলেন বং সৈন্যদল সরিয়ে নিলেন। সারা জগৎ মনে রাখল এই তারিখটি, চোদ্দই প্রিল,—এই দিনেই অন্তর্যুদ্ধ প্রত্যক্ষভাবে আরম্ভ হ'ল; কিন্তু চারবৎসর পরে ার রক্তে এই তারিখের যে পুনরাভিষেক হবে কোন লোকেরই ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে ার ছবি পড়ল না।

এর ফল হ'ল প্রচণ্ড, অথচ সেই সঙ্গে উৎসাহোদ্দীপক। উত্তরাঞ্চলের

সর্বত্র ধ্বনি উঠল "দক্ষিণের সৈন্যেরা গোলার আগুনে তারকা-শোভিত পতাক নষ্ট করেছে।" উত্তরের লক্ষ লক্ষ অধিবাসী একতান হয়ে প্রতিশোধের দাবি জানালে। পার্টির দলাদলি থেমে গেল, বিরোধী পক্ষেরা মিলে গেল কিংব পরস্পরের দ্বন্দ্ব বন্ধ হ'ল; সকলেরই মনে হচ্ছে, একটা ভয়াবহ কাণ্ড ঘটেছে আশি বৎসর পূর্বে 'তারা আর ডোরা' আঁকা ইউনাইটেড ষ্টেটসের জাতী পতাকা জর্জ ওয়াশিংটনের মাথার উপর সর্বপ্রথম উড়বার পর, এরকম অভাবনী ব্যাপার আর কখনও ঘটেনি। এই মুহূর্তে, এবং কেবল এখনি, সমগ্র দেশ লিঙ্কনের মুষ্টিগত। পঁচাত্তর হাজার স্বেচ্ছাসৈনিকের জন্য আবেদনের উত্তরে কয়েক দিনের মধ্যে বিরানব্বই হাজার লোক নাম লেখালে; জুন মাসে সংখ্যা উঠল ত্রিশ লক্ষে। সৈন্যদলে এদের নেওয়া হ'ল মাত্র তিন মাসের জন্য— কারণ, আইন অনুমোদিত সময়ের মধ্যে এইটাই সব চেয়ে দীর্ঘ।

বর্ত্তমানে, অবশ্য, একজন সৈনিকও চোখে পড়ছে না। স্থায়ী সৈন্যের সামূহিক সংখ্যা মাত্র তিন হাজার। স্বেচ্ছাসৈনিকরা গেল কোথায়? চোখের পলকে কি তাদের জড়ো করে' হাতে অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা যায়? যুদ্ধ হবে কোন্ জায়গায়? অভিযানের কোন খসড়া তৈরী হয়নি, কারণ, এতো অন্তর্যুদ্ধ। সীমান্তের রাজ্যগুলি কি করবে? সবার চেয়ে রাজধানীর সিংহ-দরজার কাছেই যে রাজ্য, ভার্জিনিয়া, তার কি মতলব? কনফেডারেটভুক্ত রাজ্যগুলি সম্বন্ধে প্রেসিডেন্টের মনোভাব জানবার জন্য অনেকেই এসে তাঁকে একথা সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করেন। ব্যাপারটাকে সোজাসুজি না বলে তিনি জানিয়ে দেন যে, তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে সেটা ব্যক্ত করা হয়েছে: "আপনি বরং বেশ মনোযোগ দিয়ে এই বক্তৃতাটি পড়ুন—আমার অভিপ্রায় তাতে বিশদভাবে বলা হয়েছে।"

অব্যবহিত পরেই ভার্জিনিয়া ইউনিয়ন ছাড়বার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলে। পটোম্যাক নদী এখন রাষ্ট্রের সীমারেখায় পরিণত হ'ল। শত্রু রইল ঐ জল প্রবাহেরই ওপারে—হোয়াইট হাউসের দৃষ্টির ভিতরে।

রাত্রি থেকে সকালের মধ্যে যত অনায়াসে এবং প্রচণ্ড হট্টগোলের মধ্যে টা বিভিন্ন পরিবার পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে, একই বাড়ীতে কে দুই ভায়ের পক্ষে ব্যাপারটা সে রকম সহজ হয় না। প্রথম উন্মাদনার রকদিনের মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণে তিনমাসের যুদ্ধবিরতি চুক্তি হ'ল—দুই দল র মধ্যে প্রস্তুত হয়ে নিলে।

প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কন ৪ঠা জুলাই কংগ্রেসে যে চমৎকার বাণী দিলেন তাতে : যুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁর নৈতিক ও ঐতিহাসিক ধারণা বিশদভাবে ব্যক্ত হল। ন্ত্র সমর্থনে এ ধরণের বক্তৃতা কোনকালেই ইউরোপে দেওয়া হয়নি, ং আমেরিকাতেও এর পূর্বে আর কখনও নয়। চার লক্ষ লোক এবং প্রশ কোটি ডলার বরাদ্দের দাবী জানিয়ে প্রেসিডেণ্ট তাঁর ভাষণ আরম্ভ রলেন। "যাঁরা আজ তাঁদের সর্বস্ব দিতে প্রস্তুত, এই অর্থ তাঁদের সম্পদের ইশ ভাগের এক ভাগ মাত্রও নয়।" যে সঙ্কটের মধ্যে ইউনিয়নের তিষ্ঠা হয়েছিল তার সঙ্গে তিনি বর্তমান সঙ্কটের তুলনা করলেন—এখনকার স্যা সেই ইউনিয়ন বজায় রাখার; আগেকার দিনের তুলনায় দেশ কত ক্ততর হয়ে উঠেছে সে কথা বুঝিয়ে দিয়ে তিনি বল্লেন: "সেদিন দেশবাসীর বিকার স্থাপনার জন্য যে দৃঢ় সঙ্কল্পের প্রয়োজন হয়েছিল, আজ সেই স্বাধীন ধিকারগুলি রক্ষা করবার জন্য নিশ্চয়ই আমাদের প্রত্যেকের সেই সুদৃঢ় নাই আছে।"

উত্তর এবং দক্ষিণের মধ্যে আইনগত এবং তত্ত্বগত বিভেদ থেকে যে সব রণা জাগে, সম্মিলিত রাজ্যগুলির (কন্‌ফেডারেট্ ষ্টেটস্) নূতন রচিত সনতন্ত্রে সেগুলি সমর্থিত হচ্ছে, এই বক্তব্যের উপর বিশেষ জোর দিয়ে এই কে তিনি "জনসাধারণের বিরোধ"-এর অন্তর্নিহিত প্রকৃতিটিকে স্পষ্ট করলেন। উনিয়নের কাছে এই সংগ্রামের উদ্দেশ্য হ'ল, জগতে সেই ধরণের এবং কৃতির শাসনতন্ত্র বজায় রাখা যার প্রধান লক্ষ্য মানুষের অবস্থার উন্নতিসাধন—দলের কাঁধ থেকে কৃত্রিম ভার ফেলে দেওয়া, প্রশংসনীয় কাজের মধ্যে যাতে

নির্বাধভাবে জীবন আরম্ভ করতে পারে সেই পথ পরিষ্কার করা এবং প্রত্যেককে জীবন সংগ্রামে ন্যায্য সুযোগ দেওয়া।…আমাদের লোকায়ত শাসনতন্ত্রকে প্রায়শই 'পরীক্ষামূলক' বলে বর্ণনা করা হয়েছে।…একটি [বিষয়] এখনও বাকি থাকছে…সেটি হচ্ছে এইটিকে নষ্ট করবার দুর্দ্ধর্ষ আভ্যন্তরিক চেষ্টার বিরুদ্ধে এই শাসনতন্ত্রকে সার্থকভাবে রক্ষা করা। এখন তাদের [আমাদের জনসাধারণের] উচিত জগৎকে দেখিয়ে দেওয়া যে, ন্যায়সঙ্গতভাবে যাঁরা একটা নির্বাচন পরিচালনা করতে পারেন, বিদ্রোহও তাঁরা দমন করতে পারেন—দেখিয়ে দেওয়া যে, বুলেটের (গোলাগুলির) ন্যায্য ও শান্তিপূর্ণ উত্তরাধিকারী হয়েছে ব্যালট (গুপ্তভোট বা মত) এবং এই মতানুগ ন্যায্য ও বিধিসঙ্গত সিদ্ধান্তের পর গোলাগুলির কাছে আর কোন সার্থক আপীল করা চলে না।…এই রকমটি হ'লে, সেটি হবে শান্তির একটি মহান উদাহরণ: এ থেকে জনগণকে শিক্ষা দেওয়া যাবে, নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যা তাঁরা লাভ করতে পারেন না, যুদ্ধ করেও সে বস্তু তাঁরা পাবেন না; যুদ্ধ আরম্ভের নিমিত্ত হবার বোকামি সম্বন্ধে সকলকে সচেতন করে দেওয়া যাবে।"

দেখা যাচ্ছে যে পূর্বের মত এখনও লিঙ্কনের দৃষ্টি সমগ্র মনুষ্য সমাজের দিকে; দাস-সমস্যার চেয়ে ইউনিয়নকে তিনি প্রাধান্য দেন এবং তাঁর কাছে তার চেয়েও গুরুতর হল স্বাধীনতার মূলনীতি; আর জগতের সম্মুখে একটি মহান নৈতিক উদাহরণ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যখন তিনি বলেন, তখন তিনি তাঁর অন্তরের কামনাটিই প্রকাশ করেন।

এটি যে তাঁর মনের কথা তা আরও ভাল করে জানা যায়, কারণ, সব সময়কার মত এখনও সমস্যাটির রাজনৈতিক দিকের চেয়ে তার সামাজিক রূপ সম্বন্ধেই তিনি অধিক উদ্বিগ্ন। কয়েক মাস পরে কংগ্রেসে আর একটি বাণীতে লিঙ্কন ঘোষণা করলেন যে, গণতন্ত্রের নীতিকে রক্ষা করাই বর্তমান সংগ্রামের প্রধান উদ্দেশ্য, কারণ জনগণের প্রভুত্ব থেকে মুক্তিলাভের জন্য দক্ষিণাঞ্চলে মাঝে মাঝে রাজতন্ত্র স্থাপনার ইঙ্গিতও দেওয়া হয়ে থাকে।

"কিন্তু আর একটি বিশেষ কথা আছে, অন্যগুলির মতো সেটি এত বেশীবার
লোচিত হয় নি, সুতরাং অবসরের জন্য তাতে মনোযোগ দেবার অনুরোধ
ছি। সেইটি হ'ল, শাসনতন্ত্র গঠনে মূলধনকে শ্রমের উপরে না হলেও, সমান
দা দেবার প্রয়াস করা। এটা ধরে নেওয়া হয় যে, কেবল মূলধনের সূত্রেই
সুলভ হয় এবং কোন রকমে মূলধন খাটিয়ে লোককে প্ররোচিত করলেই
ব লোকে শ্রম করে, অন্যথায় করে না। এ ধারণা মেনে নিলে, এর পরের
চার হল কোন্ ব্যবস্থা ভালো? মূলধন শ্রমিক ভাড়া করবে এবং সেই
ড়ার জন্য শ্রমিক নিজের সম্মতিতে কাজ করবে; অথবা শ্রমিককে মূল্য
য় কিনে তাদের সম্মতির অপেক্ষা না রেখে তাদের খাটাবে? এতদূর পর্যন্ত
ল, স্বভাবতঃই এই সিদ্ধান্ত করা হয় যে, সব শ্রমিকই ভাড়াটে অথবা
মাদের ভাষায় যারা দাস। এরপর এটাও ধ'রে নেওয়া হয় যে, একবার যে
ড়ায় খেটেছে, সারা জীবনের জন্য সেই অবস্থায় তাকে থাকতে হবে।

"এই যে ধারণা করে নেওয়া হয়েছে, মূলধন ও শ্রমের মধ্যে কিন্তু সে রকম
ন সম্পর্ক নেই অথবা এমনও কোন কথা নেই যে, স্বাধীন মানুষকে
কাল ভাড়াটে শ্রমিকের অবস্থায় আটকে থাকতে হবে। এ দুটো ধারণাই
গ্যা, এবং এই ধারণা থেকে সমস্ত সিদ্ধান্তই ভিত্তিহীন।

"শ্রম মূলধনের চেয়ে বড় এবং মূলধন-নিরপেক্ষ। শ্রমের ফলই হল
ধন এবং প্রথমে শ্রম না থাকলে মূলধনের অস্তিত্বই থাকতো না। মূলধনের
য় শ্রম উচ্চস্তরের বস্তু এবং সেই কারণে বেশী মর্যাদা তারই প্রাপ্য।
ধনের অবশ্য নিজস্ব অধিকার আছে, অন্যান্য অধিকারগুলির মতো
গুলিকেও নিরাপদে রক্ষা করা প্রয়োজন। পরন্তু একথাও অস্বীকার করা
না যে, শ্রম ও মূলধনের মধ্যে পরস্পরের সহায়ক একটি সম্বন্ধ আছে এবং
ত চিরকাল তা থাকবে। সমাজের সমগ্র শ্রমই যে এ সম্পর্কের মধ্যে
ভ, এই ধারণাটাই ভুল।

"মূলধন আছে মাত্র কয়েকজনের, এবং এই ক'টি লোক নিজেরা পরিশ্রমের

দায় এড়িয়ে ঐ মূলধন দিয়ে অপর কয়েকজনের শ্রম ভাড়া নেন, কিংবা কিনে নেন। সমাজের অধিক সংখ্যক লোক এই দুই শ্রেণীর বাইরে—তাঁরা অপরের জন্য শ্রম করেন না, অথবা তাঁদের নিজেদের সুখ সুবিধার জন্য অপরকে পরিশ্রম করান না। দক্ষিণের অধিকাংশ রাজ্যে সর্ব বর্ণের সমগ্র জনসংখ্যার অধিকাংশ ক্রীতদাস ন'ন—দাসমালিকও ন'ন……। তাঁরা সপরিবারে…নিজস্ব খামারে আপন আপন বাড়ীতে ও দোকানে নিজেদের জন্য শ্রম করেন; যা কিছু ফসল, সুবিধা বা লাভ হয় সে তাঁদের নিজস্ব—তার জন্য একদিকে যেমন মূলধনের অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে হয় না, অপরদিকে তেমন ভাড়াটে কর্মী অথবা ক্রীতদাসের মুখাপেক্ষাও থাকে না।……এ জগতে পরিণামদর্শী সম্বলহীন লোক কিছুদিন মজুরীর বদলে কাজ করে উদ্বৃত্ত অর্থে কাজের জন্য যন্ত্রপাতি কিংবা চাষের জমি কেনেন, কিছুকাল একাই কাজ করেন, এবং শেষকালে তাঁর মতো যিনি জীবন আরম্ভ করছেন এমন লোককে মজুরী দিয়ে তাঁর সাহায্য নেন। যাতে সকলেই সুযোগ পায়, আশার আলো পায় এবং নিজেদের শক্তির বিকাশের ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্র এবং নিজ নিজ উন্নতির সুবিধা পায়, এইটি হ'ল তার ন্যায্য প্রশস্ত এবং কল্যাণকর প্রণালী। দারিদ্র্যের মধ্যে থেকে নিজেদের শ্রমে যাঁরা উচ্চতর অবস্থায় উঠেন, জীবিতদের মধ্যে তাঁদের চেয়ে বেশী বিশ্বাসভাজন আর কেউ নেই; যা তাঁরা নিজেরা সৎ উপায়ে উপার্জন করেন নি তা নিতে বা ছুঁতে তাদের মত অনিচ্ছুক আর কেউ নেই। যে রাজনৈতিক শক্তি আজ তাঁদের করায়ত্ত তা পরকে সমর্পণ করবার আগে আমি তাঁদের সতর্ক করে দিচ্ছি। যদি এ শক্তি অপরে সমর্পিত হয়, তবে আমি যাঁদের কথা বল্লুম, সেই শক্তি, তাঁদের সকলের উন্নতি বন্ধ করবার জন্য নিশ্চয়ই ব্যবহৃত হবে, এবং যতদিন না সকল স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়, ততদিন পর্যন্ত ঐ শক্তিসহায়ে জনসমাজের উপর নিত্য নূতন অসুবিধা ও ভার চাপানো হ'তে থাকবে।"

আমেরিকান ইউনিয়ন, বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলের মতো সে সময়ে কোন ইউরোপীয় রাষ্ট্রই যুদ্ধের জন্য এত অপ্রস্তুত ছিল না। উত্তরের রাষ্ট্রগুলির লোক ছিল যথেষ্ট, এবং ফোর্ট সামটারের পতনের পর জনতার উৎসাহও ছিল প্রচুর; উত্তম এবং অর্থও ছিল—অভাব কেবল সেনানায়কদের এবং বিশেষ করে সমগ্র বাহিনী পরিচালনে দক্ষ সেনাপতির। স্থল ও নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ হলেন প্রেসিডেণ্ট নিজে; কিন্তু তাঁর বহু পূর্বাধিকারী বা প্রতিদ্বন্দ্বীরা যেমন যুদ্ধ সম্বন্ধে কিছু জানতেন না, বর্তমান প্রেসিডেণ্টও তেমন—তাছাড়া, নিজে যদি তিনি সুনিপুণ সেনাপতি হতেন তবুও কেবল বৃত্তিগত গুণাগুণের উপর নির্ভর করে সেনানায়কদের মধ্য থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে কাকে কোথায় পাঠাতে হবে তা নির্ধারণ করতে পারতেন না; কারণ প্রেসিডেণ্টরূপী সেনাধ্যক্ষের উপরে, পৃথিবীর অন্য সব দেশের এমন কি ইংলণ্ডেরও তুলনায় আরও বেশী শক্তিমান এক মহানায়ক ছিলেন—এবং তিনি হলেন মার্কিণের জনমত।

ইত্যবসরে খবরের কাগজে রিচমণ্ড অভিমুখে এগিয়ে যাবার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছিল, কারণ একদিকে যেমন ইউরোপীয় হস্তক্ষেপের ভয় ছিল, অন্যদিকে সাধারণ্যে এই বিশ্বাস জাগছিল যে, শত্রুরা তাদেরই মতো অপ্রস্তুত বিধায় দ্রুত আক্রমণে এখনি তাদের সহজে হটিয়ে দেওয়া সম্ভবপর। ইউনিয়নের রাজধানীর এত কাছে কনফেডারেটের নব রাজধানী স্থাপন করলে কেন? সে কি কেবল দম্ভের বশে? ওয়াশিংটন থেকে মাত্র একশ মাইল ব্যবধানে স্থান ঠিক না করে সুদূর দক্ষিণে নিউ অরলিন্সকে কেন তাঁরা বেছে নিলেন না? তার কারণ রাজ্য হিসাবে ভার্জিনিয়া শক্তিশালী এবং প্রধান রাজ্যগুলির একতম এবং এখান থেকে সীমান্ত রাজ্যগুলির উপর অতি দ্রুত চাপ দেওয়া সম্ভব হবে।

প্রত্যাশা বা নির্দেশের আতরিক্ত শক্তিশালী অথচ অশিক্ষিত এবং প্রায় নেতৃত্বহীন সৈন্যদল জমায়েৎ হচ্ছে; সীমান্তের কাছাকাছি ইউনিয়নের রাজধানী একটি সশস্ত্র শিবিরে পরিণত হচ্ছে এবং সহস্র সহস্র সৈন্য রাখবার জন্য শহরের চারপাশে নানা ব্যবস্থা চলেছে। প্রেসিডেণ্ট পতাকা উৎসর্গ করছেন, হাসপাতাল

পরিদর্শন করছেন, সৈন্যদের কুচকাওয়াজে উপস্থিত থাকছেন এবং এগিয়ে যাবার জন্য জনসাধারণের আবেগ লক্ষ্য করছেন—কিন্তু এই অগ্রসর হবার আদেশ তিনি দিতে পারছেন না, কারণ সমস্ত সৈন্য পরিচালনা করবার মত তাঁর সেনানায়কের অভাব। "যত গর্ত আছে তার মধ্যে দেবার মত তত খোঁটা আমার নেই", অলঙ্কার দিয়ে বলেছেন তিনি।

লিঙ্কন অবশ্য ব্যাপক আক্রমণের বিরুদ্ধে মত জানালেন। তিনি বোঝালেন যে, রেলওয়ে যোগাযোগ পর্য্যাপ্ত নয় এবং পরামর্শ দিলেন যে, শত্রুসৈন্যদের তাড়িয়ে দেবার মতো ও পরাজয়ের সম্ভাবনা নিবারণ করবার উপযুক্ত একটা কৃত্রিম আক্রমণই যুদ্ধারম্ভের পক্ষে যথেষ্ট হবে। কিন্তু স্কটের তা আদৌ মনোমত নয়; জুলাই মাসের এক রবিবারে পূর্বাঞ্চলীয় সৈন্যদলকে তিনি ব্যাপক আক্রমণে লাগিয়ে দিলেন এবং পটোম্যাকের উপনদী বুল রাণের তীরে প্রথম বিষম পরাজয় বরণ করলেন। পশ্চাদপসরণ করে সবাই রাজধানীতে এসে পড়ল, এবং যে সব সেনেটার ও অন্য নাগরিক যুদ্ধজয় দেখবার আশায় গাড়ী বা ঘোড়ায় চড়ে গিয়েছিলেন তাঁদের কথাবার্তায় সাধারণের আতঙ্ক বেড়ে গেল। এক গুজব ছাপিয়ে আর এক গুজব উঠে। জয়ের সুযোগ নিয়ে দক্ষিণীরা যে এগিয়ে আসতে পারে, এ আশঙ্কা করবার যথেষ্ট কারণও বর্তমান। ব্যাপক গোলমালের মধ্যে যখন সেনেট এবং কংগ্রেসের সদস্যদের মাথা ঘুলিয়ে যাচ্ছে, প্রেসিডেন্টের স্থৈর্য তখন সকলের চোখে পড়ে। ধীরভাবে তিনি রাজধানীতে দরকারী সব ব্যবস্থার নির্দেশ দিলেন এবং পরাজিত সেনানায়ককে তার করলেন, "ওয়াশিংটন এবং সৈন্যবাহিনীকে রক্ষা করুন।"

স্পষ্টতঃই অব্যবহিত প্রয়োজন একজন নূতন সৈন্যবাহিনী-পরিচালকের। দেশ চায় একটি তরুণ বীর, অথচ স্কটের বয়স পঁচাত্তর। পূর্ণ অভিজ্ঞ মানুষ তো পাওয়া যাচ্ছে না, প্রেসিডেন্ট তাই ভাবছেন, এমন কে আছেন যাঁকে সৈন্যেরা ভালবাসে এবং নাগরিকেরাও ভালভাবে জানেন। এই সময়ে যা অপরিহার্য

সেই ভরসা জাগে কার নামে? যুদ্ধের প্রথম তিন মাসের মধ্যে একটি বিশিষ্ট কৃতিত্ব দেখাতে পারবেন, এমন কে আছেন? দক্ষিণী প্রভাবাপন্ন শেষ লোক-গুলিকে সে অঞ্চল থেকে তাড়িয়ে দিয়ে ম্যাক্‌ক্লেল্যান অতিশয় দ্রুত এবং সার্থকভাবে নতুন রাজ্য পশ্চিম ভার্জিনিয়া (পুরাণো ভার্জিনিয়ার যে অংশ ইউনিয়নের আনুগত্য স্বীকার করে) সংগঠিত করেছেন, এবং সেই হেতু জন-সমাজে সমাদৃত হয়েছেন। সেনাপতি হবার পক্ষে অবশ্য এ যোগ্যতা বিশেষ ধর্তব্য নয়, কিন্তু আর সকলের তুলনায় এটি একটি বিশেষ কৃতিত্ব। স্থায়ী সৈন্যদলে নায়কের তালিকায় কি তাঁর নাম আছে? এককালে তিনি অফিসার ছিলেন। বর্তমানে তিনি রেলরোড পরিচালকবর্গের অন্যতম, তবে মেক্সিকোর বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি ইঞ্জিনীয়ার অফিসার হিসাবে সুনামের সঙ্গে কাজ করেছেন, এবং ক্রিমিয়ার যুদ্ধে সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত পর্যবেক্ষকরূপে তিনি উপস্থিত ছিলেন। তিনি কিন্তু রিপাব্লিকান ন'ন, ডেমোক্র্যাট। সে বরং ভালই। দেশের লোকেরা তা হ'লে বুঝবেন যে, কেবল তাঁর প্রতিভার জন্যই তাঁকে এই উচ্চপদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সত্যই কি তাঁর প্রতিভা আছে? কে জানে? যাই হোক লোকেরা তো বলে, তিনি দ্বিতীয় নেপোলিয়ন।

নূতন সেনাপতির বিবেচনায় তাঁর আড়াই লক্ষ সেনানীর শিক্ষায় আগামী তিন মাস নিয়োগ করা প্রয়োজন; সেভাবেই তিনি কাজ সুরু করেন। লিঙ্কন অত্যন্ত অস্বস্তি ভোগ করছেন। দক্ষিণীরা আক্রমণ করবে এই ভয়ে পূর্ব টেনেসী বারংবার সাহায্য প্রার্থনা করছে, এবং লিঙ্কনের ইচ্ছা যেমন করেই হোক শত্রুরাজ্যের মধ্যে প্রবিষ্ট উত্তরাঞ্চলের ফাঁড়ির মত এই রাজ্য দখলে থাকে। কিন্তু তাঁকে তাঁর সেনানায়কদের পরিকল্পনা তথা খেয়াল অনুসারে চলতে হয়। এখন তাঁর বন্দীর দশা। দ্বিতীয় নেপোলিয়নের উপর লোকেদের এত শ্রদ্ধা যে তারা তাঁর নাম নিয়ে শপথ করেন, এবং মন্ত্রিপরিষদের তাঁর উপর অগাধ বিশ্বাস। এই সঙ্কটকালে লিঙ্কনের একজন পুরাণো বন্ধু যখন তাঁকে বল্লেন

যে, ম্যাকক্লেল্যানের রাষ্ট্রপতিত্বের উপর লোভ আছে, প্রেসিডেন্ট উদাসীনভাবে উত্তর দিলেন, "যদি তিনি এই যুদ্ধটা শেষ করে দেন, তা হলে আমি খুব রাজী আছি।" এখন আর অন্য কিছু করবার নেই—নতুন সেনাপতি পটোম্যাকের ধারে তাঁর সৈন্যদের কুচকাওয়াজ করাতে থাকলেন।

পশ্চিমে এখন কি হচ্ছে? সেখানে হয়ত, যুদ্ধজয়ের সম্ভাবনার আশা করবার মতো কিছু ঘটছে।

এদিকে সেণ্ট লুই-তে সুন্দর একটি ঘোড়ায় চড়ে' সুশ্রী এক সেনাপতি আছেন, তাঁর সৈন্যদলও চমৎকার। যাই হোক ফ্রেমণ্টের একটা পুরাতন কীর্তি আছে, কিংবা সে সম্বন্ধে গল্প আছে। তিনি পশ্চিমাঞ্চলে বসতিস্থাপনের অগ্রদূত, পথিকৃৎ, একটি রোমাণ্টিক চরিত্র—মাত্র পাঁচ বৎসর পূর্বে নবগঠিত রিপাব্লিকান পার্টি রাষ্ট্রপতিত্বের জন্য প্রথম বার এঁকেই মনোনীত করেছিলেন। রাজধানী এবং গভর্ণমেণ্ট এই দু'য়ের প্রতি তাঁদের ঘৃণাবশতঃ পূর্ব ও পশ্চিমের দুই সেনাপতি একজোট হলেন; তবে মিল কেবল এই ব্যাপারেই; পশ্চিমের এই যুদ্ধনেতা পূর্বাঞ্চলের সংগঠকের বিপরীত, নিষ্কর্মা—সৈন্যরা যে যার নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত। এদিকে নিজের সম্বন্ধে ফ্রেমণ্টের অতি মানের ফলে অসৎ ফৌজী ঠিকাদারদের কাছে তিনি খুব ঠকছেন। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তাঁর নীরবতার লৌহপ্রাচীর ভেদ করে' তাঁর বিরুদ্ধে বহু গুরুতর অভিযোগ ওয়াশিংটনে পৌঁছল। শোনা গেল, প্রেসিডেন্টের পদের জন্য এই ব্যর্থকাম প্রার্থী উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে একটি ইউনিয়ন গঠনের চেষ্টা করছেন। গুজবগুলোর কোন ভিত্তি নেই, এবং লিঙ্কন সেগুলি গ্রাহ্য করলেন না। তবে কি হওয়া সম্ভব বলে' লোকেরা মনে করে তা এ ধরণের গুজবের চল্ দেখে তা' বোঝা যায়।

আগষ্ট মাসে একদিন সকালে প্রেসিডেন্ট খবরের কাগজে পড়লেন যে, সেনাপতি ফ্রেমণ্ট এক ঘোষণা জারী করেছেন; তার মর্ম হ'ল, মিসৌরীর অধিবাসীদের

যে কেউ ইউনিয়নের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে বা অন্য কোন প্রকারে দক্ষিণকে সাহায্য করবে তার সব সম্পত্তি তখনি বাজেয়াপ্ত হবে, এবং যদি তার কোন ক্রীতদাস থাকে তাকে মুক্তি দেওয়া হবে। এ সংবাদ পড়ে' লিঙ্কন কি ভাবছেন আর কি অনুভব করছেন? রাজনীতিজ্ঞের উপযোগী আত্মসংযম ও রাজ্যপরিচালক সর্বশক্তিময় শাসকের উপযোগী দায়িত্ববোধ নিয়ে এবং তাঁর স্বাভাবিক মনোভাব ও ইচ্ছানিচ্ছা অগ্রাহ্য করে যুদ্ধের আরম্ভ থেকেই তিনি এই দাস সমস্যা আলোচনায় বিরত আছেন; কারণ তাঁর দৃঢ় ধারণা যে, দাসদের মুক্ত করা নয়, ইউনিয়নকে রক্ষা করাই তাঁর সর্বপ্রথম কর্তব্য। কেবল ইউনিয়ন রক্ষাই যদি তাঁর জিগির থাকে, তবেই তিনি অনুগত রাজ্যগুলির ডেমোক্র্যাট সংখ্যাধিক্যের আনুকূল্য ও সীমান্ত রাজ্যগুলির নিরপেক্ষতার আশা করতে পারেন। কিন্তু দাসদের অনুকূল যুদ্ধকালীন কোন জরুরী ব্যবস্থায় যদি তিনি দেখান যে ইউনিয়ন বজায় রাখা নয়, কেবল দাসপ্রথা উচ্ছেদের জন্যই এ সংগ্রামের অবতারণা, তা হ'লে অবস্থা প্রতিকূল হবে এবং সেই সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয় ঘটবে। এই কারণে, যুদ্ধকালে প্রচলিত প্রথায় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করবার যে সব অধ্যাদেশ তিনি জারী করেছেন, লিঙ্কন সযত্নে সেগুলিতে দাসেদের উল্লেখ বাদ দিয়েছেন। আর এখন কিনা তাঁরই একজন সেনাপতি রাজনীতির এই জটিল জালে তাঁর আনাড়ি আঙুল চালিয়ে দিলেন—একেবারে ভুলে গেলেন যে, সৈন্যবিভাগ রাজনৈতিক বিভাগের অধীন! পরদিন আপাতঃশান্ত বিরোধ সারা দেশে আবার জেগে উঠল। দ্বিধাগ্রস্ত প্রেসিডেন্টকে ছাড়িয়ে গেছেন এই বলে' উত্তরাঞ্চলের র‍্যাডিক্যাল সংবাদপত্রগুলি সাহসী সেনাপতির প্রশংসায় মুখর হ'ল। অপরদিকে সীমান্ত রাজ্যগুলি এবং কেনটাকী সর্বপ্রথম, যুদ্ধের উদ্দেশ্য এতদিনে স্পষ্ট করে' বলা হচ্ছে এই অজুহাতে অত্যন্ত রোষ প্রকাশ করে' ইউনিয়ন থেকে সরে' যাবার ভয় দেখাল। এজন্য সেনাপতিকে কি কর্মচ্যুত করা হবে না?

মোটেই না। বন্ধুভাবে লিঙ্কন তাঁকে চিঠি লিখলেন:

"আমার আশঙ্কা যে, [আপনার ঘোষণার] শেষ অনুচ্ছেদটি···আমাদের

দক্ষিণী ইউনিয়ন-সুহৃদদের আতঙ্কিত করবে এবং আমাদের বিরোধী করে' তুলবে ; হয়ত, কেনটাকী সম্বন্ধে আমাদের যে আশা আছে তাও নষ্ট করবে। সেইজন্য আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি যেন স্বেচ্ছায় ঐ অনুচ্ছেদটি কংগ্রেস-বিধির প্রথম এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরিবর্তিত করেন।...সাবধানতা অবলম্বনের মনোভাব নিয়ে এই পত্র লেখা, নিন্দা বা তিরস্কারের নয়। বিশেষ বাহকের হাতে এই পত্র পাঠালাম যাতে নিশ্চিতভাবে এবং শীঘ্র আপনার কাছে পৌছায়।"

অদ্ভুত! এর ফল কি হ'ল? প্রথমে, সেনাপতিকে পাওয়া গেল না ; পরে, তিনি প্রেসিডেণ্টকে চিঠি দিলেন যেন তিনি নিজে প্রাসঙ্গিক পরিবর্তন করে নেন। এই চিঠি তিনি পাঠালেন মিসেস ফ্রেমণ্টের হাতে। ইনি বেশ কার্যদক্ষা এবং উচ্চাভিলাষিনী।

পাছে তাঁর স্বামী কর্মচ্যুত হন এই ভয়ে সেনাপতি-পত্নী একটা আক্রমণাত্মক ভঙ্গী নিলেন। মাঝরাত্রে শহরে এসে তিনি অবিলম্বে প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলেন, এবং দেখা হ'লে ভর্ৎসনার স্বরে কথা বল্লেন। সেই সঙ্গে এই ভয়ও দেখালেন যে, ফ্রেমণ্টের পক্ষে একটা স্বাধীন সরকার গড়বার সম্ভাবনাও আছে। লিঙ্কন কি তাঁর মুখের মতো জবাব দেবেন? লোকে তো বলে, তিনি প্রায় চাষীর মতো, গেঁয়ো, মার্জিত ব্যবহার জানেন না। লিঙ্কন পরে বলেছিলেন, "এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে পাছে ঝগড়া বাধে সে জন্য আমার যতখানি গ্রাম্য বুদ্ধি ছিল তা কাজে লাগিয়েছিলাম।" তিনি কঠোরভাবে কিছু করতে চান না, তিনি নিজে বা দেশ এখনও ততখানি শক্তিশালী নয়। জনপ্রিয়তা কোনকালেই তাঁর প্রধান আকাঙ্ক্ষার বস্তু নয়। তাঁর নিজের পক্ষে অমর্যাদাজনক হলেও, তিনি ব্যাপারটাকে মানিয়ে নিলেন—ফ্রেমণ্টের অনুরোধ মত তাঁর নিজের নামে অনুচ্ছেদটি বদলাবার ভার নিলেন। এর ফলে লক্ষ লক্ষ উত্তরাঞ্চলবাসী তাঁর উপর বিরক্ত হ'ল, তাঁদের ধারণায় লিঙ্কন হলেন কাপুরুষ আর ফ্রেমণ্ট একজন বীরপুরুষ।

এই ব্যাপারেও দেখা গেল যে, লিঙ্কনের কাছে উচ্চাকাঙ্ক্ষার চেয়ে কূটনীতি বড়, এবং নীতির চেয়ে দার্শনিক বুদ্ধি মূল্যবান। একটুও বিচলিত না হয়ে তিনি সেনাপতি হাণ্টারকে মিসৌরীতে যাবার জন্য চিঠি লিখলেন

"বহুদর্শী একজন লোকের এখন তাঁর (ফ্রেমণ্টের) কাছে থাকা দরকার। আমার খাতিরে আপনি সে জায়গাটা নেবেন কি? আপনার পদমর্যাদা এত উচ্চ যে আপনাকে এজন্য আদেশ দেওয়া চলে না, কিন্তু স্বেচ্ছায় এই দায়িত্ব নিয়ে আপনি কি দেশের সেবা এবং আমায় বাধিত করবেন না?"

হাণ্টার অবশ্য, বিশেষ কিছুই করতে পারলেন না, এবং তাঁর চিঠিপত্রও ফ্রেমণ্টের চেয়ে কিছু কম উদ্ধত নয়। এইজন্য তাঁর প্রভু তাঁকে এই ভাবে মৃদু ভর্ৎসনা করলেন:

"আমি বলতে কুণ্ঠিত হচ্ছি যে, মেজাজ ঠাণ্ডা রেখে এরকম একখানা বিশ্রী চিঠির জবাব দেওয়া কঠিন। আপনি ঠিকই লিখেছেন, আপনার উপর আমার বিপুল বিশ্বাস ক্রমেই হারাচ্ছি—সরকারী কোন কাজের বা তার অবহেলার জন্য নয়...আপনার লেখা রাশি রাশি অসন্তোষপূর্ণ সরকারী কাগজ ও চিঠিপত্র দেখে।...আমি আপনার সত্যকার বন্ধু, এবং সেই দাবীতে যদি আমি কোন পরামর্শ দিতে পারি, তা হলে আমি বলব যে, আপনি নিজেকে ধ্বংস করবার সব চেয়ে প্রকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন করছেন। 'নিজের কাজ দক্ষতার সঙ্গে করুন, তাতেই সমূহ সম্মান'।"

অবশেষে যখন তিনি দেখলেন যে ফ্রেমণ্টকে সরিয়ে আনা দরকার, তখন তাঁর দূতেরা কোনমতে সে সেনাপতির কাছে পৌঁছতে পারলেন না। শেষে এক অপরিচিত লোকের মাধ্যমে কৌশল করে' তাঁকে সে চিঠি পছান হ'ল।

এই রকমে কখনও মৃদুভাবে, কখনও কৌশলে ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট তাঁর সেনানায়কদের আয়ত্তে রাখেন।

আর ম্যাকক্লেল্যান? পটোম্যাকের তীরে, ইত্যবসরে, আমাদের সুশ্রী বন্ধুটি কি করছেন? গত তিন মাস ধরে তিনি এক লক্ষ সত্তর হাজার লোককে

যুদ্ধ শিক্ষা দিয়েছেন এবং বিভিন্ন দলে তাদের ভাগ করেছেন। এবার কি তিনি আক্রমণে অগ্রসর হবেন? প্রেসিডেন্ট কি এখন অগ্রসারের আদেশ দেবেন কিংবা সেনাপতির সঙ্গে সে ব্যাপার আলোচনা করবেন? ম্যাকক্লেল্যান কারো পরামর্শের অপেক্ষা রাখেন না, লিঙ্কনের তো আদৌ নয়। জীবনে কোন যুদ্ধে লড়াই না করেই তাঁর নেপোলিয়েনের মত খ্যাতি লাভ হয়েছে—যুদ্ধে হেরে গিয়ে তিনি এ যশ হারাতে রাজী ন'ন। তাঁর অবিরাম দাবী সৈন্য, আরো সৈন্য, অথচ সপ্তাহের পর সপ্তাহ শত্রুর সামনে নিজেকে সুরক্ষিত করে' বসে আছেন; এর ফলে, তাঁর উদ্যমহীন সৈন্যদের মনোবলের হানি হয়; পরে, অতর্কিত আক্রমণের ভয়ে দক্ষিণীরা যখন মানাসাস ত্যাগ করে' পিছনে সরে' যায়, ম্যাকক্লেল্যান সদলে খানিকটা দূর এগিয়ে আবার চুপ করে বসে পড়েন, এবং প্রত্যহ খবর পাঠান "পটোম্যাকে সব শান্ত।" জাতির মেজাজ অস্বস্তি থেকে রাগে চড়ে' যায়, রাগ থেকে বিদ্রূপে এবং বিদ্রূপ থেকে অবিশ্বাসে।

তবু, স্কটকে যখন সসম্মানে অবসর দেওয়া হ'ল, তরুণ ম্যাকক্লেল্যানকে বসান হ'ল প্রধান সেনাপতির পদে। কেন? ঐ পদের জন্য লিঙ্কন আর কোন লোক পেলেন না! সেনাপতির অশিষ্ট ব্যবহারও তিনি সহ্য করেছেন, সেনাপতির সঙ্গে দেখা করতে গেলে বাইরের ঘরে তাঁকে অপেক্ষা করতেও হয়েছে। ক্রমে খবরের কাগজে একথা উঠে এবং ক্ষুব্ধ সমালোচনার সৃষ্টি হয়। এ জন্য কি প্রেসিডেন্টের মেজাজ কিছু খারাপ হয়? মোটেই না! নিজের মর্যাদা নিয়ে তাঁর কোন মাথাব্যথা নেই, তাঁর এক চিন্তা, যুদ্ধজয়। "ম্যাকক্লেল্যান যদি আমাদের যুদ্ধে জিতিয়ে দেন তা হলে তাঁর জন্যে ঘোড়ার জীনের রেকাব ধরে থাকতেও আমার আপত্তি নেই," বলেন লিঙ্কন।

এ সময় পশ্চিমেও সব চুপচাপ। প্রেসিডেন্টের কাছে অবিরাম প্রার্থনা আসছে আরো সৈন্যের, যুদ্ধ সরঞ্জামের, ঘোড়া ইত্যাদির জন্য, অথচ এ ব্যাপারে কি করা সম্ভব তা তিনি জানেন না; ভাবছেন, নানাভাবে তাঁকে ঠকানো হচ্ছে, কিন্তু কেমন করে ঠিক ভাবে হস্তক্ষেপ করা যাবে তা তিনি বুঝতে পারছেন না।

সেনাবাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ তিনি, অথচ যুদ্ধের কোন কিছুই তাঁর জানা নেই—সেনাপতি আছেন দু'জন, কিন্তু তাঁরা লড়াই করতে নারাজ। শীতের কয় মাস কোন কিছুই ঘটলো না অথচ প্রত্যেক সেনাপতি পালা করে একটা না একটা কিছু চেয়ে পাঠাচ্ছেন এবং শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর না হবার নতুন নতুন ওজর বার করছেন। এদিকে যুদ্ধাবস্থা বহাল রয়েছে এবং দুই সেনাপতির মধ্যে বিভেদ ক্রমশঃই বর্ধমান। এব্রাহাম লিঙ্কন সেই অবকাশে রণকৌশল আয়ত্ত করতে লাগলেন।

সেই শীতকালের দিনরাত্রি, বিশেষ করে ডিসেম্বর ও জানুয়ারী এই দুই মাস, রণকৌশল সম্বন্ধে বই, মানচিত্র ও সৈন্যদের নেতৃত্ব, তাদের আহার প্রভৃতির ব্যবস্থা এবং অগ্রসার সম্পর্কিত নানা কাগজপত্র অনুধাবনে তিনি মগ্ন ছিলেন। ছেলেবেলা থেকে প্রায় অপরের সাহায্য-নিরপেক্ষ হয়ে নিজে তাঁর সব জ্ঞান আয়ত্ত করেছেন, এক্ষেত্রেও সেই ভাবে লিঙ্কন নিজে নিজে রণনীতি শিখে নিলেন। যদিও তাঁর শিক্ষার সঠিক ধারাটা জানা নেই, তবে তার ফল থেকে তাঁর নবলব্ধ জ্ঞানের পরিধির পরিচয় পাওয়া যায়।

এখন সেনাপতিদের সঙ্গে ব্যবহারে তাঁর নতুন সুর—তাঁর আচরণে আর আগেকার বিভ্রান্ত অসামরিকের ভঙ্গী নেই। সেনাপতি ব্যুয়েলকে জানুয়ারী মাসে অনেকটা পরীক্ষা করবার জন্য লিঙ্কন লিখছেন:

"আমার মতগুলিকে আমি আদেশ হিসাবে দিইনি, এখনও দিচ্ছি না। সেগুলিকে যথোচিত সম্মানে গ্রাহ্য করলে আমি অবশ্য আনন্দিত হব, কিন্তু আপনার নিজের স্পষ্ট সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ জেনেও সে অনুসারে চললে আপনার নিন্দাই করব—তবে আমি যদি সেগুলি আদেশরূপে পাঠাই তো সে কথা ভিন্ন।...এই ভূমিকার পর, আগামী সংগ্রাম সম্বন্ধে আমার সাধারণ ধারণা এই বলি যে, সৈন্যসংখ্যা আমাদের অনেক বেশী, তবে সম্ভাব্য সংঘর্ষের ক্ষেত্রে সৈন্য সমাবেশের সুবিধা শত্রুপক্ষের হাতে; আমাদের সংখ্যাধিক্যের সুযোগ নিয়ে শত্রুর এই সুবিধা ব্যাহত করবার কোন উপায় যদি আমরা বার করতে না

পারি, তবে আমাদের পরাজয় নির্ধারিত ; এবং একাজ করতে হলে একই সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিপুল সৈন্য সমাবেশ করে প্রতিপক্ষকে সন্ত্রস্ত করা দরকার—তাহ'লে, শত্রু যদি পরিকল্পনা বদল না করে, তবে আমরা এক বা দুই জায়গায় আক্রমণ চালাতে পারবো—এবং সে যদি একস্থানকে বলীয়ান করতে অন্য স্থানকে দুর্বল করে, তখন বলবানটিকে দুর্বল জায়গাটিকে অবরোধ করলে অনেক লাভ হবে।"

লিঙ্কনের চিঠিপত্রে কোন অভিযোগের সুর নেই ; তিনি ক্রমাগত জ্ঞান বৃদ্ধি করেছেন, এবং বর্তমানে যুদ্ধসরঞ্জাম এবং সৈন্যদের আহার ইত্যাদি সম্বন্ধে বেশ ওয়াকিবহাল বলে' সেনাপতিরা যখন জানান যে এটা বা সেটা অসম্ভব, তিনি তাঁদের ধারণার ভুল ধরে' দেন।

পটোম্যাক সৈন্যবাহিনীর অগ্রসরের পরিকল্পনা নিয়ে দীর্ঘসূত্রী ম্যাকক্লেল্যানের সঙ্গে প্রেসিডেন্টের মতভেদ হ'ল। সেনাপতি উপদ্বীপের পথে সৈন্য চালনা করতে চান, লিঙ্কনের ইচ্ছা রিচমণ্ডের উপর প্রত্যক্ষ আক্রমণ। যাঁর দীর্ঘসূত্রতায় বিরক্ত হয়ে উঠছিলেন তাড়াতাড়ি সেই সেনাপতিকে কাজে নামাবার জন্য লিঙ্কন বহু বিতর্কিত তাঁর সাধারণ যুদ্ধ-নির্দেশ (১) জারী করলেন :

"আদেশ দেওয়া হইল যে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী বিদ্রোহী সৈন্যদের বিরুদ্ধে ইউনাইটেড ষ্টেটসের সকল স্থল ও নৌ-বাহিনী পরিচালনার দিনরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। ফোর্ট্রেস মনরোর ও তার প্রতিবেশের সকল সৈন্য, পটোম্যাক বাহিনী, পশ্চিম ভার্জিনিয়ার সৈন্যদল, কেনটাকীর অন্তর্ভুক্ত মানফোর্ডভিলের নিকটস্থ সৈন্যদল, কায়রোস্থিত স্থল ও নৌ-বাহিনী এবং মেক্সিকো উপসাগরস্থিত একটি নৌ-সেনাদল ঐ দিন যাত্রার জন্য যেন প্রস্তুত থাকে।"

পরিস্থিতি অনুযায়ী উচিত কৌশল সম্বন্ধে তখনও প্রেসিডেন্ট ও সেনাপতির মধ্যে মতভেদ থাকায় লিঙ্কন অবশেষে ম্যাকক্লেল্যানকে একখানি স্পষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত চিঠি লিখলেন :

"আপনি যদি নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন, তাহা হইলে নিজ সংকল্প ত্যাগ করিয়া আপনার পরিকল্পনা গ্রাহ্য করিব।

প্রথম। আমার পরিকল্পনার তুলনায় আপনারটিতে কি বেশী সময় ও অর্থ ়ায় হইবে না?

দ্বিতীয়। আমার পরিকল্পনার চেয়ে আপনারটিতে যুদ্ধ জয় নিশ্চিত কি ়ারণে?

তৃতীয়। আমার পরিকল্পনার চেয়ে আপনারটিতে বিজয় মূল্যবান কিসে?

চতুর্থ। আপনার পরিকল্পনায় শত্রুর যোগাযোগের প্রধান শৃঙ্খলা ভঙ্গ হবে ়া অথচ আমারটিতে সেটা সম্ভব, প্রকৃতপক্ষে এই কারণেই কি আপনার ়ল্পিত বিজয়ের মূল্যহানি হয় না?

পঞ্চম। যদি বিপর্যয় ঘটে তবে আমার পরিকল্পনার তুলনায় আপনারটিতে ়শ্চাদপসরণ কি কঠিনতর হবে না?

ম্যাকক্লেল্যানের উত্তরে স্পষ্টতঃ কিছু ছিল না। অল্পদিন পরে যুদ্ধপরিষদের ়ক সভায় উপস্থিত অধিক সংখ্যক সেনানী ম্যাকক্লেল্যান পরিকল্পনার অনুকূলে ়ত দিলেন। প্রেসিডেন্টের সন্দেহ ভঞ্জন হ'ল না; তাঁর মতের উপযুক্ত সমর্থনও ়ছল, কিন্তু নিজের সূক্ষ্মদৃষ্টির উপর নির্ভর রেখে, ম্যাকক্লেল্যানকে তাঁর নিজের ়চ্ছামত চলতে দিলেন। হোয়াইট হাউসের অসামরিক নেতা কিংবা ়দ্ধক্ষেত্রচারী সেনাপতি—এঁদের কোন জনের যে উচিত পন্থা সমালোচকেরা ়াজও সে বিষয়ে একমত হ'তে পারেন নি।

যুদ্ধের এই নৈরাশ্যের অবস্থায়, যখন দুদিক থেকে তাঁর উপর রাজনৈতিক ়াক্রমণ বর্ষিত হচ্ছে, সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকদের কাছে যখন তিনি বিদ্রূপের ়াত্র, সেনাপতিরা যখন তাঁকে দেখে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে—তিনি নিজে যখন ়নিশ্চিত যে এই ভীষণ ব্যাপার কবে এবং কিভাবে শেষ হবে, পরস্পর-বিরোধী ়মণাদাতাদের মধ্যে যখন তিনি আলো এবং জ্ঞানের জন্য বিভ্রান্তির অন্ধকারে ়থের সন্ধানে ব্যস্ত—সেই সময় একটি হাসপাতাল পরিদর্শনে গিয়ে তাঁর ছোট

দুটি ছেলে ছোঁয়াচ লেগে অসুস্থ হ'ল এবং তাঁর সর্বাধিক প্রিয় বারো বছরের কিশোর উইলী কয়েক দিনের মধ্যেই মারা গেল। সন্তানদের শয্যাপার্শে লিঙ্কন নার্সের সঙ্গে সমানে বসে থাকতেন। অকপট খ্রীষ্টান এই সেবাকারিণীকে তিনি তাঁর অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করায় মেয়েটি জানালেন যে তিনি বিধবা, তাঁর স্বামী এবং দুটি সন্তান স্বর্গগত, তিনি তাঁর সব দুঃখই স্বীকার করে' নিয়েছেন, এবং তাঁর সুখের দিনের চেয়ে আরও আন্তরিক ভাবে তিনি ভগবানকে ভাল-বাসতে শিখেছেন। কেমন করে' তা সম্ভব হ'ল? ভগবানের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে', এবং এই বিশ্বাসে যে, যা কিছুই তিনি করেন তা পরম মঙ্গলের জন্যই।

"প্রথম দুঃখ পেয়েই আপনি ভগবানে আত্মসমর্পণ করতে পেরেছিলেন?"

"ক্রমে ক্রমে পেরেছি। আঘাতের পর আঘাত যেমন এল, কেমন করে' সমর্পণ করতে হয় তা ভাল করে' শিখলুম।"

"আপনার এই কথায় আমি সান্ত্বনা পেয়েছি। আপনার অভিজ্ঞতা থেকে আমি নিজের দুঃখ সহ্য করবার মতো জোর পাবো·········এ আমার জীবনের কঠিনতম পরীক্ষা। কেন? এভাবে কেন?

তাঁকে যখন বলা হ'ল যে বহু খ্রীষ্টান তাঁর জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছে, তিনি বল্লেন, "এ কথা শুনে আমার আনন্দ হচ্ছে······আমার পক্ষে তাঁদের এ প্রার্থনার প্রয়োজন আছে···আপনি যেমন বলছেন, আমার সেই রকম শিশু-সুলভ সরল বিশ্বাস থাকলে ভাল হ'ত, এবং আমার বিশ্বাস ভগবান তাই আমায় দেবেন।" লিঙ্কন নিজের মায়ের কথা বললেন, বহু বৎসর পূর্বে ইণ্ডিয়ানার জঙ্গলে তিনি সমাহিত হয়েছেন। "তাঁর প্রার্থনাগুলি আজও আমার মনে আছে—সেগুলি সর্বদা আমার সঙ্গে আছে।"

নিশুতি রাতে রোগীর ঘরের স্বল্প আলোয় এই কথাবার্তা চলছে—কৃশ, চিন্তাশীর্ণ মানুষটি দেওয়ালের দিকে পা ছড়িয়ে বসে আছেন। উগ্র উত্তেজনা-প্রবণতার দরুণ তাঁর স্ত্রী অস্থিরভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারী করছেন। লিঙ্কন

স্থির বসে আছেন, ভাবছেন তাঁর মায়ের প্রার্থনার কথা, অপরিচিতাকে র জিজ্ঞাসা করছেন জীবনের দুঃখবঞ্চনা মেনে নিতে অনেক সময় লাগে া। ঘর থেকে তিনি যদি বাইরে আসেন, দেখেন য়ুরোপ থেকে পাওয়া ানি ভয়াবহ টেলিগ্রাম নিয়ে হয় সিউয়ার্ড, নয় যুদ্ধাঙ্গন থেকে মন্দ খবর স্টানটন্ কিংবা সামরিক আইনের কবল থেকে নিজের ছেলেকে বাঁচাবার কোন দুঃখী স্ত্রীলোক তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে, এবং ঠিক এই সময়েই দরুণ লিঙ্কনের আপন সন্তানের জীবন অকালে খণ্ডিত হচ্ছে।

এটা কি স্বাভাবিক নয় যে তিনি যুদ্ধ-সচিবের মতের বিরুদ্ধে যাবেন এবং ন কাঠিন্য উপযুক্ত প্রতিরোধক হ'ত সেই সব ব্যাপারে দয়া প্রকাশ করতে বন? প্রহরায় নিযুক্ত এক তরুণ সৈনিক কর্তব্য অবহেলা করে' ঘুমিয়েছে তাকে গুলি ক'রে মারবার হুকুম হয়েছে। "আমার হাতে ঐ বেচারী যুবার র দাগ নিয়ে অনন্তে মিশে যাবার কথা আমি ভাবতে পারি না। এতে য়র কিছু নেই যে খামারে মানুষ একটা ছেলে, দিনের আলো নিভলেই তঃ যে ঘুমে অভ্যস্ত, রাত্রে চৌকি দেবার সময় ঘুমিয়ে পড়বে।"

হোয়াইট হাউসের কাজে নিযুক্ত এবং লিঙ্কনের অতিশয় স্নেহভাজন তরুণ অফিসার যুদ্ধের গোড়াতেই রণাঙ্গণে প্রাণ দিলেন।

লিঙ্কন তাঁর মাতাপিতাকে লিখলেন, "আপনাদের মহৎ সন্তানের অকাল ত আপনাদের মতো এখানকার সকলেই সমান দুঃখিত। তার মৃত্যুতে ঘটেছে, দেশসেবার এত অধিক প্রত্যাশা এবং নিজের ও আপনজনের এত উজ্জ্বল আশাস্থল কদাচিৎ এমন সহসা নষ্ট হয়। মাপে, বয়সে এবং রিসুলভ আকৃতিতে একটি বালক মাত্র, কিন্তু লোক পরিচালনার শক্তি তার বিপুল......অথচ সামাজিক আচরণে সে অত্যন্ত বিনয়ী এবং াভিজ্ঞ। এখনও দু'বছর হয়নি আমি তার প্রথম পরিচয় পেয়েছিলুম, এই সময়ের শেষার্দ্ধে আমাদের বয়সের বিভিন্নতা এবং আমার সর্বগ্রাসী র মধ্যে যতটা সম্ভব ততখানি অন্তরঙ্গ সম্পর্ক উভয়ের মধ্যে স্থাপিত

হয়েছিল। কোন অমিতাচার বা আমোদ-প্রমোদে তার সাধ ছিল বলে' আমার কোনদিন মনে হয়নি, এবং কখনও আমি তাকে শক্ত বা অশিষ্ট উচ্চারণ করতে শুনিনি···আপনাদের বেদনার পবিত্র পরিবেশে কোন রকমে ক্ষুণ্ণ হবে না এই ভরসায় আমার তরুণ বন্ধু ও আপনাদের নির্ভীক ও অকালে কালকবলিত সন্তানের উদ্দেশ্যে আমার এই স্নেহাঞ্জলি আপনাদের কাছে পাঠাতে সাহস করলুম।"

এর আগে বা সেই অবধি রক্তঝরা সংগ্রামের মধ্যে আর কোন রাষ্ট্রপ্রধান কখনও কি এমন চিঠি লিখেছেন? এই চিঠির পংক্তিগুলির গম্ভীরভাব যাতে নষ্ট হয় 'বীরের মৃত্যু' সম্বন্ধে তেমন কোন ভাবালুতার স্থান নেই। এ পত্র কবির রচনা। ভ্যানড্যালিয়ার জীবনাবধি তাঁর বন্ধু ও সাথী কর্ণেল বেকারের মৃত্যুসংবাদ যখন পেলেন তখনও আবার আমরা তাঁকে দেখেছি—পাণ্ডুর মুখ চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে, ভাবের আবেগে বুক কাঁপছে, বুকের উপর দুই হাত চেপে সেনাপতি ম্যাকক্লেল্যানের আবাস থেকে লিঙ্কন রাস্তায় নেমে গেলেন—দরজার প্রহরীকে প্রত্যাভিবাদন না করেই চলতে লাগলেন। স্প্রীংফিল্ডে আর এক বন্ধুর সঙ্গে আগুনের পাশে বসে' তিনি গেথসেমেন উদ্যানের কথা বলেছিলেন —সে তো এক বৎসরেরও বেশী দিন আগে নয়?

পথে নানা রকম শব্দে সচেতন হয়ে তিনি বুঝছেন যে তাঁর মতামতের জন্য লোকেরা অপেক্ষায় আছে।

গৃহযুদ্ধের রাজনৈতিক লক্ষ্য ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে; প্রথমে লক্ষ্য ছিল ইউনিয়নের রক্ষা, ক্রমে ক্রমে লক্ষ্য হ'ল দাসপ্রথার উচ্ছেদ। প্রথম সমস্যার সমাধান হ'তে এখনও অনেক দেরী এবং প্রথমটির সমাধানেই দ্বিতীয় সমস্যাটির সমাধান সম্ভব হতে পারে বলে' মাঝখানে নানা অদ্ভুত ও পরস্পর-বিরোধী ব্যাপারের উদ্ভব হতে লাগল—কিন্তু যা কিছু ঘটল, এবং তার চেয়ে বেশী, সেই

য়ে যা কিছু 'প্রেসিডেণ্টের ব্যক্তিত্বের দরুণ ঘটবার অবসর পেল না—এই স্তুই তাঁর হৃদয়ে ও মস্তিষ্কে গাঁথা রইল। নানা সংঘাতের প্রচণ্ড বেদনা তিনি হ্য করেছেন—সকল গৌরবও তাঁর।

বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই হিসাবে এই সংগ্রাম যখন প্রথম আরম্ভ হয়, মগ্র উত্তরাঞ্চল তখন একপ্রাণ হয়ে দাঁড়াল; কিন্তু ব্যাপারটায় যত দেরী তে লাগল, রাজনৈতিক দলাদলি আবার জেগে উঠল,—ডেমক্র্যাটের বিরোধ রিপাব্লিক্যানের সঙ্গে এবং রিপাব্লিক্যান পার্টির মধ্যে মধ্যপন্থী ও র‍্যাডিক্যালের রস্পর কলহ।

উত্তরাঞ্চলের দাসপ্রথা উচ্ছেদকামীরা প্রশ্ন করেন যে দক্ষিণ থেকে যে সব ক্রীতদাস পালিয়ে এসেছে বা ইউনিয়নের সৈন্যরা যে সব দাসেদের বন্দী করেছে, াদেরও অন্ততঃ প্রেসিডেণ্ট সৈন্যদলে নিলেন না কেন? সকল সৈন্যবাহিনীর র্বাধ্যক্ষরূপে সামরিক আইনের বলে তিনি তো এর চেয়ে কঠোরতর ব্যবস্থা করতে পারেন। সীমান্ত রাষ্ট্রগুলির শ্বেতকায় দাস-বন্ধুরা অভিযোগ করেন যে ব দাস তাঁদের কাছে পালিয়ে গেছে এবং যে সব দাস তাঁদের হাতে বন্দী য়েছে, এদের সকলের সঙ্গে ইউনিয়নের সৈন্যরা এত খারাপ ব্যবহার করছেন কন? এদিকে, এই সব সীমান্ত রাজ্যের দাস-মালিকরা চীৎকার করছেন য মালিকদের বিধিসঙ্গত অধিকার ব্যাহত করে' দুই বিরোধী সৈন্যদলের মন্তর্বর্তী স্থানের দাসেদের আশ্রয় দেওয়া হচ্ছে কেন?

এই সব পরস্পর-বিরোধী জনমতের চাপের মধ্যে লিঙ্কনের কর্তব্য কি? তনি অন্ততঃ নিজের মনের চীৎকার থামিয়ে অভিজ্ঞ রাজনীতিকের মত এই সব প্রশ্নের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারে মন দিলেন। তথাপি, তাঁর এই সকল বিচার বিবেচনা সত্বেও, কৃষ্ণকায়দের অবস্থার শোচনীয়তা এত দীর্ঘকাল ও এত গভীর ভাবে তাঁর মনে বসেছে যে তিনি মন্ত্রিপরিষদ, এমন কি সিউয়ার্ডের সঙ্গেও সে বিষয় আলোচনা করতে কুণ্ঠিত হলেন। তবে সামনারের সঙ্গে বোধ হয় তাঁর হুবার এ বিষয়ে আলোচনা হয়ে থাকবে—লিঙ্কনের অভিপ্রায় এই যে সীমান্ত

রাষ্ট্রগুলি প্রস্তাব করবেন যে ইউনিয়ন যেন সেখানকার সকল দাসকে
নেন। তাহ'লে এর পরের ব্যাপারগুলিও যথানিয়ম ঘটবে।

তাঁর ছেলে উইলীর মৃত্যুর দু'সপ্তাহ পরে এবং তাঁর নিজের নৈষ্কর্মের চ
অবস্থায় লিঙ্কন হঠাৎ সামনারকে অবিলম্বে দেখা করবার জন্য ডেকে পাঠা
"কংগ্রেসের কাছে আমার বাণীটি আপনাকে পড়ে' শোনাতে চাই।
জানতে চাই আপনার কেমন লাগল। আজিই আমি এটি পাঠিয়ে দেব।"
করেই লক্ষ্যের দিকে তিনি নিজেকে উদ্দীপ্ত করে' তুলছেন—পাছে এ
যে সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হয়েছেন কোন নতুন চিন্তাধারা তার কোন প
ঘটায়।

ধীরে ধীরে দাসপ্রথার দমন ব্যতীত এই বাণীর অন্য কোন উদ্দেশ্য ছি
তাতে কংগ্রেসে এই মর্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণের সুপারিশ করা হোল:
কোন রাষ্ট্র দাসপ্রথার ক্রমিক উচ্ছেদের নীতি গ্রহণ করলে এই
পরিবর্তনের ফলে ব্যক্তিগত বা সরকারী অসুবিধার পূরণে সেই রাষ্ট্রে
বিবেচনা অনুযায়ী ব্যয়ের উপযোগী আর্থিক সাহায্য দান করে' ইউনা
ষ্টেটসের তার সঙ্গে সহযোগিতা করা সঙ্গত।" শান্তি স্থাপনার উপায় হি
লিঙ্কন দাসদের এই ক্রমিক এবং আংশিক মুক্তির পরামর্শ দিয়েছিলেন:

"আমার বিচারে অকস্মাৎ নয়, ক্রমিক মুক্তিই সকলের পক্ষে কল্যাণক

কংগ্রেসে তৎক্ষণাৎ এই প্রস্তাব গৃহীত হ'ল, এবং প্রত্যেক দাসের মু
হিসাবে তিনশ' ডলার করে' বরাদ্দ হ'ল, কিন্তু সীমান্ত রাজ্যগুলি এ
অগ্রাহ্য করলে—এ সম্বন্ধে একেবারে নীরব রইল। চারদিনের বিষম
ভোগ করে' লিঙ্কন পাঁচটি রাজ্যের প্রতিনিধিদের তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের অ
করলেন এবং বিশেষ আগ্রহ করে' তাঁদের সঙ্গে বিষয়টি আলোচনা ক
কিন্তু ফল কিছু হ'ল না।

তবু যাই হোক, খানিকটা কাজ হয়েছে। সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ ধীরে
অগ্রসর হবার সদয় অভিলাষ প্রকাশ করেছেন—বিধিসঙ্গত উপায় গ্র

ক্ষতিপূরণের জন্য অর্থদানে স্বীকৃত হয়েছেন—তবে তাঁদের যে বক্তব্য প্রচ্ছন্ন আছে, তা হ'ল "এ ব্যবস্থা যদি আপনাদের মনোমত না হয়, আমাদের হাতে অন্য ব্যবস্থাও আছে!" এখন আবার রিপাব্লিক্যানদলের মডারেট ও র‍্যাডিক্যালরা হাত মেলালেন, চারিদিকে কাজের সাড়া পড়ে গেল, নতুন অধ্যাদেশ জারী করে' স্থল ও নৌবাহিনীকে পলাতক দাসদের প্রত্যাবর্তনে সাহায্য করতে মানা এবং হাইতি ও লাইবেরিয়ার দুই নিগ্রো গণতন্ত্রকে স্বাধীন বলে স্বীকার করা হ'ল। একটি সংবাদপত্র মন্তব্য করলে, "ফোর্ট সামটারে যে সব গোলা বর্ষিত হয়েছিল সেগুলি আমাদের সীমারেখার চারভাগের তিনভাগ ধ্বংস করেছে; এই বাণীতে বাকী সিকি ভাগও নষ্ট হ'ল।"

যুদ্ধের প্রথম সপ্তাহগুলির পর থেকে এই প্রথম লিঙ্কন নতুন করে' বোধ করলেন যে জাতির অভিলাষ তাঁর সহায়ক। এখন তিনি আরও চরমপন্থা অবলম্বন করলেন, এবং কংগ্রেসের এক নগণ্য সদস্যরূপে চৌদ্দ বৎসর আগে তিনি যে প্রস্তাব করেছিলেন, অথচ যা আলোচনা করাতে সক্ষম হন নি, এতদিনে সেই অভিলাষ পূরণ করলেন। ইউনাইটেড ষ্টেটসের রাজধানী যেখানে অবস্থিত, সেই কলম্বিয়া জেলা দাসপ্রথা-মুক্ত ব'লে ঘোষিত হ'ল, সরকারের অনুগত দাসমালিকদের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দশলক্ষ ডলার দেওয়া হ'ল এবং নিগ্রো বালকবালিকাদের জন্য বিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হ'ল।

কয়েক সপ্তাহ পরে আর একটি সেনাপতি নির্বোধের ন্যায় উদ্ধত কার্য্যাবলীতে বৈশিষ্ট্য অর্জন করলেন। লিঙ্কন সংবাদপত্রে পড়লেন, জেনারেল হাণ্টার এই বলে' এক আদেশ জারী করেছেন যে, "স্বাধীন দেশে দাসত্ব এবং সামরিক আইন অসঙ্গত,……জর্জিয়া, ফ্লোরিডা এবং সাউথ ক্যারোলাইনায় যে সকল ব্যক্তি দাসরূপে ব্যবহৃত হচ্ছেন তাঁদের চিরকালের জন্য স্বাধীন বলে" ঘোষণা করা হ'ল।"

সেই পুরাণো ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি, এই ঘোষণাও বাতিল করা হ'ল: "আমি, এব্রাহাম লিঙ্কন ঘোষণা করছি যে, জেনারেল হাণ্টারের পক্ষ থেকে

এই ধরণের ঘোষণাপত্র প্রকাশের অভিপ্রায় সম্বন্ধে ইউনাইটেড-ষ্টেটস সরকারের কোন জ্ঞান, সংবাদ বা ধারণা ছিল না ; ঐ ঘোষণাপত্রের যাথার্থ সম্পর্কে এখনও সরকার কোন সংবাদ পান নি এবং, অধিক কি, জেনারেল হাণ্টার বা অন্য কোন সেনাপতি বা কোন ব্যক্তি কোন রাষ্ট্রের দাসদিগকে মুক্ত বলে' ঘোষণা করবার অধিকারপ্রাপ্ত ন'ন ; এবং বক্ষ্যমান ঐ তথাকথিত ঘোষণাপত্র, প্রকৃত বা মিথ্যা যাই হোক না কেন, প্রচারের অনধিকারী বলে' সেটা বাতিল হ'ল। অধিকন্তু, আমি জানাচ্ছি যে, স্থল ও নৌবাহিনীর সর্বাধ্যক্ষরূপে কোন এক বা সকল রাষ্ট্রের দাসদিগকে মুক্ত ঘোষণা করবার আমার যোগ্যতা আছে কি না, এবং যে কোন সময়ে, যে কোন ক্ষেত্রে, শাসনতন্ত্র বজায় রাখবার অপরিহার্য প্রয়োজনে ঐ তথাকথিত শক্তি ব্যবহার করা যাবে কি না—সে সব প্রশ্নের বিচারের অধিকার আমার নিজের দায়িত্বে, আমি নিজের জন্য রেখে দিলাম—যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতিদের হাতে এই বিচারের ভার দেবার আমি কোন যুক্তিযুক্ততা দেখি না।"

এই হ'ল লিঙ্কনের সংকল্পে অটলতার সুর ; তিনি নিজে যে প্রয়োজনীয় পথ অবলম্বন করবার সুযোগ খুঁজছেন তা ভুল ভাবে এবং অসময়ে, বিশেষ করে তাঁর বিপন্ন অবস্থায়, ব্যবহৃত হয়েছে বলে' নিজের সেনাপতি ও দলীয় বন্ধুর ঘোষণার প্রতিবাদে এবং বহুলাংশে জনসাধারণ ও সংবাদপত্রাদির মতের বিরুদ্ধে তিনি এই সুর ব্যবহার করতে বাধ্য হলেন। নিজে যে প্রক্রিয়া প্রচলনের জন্য ব্যগ্র, এইভাবে বাধ্য হয়ে তিনি সেই প্রক্রিয়াকেই অস্বীকার করলেন।

যুদ্ধের দরুণ দাসসমস্যা মীমাংসার প্রয়োজনীয়তা অবিরামভাবে উপলব্ধি হ'ল ; যুদ্ধক্ষেত্রে উত্তরের পক্ষে যত ক্ষতি হয়, দাসদের পক্ষে সেটা ততই লাভের। যে সব সৈন্য প্রকৃত যুদ্ধাঙ্গনে যাচ্ছে তাদের জায়গায় দাসদের নেওয়া হয়—এতে উত্তরাঞ্চলের র‍্যাডিক্যালরা শান্ত থাকেন এবং য়ুরোপকেও প্রভাবিত করা যায়। চিঠিপত্র এবং সংবাদপত্রের প্রবন্ধ, শাসানি এবং উপদেশের সংখ্যা

অগণিত হয়ে উঠল। সৈন্যদল দাসপ্রথা উচ্ছেদের দাবী জানাচ্ছে; একজন সুইস রাজনীতিক জানাচ্ছেন যে তৃতীয় নেপোলিয়ন (ফ্রান্সের তাৎকালিক সম্রাট) হয়ত কনফেডারেসীর অনুকূলে হস্তক্ষেপ করতে পারেন; কোয়েকার সম্প্রদায়ের লোকেরা এবং অন্য খৃষ্টান ধর্মযাজকেরা এই বিষয়ে আলোচনার জন্য লিঙ্কনের কাছে আসছেন। যাতে দাসপ্রথার ব্যাপারে লিঙ্কন হস্তক্ষেপ না করেন, সেইভাবে তাঁকে সতর্ক করবার জন্য যদিও কেনটাকী থেকে গোপন দূত মাঝে মাঝে আসছে, তবে তাদের শাসানির ঝাঁজটা যেন ক্রমেই কমে আসছে।

সীমান্ত রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিবর্গকে লিঙ্কন আবার লিখলেন, "আমার ধারণায় আপনারা যদি গত মার্চ মাসের ক্রমিক-মুক্তির বাণীর অন্তর্ভুক্ত প্রস্তাব সমর্থন করতেন তা হ'লে এতদিনে যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে থেমে যেত, এই কথা যখন আমি নিশ্চিত করে' বলি তখন আমি তিরস্কার বা অভিযোগের অভিপ্রায়ে বলি না। সেই বাণীতে যে পরিকল্পনা আছে, তা এখনও যুদ্ধ দ্রুত থামাবার কার্য্যকরী উপায়। যে সকল রাজ্য বিদ্রোহ করেছেন তাঁরা স্পষ্ট এবং নিশ্চিতরূপে জানুন, যে সকল রাজ্যের আপনারা প্রতিনিধি তারা কোন কারণেই তাদের সংকল্পিত কনফেডারেসীতে যোগ দেবেন না, এবং তারা আর বেশী দিন এভাবে পাল্লা দিয়ে চলতে পারবেন না। কিন্তু যতদিন আপনারা নিজ নিজ রাজ্যে ঐ প্রথা বজায় রাখবার সংকল্প প্রকাশ করবেন, ততদিন আপনারা যে তাঁদের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত যোগ দিতে পারেন এই আশা তাঁদের মন থেকে সরাতে পারবেন না। সংগ্রাম যদি বেশী দিন স্থায়ী হয় তা হ'লে আপনাদের রাজ্যে ঐ প্রথা কালের গতির সঙ্গে লুপ্ত হবে। যুদ্ধের দরুণ যে অর্থ আমরা চিরকালের মতো জলাঞ্জলি দিচ্ছি তা রক্ষা করা কত কল্যাণকর! যুদ্ধের দরুণ অর্থকৃচ্ছের জন্য পাছে আমরা সে অর্থ এর পরে রক্ষা করতে না পারি, সেই হেতু এখনই এই কাজ করা আরও কত উত্তম! যে বস্তু বাদ দিলে এ যুদ্ধ কখনও ঘটতো না, পরস্পরের হানাহানিতে সেই বস্তু ও তার দাম নষ্ট না করে' ব্যক্তিরূপে বিক্রেতা

এবং জাতিরূপে ক্রেতা হয়ে একটা বেচাকেনার ব্যবস্থা করে নেওয়া ক
ভালো!"

চাষী ও ব্যবসাদারদের পাটোয়ারী বুদ্ধির উপযোগী এই সব চতুর বাকভঙ্গী
সঙ্গে সঙ্গেই লিঙ্কনের আদর্শবাদের অকপট আগ্রহেরও প্রকাশ দেখি দু'জন বিশি
দাসপ্রথা উচ্ছেদকামীর সঙ্গে তাঁর কথাবার্তায়: "সীমান্ত রাষ্ট্রগুলি যদি আমা
পরিকল্পনা গ্রহণ করে, তবে আপনাদের ও আমার জীবন অসার্থক হবে না।"

সীমান্ত রাষ্ট্রগুলি এখনও বিরোধী, এবং তাদের অনমনীয়তায় লিঙ্কনের ক্ষে
আরও বেড়ে গেল। লিঙ্কনের পরিকল্পনা তারা আবার অগ্রাহ্য করেছেন এ
সংবাদ যেদিন এল, তিনি সেদিন ওয়েলেস, সিউয়ার্ড ও সিউয়ার্ডের পুত্রবধূ
সঙ্গে এক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে যাচ্ছিলেন। ষ্টানটনের একটি সন্তা
মারা গেছে, এবং তাঁর নিত্য পরামর্শদাতার শোকে নিজের সাম্প্রতি
মর্মবেদনার কথা লিঙ্কনকে বিচলিত করেছে। এ অবস্থায় অকপটে তাঁর মনে
কথা বলবার একটা অস্বাভাবিক প্রবণতা বিস্ময়ের নয়। দাসপ্রথা সম্পর্কি
বিরাট সমস্যাটি স্বভাবতঃই তিনি নিজের মনের মধ্যেই রাখেন, এবং মার্চ মাসে
যে চূড়ান্ত ব্যবস্থা করেছিলেন, তাও মন্ত্রিপরিষদের সঙ্গে আলোচনা না করেই
এখন এই প্রথমবার তিনি বন্ধুদের এ ব্যাপারের কথা স্পষ্ট করে' সব বললেন:

"যদি সম্ভব হয় আমি এই শাসনতন্ত্র রক্ষা করব। অবশ্য, আমি যা পার
না, তা করবও না; কিন্তু শেষবারের মতো এটা বুঝিয়ে দিতে চাই যে যতক্ষ
তাস জুটবে ততক্ষণ সে তাস না খেলে' আমি হাত গুটাবো না···আমি এই
সিদ্ধান্তে এসেছি যে যুদ্ধের দিক থেকে এবং জাতির পরিত্রাণের পক্ষে এট
অপরিহার্যরূপে প্রয়োজনীয় যে আমরা দাসদের মুক্ত করব কিংবা নিজের
পরাজিত হব।"

দাসদের মুক্ত করব কিংবা নিজেরা পরাজিত হব; তাঁর ধারণাটি এইভাবে
রূপান্তরিত হয়েছে! স্বপ্ন দেখার পরিবর্তে তাঁকে হিসাব কষতে হয়েছে।
দক্ষিণাঞ্চলে জমি চাষ করছে দাসের দল, যাতে সমস্ত সমর্থ শ্বেতকায় রণাঙ্গনে

যেতে পারে। স্বাধীন বলে ঘোষণা করলে অনেক দাস হয়ত পালিয়ে যাবে—শত্রুপক্ষ ক্ষীণবল হবে এবং আমাদের জনশক্তি বেড়ে যাবে। এই ভাবে দক্ষিণ যে কর্মশক্তি হারাবে তাতে উত্তরেরই লাভ হবে। অত্যন্ত মৃদুধরণের বিধানিক পন্থাতেও সীমান্ত রাষ্ট্রদের এই পরিকল্পনার পক্ষে আনা গেল না, অতএব এবার কংগ্রেস বিধানের পরিবর্তে সামরিক বিধানকে মর্যাদা দিতে হবে।

লিঙ্কনের অতি শ্রদ্ধার পাত্র কেনটাকীর এক অধিবাসীকে এক বৎসর পরে লেখা একটি চিঠি থেকে বুঝা যায় কেমন করে' এই সংকল্পে তিনি অবশেষে স্থিত হলেন।

"প্রকৃতিবশে আমি দাসত্ববিরোধী। দাসত্ব যদি অন্যায় না হয়, তবে কোন কিছুই অন্যায় নয়। এইভাবে যে আমি কবে ভাবিনি বা অনুভব করিনি তা স্মরণ করতে পারি না, অথচ একথা কোনদিন আমার মাথায় আসেনি যে রাষ্ট্রপতিত্বের বলে এই বিচার ও অনুভব সম্পর্কে সরকারীভাবে কাজ করবার অবধি অধিকার পাওয়া যায়। যে শপথ আমি গ্রহণ করেছি তাতে একথা আছে যে আমার সর্বোত্তম সামর্থে আমি ইউনাইটেড ষ্টেটসের শাসনতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবো, পালন করবো এবং বিপদ থেকে তাকে রক্ষা করবো। এই শপথ না নিলে আমি পদাধিকার নিতে পারি না। এ ধারণাও আমার ছিল না যে, শক্তির জন্য শপথ নেবো এবং সেই শক্তি অনুসারে কাজ করে শপথ ভঙ্গ করবো। একথা অবশ্য আমি বুঝেছিলাম যে এই শপথের জন্যই সাধারণ অসামরিক শাসনপালন ব্যবস্থায় দাসত্বের নৈতিক প্রশ্ন সম্বন্ধে আমার মূলগত তাত্ত্বিক মীমাংসাকে কাজে রূপ দেওয়া আমার পক্ষে অনুচিত। জাতিকে নষ্ট হ'তে দেব, অথচ শাসনতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবো, এটা কি সম্ভবপর?

"সাধারণ বিধি অনুসারে জীবন এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উভয়ই রক্ষণীয়; অথচ প্রায়শঃই জীবন রক্ষার জন্য অঙ্গচ্ছেদনের প্রয়োজন হয়, কিন্তু, একটি অঙ্গ বাঁচাবার জন্য কেউ সজ্ঞানে জীবন বিসর্জন দেয় না। আমি বুঝেছিলুম যে অন্যভাবে শাসনতন্ত্র বিগর্হিত হলেও জাতির অস্তিত্ব রক্ষায় অপরিহার্য

কতকগুলি ব্যবস্থা নিশ্চয়ই বিধিসঙ্গত বলে' গ্রাহ্য হবে। ঠিকই হোক বা ভুলই হোক, আমি এই ভাবে চিন্তা করেছি, এবং এখন অকপটে তা স্বীকার করছি ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের, মার্চ, মে এবং জুলাই মাসে যখন আমি সীমান্ত রাজ্যগুলিকে বারংবার আন্তরিক অনুনয় করছিলাম যাতে তাঁরা ক্ষতিপূরণসহ দাসমুক্তির ব্যবস্থা অনুমোদন করেন, তখনও আমার এই বিশ্বাস ছিল যে এই অনুমোদন না হলে' সামরিক শক্তির সাহায্যে দাসদের মুক্ত করা ও তাদের সশস্ত্র করে তোলা অপরিহার্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে। সীমান্ত রাজ্যগুলি এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলেন, এবং আমার সর্বোত্তম বিচারে আমি বুঝলুম যে হয় তার শাসনতন্ত্র সমেত ইউনিয়নকে বিসর্জন দিতে হবে, অথবা শক্তহাতে কৃষ্ণকায়দের সমস্যার মীমাংসা করতে হবে। আমি শেষ উপায়টিই বেছে নিলুম। এই সঙ্কল্প গ্রহণে ক্ষতির চেয়ে অনেক বেশী লাভের আশাই করেছিলাম।"

পদাধিকারের শপথ-জাত দায়িত্ব সম্বন্ধে লিঙ্কন গভীর ভাবে চিন্তা করেছেন। বারবার তিনি তাঁর সহকর্মীদের দাসত্ব-উচ্ছেদ সম্পর্কিত কার্যাবলীর প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ করেছেন; বহুবার এবং আন্তরিকভাবে তিনি মধ্যপন্থা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছেন—সুতরাং, নীতিগত নানা প্রশ্নের অনেক বিচার ও উদ্বিগ্ন চিন্তার পর এখন তিনি তাঁর এই মহান সঙ্কল্পে উপনীত হয়েছেন।

এর অব্যবহিত পরেই, প্রায় প্রস্তুত না হয়েই এবং কারো সঙ্গে কোন আলোচনা না করেই হঠাৎ তিনি মন্ত্রিপরিষদকে আহ্বান করলেন। মন্ত্রীদের তিনি বল্লেন যে নিজের কার্যক্রম তিনি স্থির করেছেন এবং সে সম্বন্ধে তাঁদের পরামর্শের প্রয়োজন, তাই ঘোষণার খসড়াটি তাঁদের সকলকে একসঙ্গে দেখাবেন ব'লে তাঁদের ডেকেছেন। পাঠ শোনা হ'লে তাঁদের মন্তব্য তিনি শুনবেন। নীরব মন্ত্রিবর্গের মাঝখানে ডিম্বাকার সবুজ আস্তরণ দেওয়া টেবিলের পাশে বসে' লিঙ্কন দাসত্ব-মোচন ঘোষণাপত্রের মূল খসড়াটি জোরে জোরে পড়ে গেলেন। মূল অভিপ্রায় বজায় রেখে অন্য অনেক পরিবর্তনের পর এই খসড়ার চরম রূপ এইভাবে পরে প্রকাশিত হ'ল।

"আমি, এব্রাহাম লিঙ্কন, ইউনাইটেড ষ্টেটস অ্যামেরিকার রাষ্ট্রপতি ও তার স্থল ও নৌ-সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক, এতদ্বারা ঘোষণা করছি এবং স্পষ্ট ও দৃঢ়রূপে জানাচ্ছি যে, যেমন এতাবৎ, তেমন এর পরেও, যে সকল রাষ্ট্রে ইউনাইটেড ষ্টেটসের সঙ্গে শাসনতান্ত্রিক সম্পর্ক ব্যাহত বা বিপর্যস্ত হয়েছে সেখানে রাষ্ট্র ও তার জনগণের সঙ্গে সেই সম্পর্ক কার্যতঃ অব্যাহত রাখবার উদ্দেশ্যে বর্তমান সংগ্রাম পরিচালিত হবে। যে, তথাকথিত দাস-রাষ্ট্রগুলির স্বেচ্ছায় গ্রহণ বা নাকচের জন্য আর্থিক সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি সমন্বিত প্রস্তাবটি কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশনে পুনরায় গ্রহণের পরামর্শ দেবার আমার অভিপ্রায় আছে, যাতে সেই সব রাষ্ট্রের লোকেরা অতঃপর ইউনাইটেড ষ্টেটসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী না থাকে, এবং তখন বা কিছু পরে সেই রাষ্ট্রগুলি নিজ নিজ সীমার মধ্যে স্বেচ্ছায় অবিলম্বে বা ক্রমে ক্রমে দাসত্ব উচ্ছেদের নীতি গ্রহণ করতে পারে, এবং যে, এই মহাদেশে বা অন্যত্র, সেই সেই স্থানের সরকারদিগের পূর্বসম্মতি অনুসারে আফ্রিকাজাত জনগণের স্বেচ্ছায় উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা অব্যাহতভাবে চলতে থাকবে।

"যে, ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী যে কোন রাজ্যে বা তার নির্দিষ্ট অংশে যেখানে জনগণ সেই সময়েও ইউনাইটেড ষ্টেটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে লিপ্ত সেইখানকার দাসরূপে গৃহীত সকল মানুষ ঐ দিন থেকে চিরকালের জন্য মুক্ত হবে……। পূর্বোক্ত ১লা জানুয়ারীতে নির্বাহী বিভাগ (executive) এক ঘোষণাপত্রে যে সব রাজ্য বা রাজ্যাংশের জনগণ তখনও ইউনাইটেড ষ্টেটসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী আছে তাদের নাম নির্দিষ্টরূপে প্রকাশ করবেন।"

ঘোষণাপত্র চূড়ান্ত করা হোল। এই বিষয়ের দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে পলাতক দাসদের এককালীন মালিকদের কাছে তাদের ফিরিয়ে দেবার জন্য ইউনাইটেড ষ্টেটসের সেনানায়কেরা যাতে তাঁদের অধীনস্থ সৈন্য ব্যবহার না করেন ইতোমধ্যে সেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। "ইউনাইটেড ষ্টেটস সৈন্যবাহিনী অধিকৃত বিদ্রোহী অধ্যুষিত স্থানগুলিতে প্রাপ্ত সমস্ত দাস যুদ্ধ-

বন্দীরূপে বিবেচিত হবে, চিরকালের জন্য দাসত্ব থেকে মুক্ত হবে এবং পুনরায় দাস বলে গণ্য হবে না", এই মর্মে পূর্বে যে আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে ঘোষণা-পত্রে এ সম্বন্ধেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

নিগ্রোদের প্রতি সদয় এবং নিগ্রোদের দাসরূপে ব্যবহারকারী এই দুই দলের বিবাদে এ দেশের লোকেরা তাদের উদ্যম ও শক্তি ক্ষয় করছিল। সে কলহ রূপান্তরিত হয়েছে গৃহযুদ্ধে, এবং "কালো"-দের জন্য শ্বেতকায়রা পরস্পরকে গুলী করে মারছে। অবশেষে যখন দাসদের প্রতি সদয় দলের হুকুমে দাসদের মুক্তির সময় এল, এই মহান বাক্যের ঘোষণায় বিশেষ সুবিধা হ'ল কাদের? যাঁরা নিজেদের দাস-বন্ধু বলেন তাঁদের দাসদের নয়, যুদ্ধসীমার অপর পারে যে মালিকরা আছেন তাঁদের দাসদের—সেই সব দাসদের, যারা উত্তরাঞ্চলের অধিবাসীদের এক্তিয়ারের বাইরে। এইভাবে, দুরূহ একটি সমস্যা তার জাতির সর্বাপেক্ষা সুবিবেচক ও মহত্তম চিন্তানায়ককে চরম অসঙ্গতির মধ্যে নিয়ে এল। কারণ, এই সমস্যা সমাধানকল্পে তিনি তরবারি ব্যবহার করেও বিজয়ের পথে আদৌ পৌছাতে পারছেন না। ঘটনা-পরম্পরা লিঙ্কনকে এমন একটি পরিস্থিতির ভিতর ঠেলে দিয়েছে যেখানে শত্রুর দাসদের শৃঙ্খল তিনি মোচন করছেন অথচ তাঁর বন্ধুবর্গের দাসদের অঙ্গে সে শৃঙ্খল বজায় থাকছে।

মন্ত্রিপরিষদ বিস্মিত হয়ে গেল। স্ট্যানটন বল্লেন, "যে সব ব্যবস্থার আমি সুপারিশ করেছি, আপনার প্রস্তাব সেগুলোকে ছাপিয়ে যাচ্ছে।" তিনি বা অন্য সদস্যেরা যে সকল আপত্তি করতে পারেন, লিঙ্কন আগে থেকেই তা ভেবে রেখেছেন। যাই হোক, সিউয়ার্ডের একটি পরামর্শ ছিল। তিনি বল্লেন: "এই ঘোষণাপত্র আমি সমর্থন করছি, তবে ঠিক এই সময়ে এটি প্রকাশ করার যুক্তিযুক্ততায় আমার সংশয় আছে। বারংবার পরাজয়ের ফলে জন-সাধারণের নৈরাশ্য এত বেশী যে এরূপ প্রয়োজনীয় একটি ব্যবস্থা তাদের মনে কি প্রতিক্রিয়া জাগাবে সে সম্বন্ধে আমার শঙ্কা আছে। সর্বস্বান্ত সরকারের

র উপায় বলে', সাহায্যের জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা বলে', লোকেরা এটিকে মনে রতে পারে······সেইজন্য আমি বলি যে এখন—এই যুদ্ধের বিরাট বিপর্যয়-লির অব্যবহিত পরে—এটি প্রকাশ না করে', কোন সামরিক সার্থকতায় পুষ্ট র আপনি দেশকে এটি দিলে শোভন হয়।"

এই মন্ত্রণার সুবুদ্ধি লিঙ্কনের কাছে অবিলম্বে প্রতিভাত হ'ল। তিনি টি নিজের দেরাজে চাবিবদ্ধ করে রেখে, যুদ্ধে বিজয়ের অপেক্ষায় লেন।

যুদ্ধপরিস্থিতি ক্রমে ক্রমে আরও সঙ্কটপূর্ণ হচ্ছে। আবার সেই বুলরাণ ীর ধারে আগস্ট মাসে শত্রু-সেনাপতি লী যুক্তরাষ্ট্রের পোপ নামক নতুন নাপতিকে হারিয়ে দিলেন। পোপের সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হ'য়ে রাজধানীতে সে পড়ায় আতঙ্ক বেড়ে গেল। এদিকে এই সুযোগে লী মেরীল্যাণ্ড াক্রমণ করেছেন এবং সেজন্য অনেকটা দোষ পড়ল ম্যাকক্লেল্যানের উপর; রণ নির্দেশ পাওয়া সত্ত্বেও ম্যাকক্লেল্যান সৈন্যদল নিয়ে অগ্রসর হন নি, এবং নেকের মনে হ'ল যে পোপের পরাজয় তাঁর অভীপ্সিত। এর জন্য ম্যাকক্লেল্যান র্মচ্যুত হলেন না, বরং মনমরা ছত্রভঙ্গ সৈন্যদলকে নতুন করে' গড়বার জন্য াকে কার্য্যতঃ আরও ক্ষমতাসম্পন্ন করা হ'ল। এ ব্যবস্থা হ'ল লিঙ্কনের চ্ছায়, মন্ত্রিপরিষদের প্রায় সকল সদস্যেরই এতে আপত্তি ছিল।

এই গঠনের কাজে ম্যাকক্লেল্যান সব থেকে নিপুণ ছিলেন এবং সৈন্যরাও াকে ভালবাসতো। আবার ডেমোক্র্যাট বলে' রাজনীতির দিক থেকে চারে যদিও তাঁর কর্মচ্যুতির আবশ্যকতা হয়ত ছিল, তবু নিঃসন্দেহ ঙ্কন তাঁকে প্রয়োজনের অধিক কাল অধিনায়কের পদে রেখেছিলেন; কিন্তু প্রসিডেণ্ট যে ম্যাকক্লেল্যানের নৈতিক মূল্যবিচারে ভুল করেছেন অচিরেই । স্পষ্ট' হল।

যাই হোক, এই অবস্থাচক্রে তাঁর বিশ্বাস এবং কুসংস্কারবশে লিঙ্কন কটি শপথ করলেন এবং সেই সূত্রে তাঁর ভয়ানক মানসিক বিভ্রান্তির

চরম প্রকাশ হ'ল। তিনি ভগবানের নাম নিয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন যে মেরীল্যাণ্ড থেকে শত্রু বিতাড়িত হওয়া মাত্রই তিনি তাঁর ঘোষণাপত্রটি প্রচার করবেন।

লোকের কথা মন দিয়ে শোনা, দ্বিধা করা, পরিণতির ক্রমের জন্য অপেক্ষা করায় যাঁর প্রকৃতির সহজ প্রবণতা, সেই মানুষটি জীবনে এই দ্বিতীয় বার তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ অধৈর্যে চঞ্চল হয়ে উঠলেন। প্রথম বার এমন অধীর হয়েছিলেন তিনি স্প্রীংফিল্ডে (সে কি সত্যই দু'বৎসর পূর্বে?)—প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন, কিন্তু পদাধিকারের অভাবে কোন কাজে হাত দেবার তাঁর শক্তি নেই। এখন বাহিনীর সর্বাধিনায়ক তিনি, অথচ শক্তিহীন—একটা যুদ্ধজয়ের আশায় থাকবেন যাতে ঘোষণাপত্রটি বন্ধ দেরাজ থেকে মুক্তি পায়। এই মুক্তির কথাটি তাঁকে দিয়ে বলাবার জন্য বাইরের নানা প্রভাবও তাঁর উপর কাজ করছে—তাঁকে ব্যস্ত করে তুলছে—অথচ তাঁর সিদ্ধান্ত এবং তার শপথের দরুণ তিনি প্রকাশ্যে বলতে পারছেন না যে বহুদিন আগেই একথা বলবার জন্য তিনি প্রস্তুত হয়েছেন।

অবশেষে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি যুদ্ধজয়ের সংবাদ এল। শেষ পর্যন্ত ম্যাক্‌ক্লেল্যান অগ্রসর হবার সিদ্ধান্ত করে, এ্যানটিএট্যামে সেনাপতি লীকে পরাজিত করলেন। পরাজয় চূড়ান্ত না হলেও, লী পিছু হটতে বাধ্য হলেন। পূর্বাঞ্চলের সীমাবদ্ধ রণাঙ্গণে মাত্র কয়েক মাইলেরও অনেক দাম—এবং সে মূল্য আরও বাড়লো অবসন্ন উত্তরাঞ্চল ও সংশয়ী য়ুরোপে এই জয়ের প্রতিক্রিয়ায়। "অক্ষত অবস্থায় তাঁকে পালাতে দেবেন না যেন," ম্যাকক্লেল্যানকে তার করলেন লিঙ্কন, এবং এই অনুরোধে জোর দেবার অভিপ্রায়ে নিজে যুদ্ধশিবির পরিদর্শন করে এলেন। ম্যাকক্লেল্যান কিন্তু নিশ্চেষ্ট—শত্রুর পশ্চাতে তাড়া করে' অগ্রসর হলেন না।

উপস্থিত মতো রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই বিজয়ের সুযোগ সুবিধা নেওয়াই ছিল বিশেষ প্রয়োজনীয়, কারণ, দক্ষিণাঞ্চলকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলে' স্বীকার

করবার জন্ত ইংলণ্ড অনেকটা প্রস্তুত হয়েছিল, কিন্তু এই পরিস্থিতি তাদের কাছে ব্যাপারটি পুনর্বিবেচনা করবার কারণ হয়ে দাঁড়াল।

এই বিজয়ের ফলে লিঙ্কনের অস্থিরতা আরও অনেক বাড়লো। তাঁর ঈপ্সিত মুহূর্ত এসেছে, এবং শপথ অনুসারে এবার তাঁকে কাজ করতে হবে।

এ্যানটিএট্যামে যুদ্ধজয়ের পাঁচ দিন পরে মন্ত্রিপরিষদকে আহ্বান করে তিনি বললেন ঃ

"আপনারা জানেন যে এই যুদ্ধের সঙ্গে দাসত্বের সম্পর্ক সম্বন্ধে আমি অনেক বিচার বিবেচনা করেছি।...বিদ্রোহী সৈন্যদল যখন ফ্রেডারিকে ছিল তখনই আমি মনস্থ করেছিলাম যে, তারা মেরীল্যাণ্ড থেকে বিতাড়িত হওয়া মাত্র আমি দাসত্ব মোচনের ঘোষণাপত্র প্রকাশ করবো।...এ প্রতিজ্ঞা করেছিলুম নিজের কাছে এবং"—একটু দ্বিধা করে, বল্লেন, "আমার সৃষ্টিকর্তার কাছে। বিদ্রোহী সৈন্যদল এখন বিতাড়িত হয়েছে, এবং আমি আমার প্রতিজ্ঞা পালন করবো।...মূল বিষয়ে আমি আপনাদের পরামর্শ চাই না, কারণ সেটি আমি নিজেই স্থির করেছি। আপনাদের প্রত্যেকের উপর শ্রদ্ধা প্রকাশ ব্যতীত অন্য কোন মনোভাব নিয়ে আমি একথা বলছি না। কিন্তু এ বিষয়ে আপনাদের প্রত্যেকের মতামত আমি ইতিপূর্বে জেনেছি।... আমার বাচনভঙ্গী বা ব্যবহৃত শব্দে অথবা কোন গৌণ বিষয়ে পরিবর্তন প্রয়োজন বলে যদি আপনারা কেউ মনে করেন, তা হলে সানন্দে আমি সে পরামর্শ গ্রহণ করবো।...আমি বেশ ভাল করেই জানি যে এই ব্যাপারে এবং অন্যান্য বিষয়ে অনেকেই আমার চেয়ে বেশী কৃতিত্ব দেখাতে পারেন; যদি আমি নিশ্চিতভাবে বুঝতুম যে, তাঁদের মধ্যে কোন ব্যক্তি আমার তুলনায় জাতির অধিকতর বিশ্বাসের পাত্র এবং এমন কোন শাসনতান্ত্রিক পন্থা আমার জানা থাকতো যাতে আমার জায়গায় তাঁকে বসাতে পারতাম, তা হ'লে তাঁকে এ পদে বসাতাম। আমি সানন্দে এ ভার তাঁর হাতে তুলে দেব। যদিও আমার ধারণা যে, কিছুদিন পূর্বে আমার উপর জাতির যতখানি বিশ্বাস ছিল

এখন ততখানি নেই, সকল দিক বিচার করে', আর কোন লোকের উপর যে আছে তা আমি জানি না। যাই হোক না কেন, আমার স্থানে অন্য কোন ব্যক্তিকে বসাবারও কোন পথ দেখি না। আমিই এ পদে আছি; যতখানি ভালো করে' পারি আমি তাই করবো, এবং যে পন্থার অনুসরণ করা কর্তব্য বলে বোধ করছি, তার সকল দায়িত্ব বহন করবো।"

সেই দিনই লিঙ্কন তাঁর দাসত্ব-মোচন ঘোষণাপত্র জগতে প্রচার করলেন।

এর ফল হ'ল বিপর্যয়। ব্যাপক বিশৃঙ্খলা দেখা দিল সারা উত্তরাঞ্চলে; স্টক এক্সচেঞ্জে মন্দা দেখা দিল, নির্বাচনগুলির ফল হ'ল প্রতিকূলে; ডেমোক্র্যাটরা বলতে লাগল যে হাজার হাজার শ্বেতকায়কে রক্ত দিতে বাধ্য করা হচ্ছে যাতে তাদের স্বদেশবাসী শ্বেতকায়রা নিজ নিজ সম্পত্তি থেকে অবৈধভাবে বঞ্চিত হয়। দক্ষিণাঞ্চলে, কারো একটি আঙ্গুলও নড়ল না; যে সকল দাসদের মুক্ত বলে ঘোষণা করা হ'ল তাদের উপর নজর রাখবার জন্য একটি সৈনিককেও রণাঙ্গন থেকে অপসারিত করা হোল না।

"ঘোষণার পর ছয় দিন কেটে গেল," লিঙ্কন লিখলেন উপরাষ্ট্রপতিকে, "এবং কোন আত্মাভিমানী লোক যতটা প্রত্যাশা করে, সংবাদপত্র ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছ থেকে ততটা প্রশংসা পাওয়া গেলেও সরকারী কাগজের দাম পড়ে' গেছে, এবং পূর্বের চেয়ে মন্দগতিতে লোকেরা সৈন্যদলে যোগ দিতে আসছে। স্থিরচিত্তে ব্যাপারটি বিচার করলে বিশেষ সন্তোষ লাভ করা যায় না। সংগ্রামের প্রারম্ভে রণাঙ্গনে যত সৈন্য ছিল, এই ছয় দিনের মধ্যে তার সংখ্যা অনেক কমেছে···নিঃশ্বাসের (কথার) মাধ্যমে উত্তরাঞ্চল ঘোষণাপত্রে সাড়া দিয়েছে প্রচুর, কিন্তু কেবল নিঃশ্বাসের জোরে বিদ্রোহীকে মারা যায় না! অবস্থা সম্বন্ধে আরও প্রফুল্লভাবে লিখতে পারলে আমি সুখী হতুম।"

বিভিন্ন দলে নব নব আভ্যন্তরিক গোলযোগ দেখা দিল, এবং বিবদমান

ই পক্ষেও অনুরূপ রাজনৈতিক বিরোধ চলতে থাকল। সরকার-ঘোষিত ই নূতন পন্থায় সন্তুষ্ট হ'ল কেবল প্রকৃত দাসত্ব-উচ্ছেদকামী জন-সমাজ।

সর্বাপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার হ'ল যে, লিঙ্কন তৎক্ষণাৎ টেলিগ্রাম করে' মন নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং জনগণ যেমন প্রত্যাশা করেছিল অত কাছে কে ও যুদ্ধজয়ের সুবিধা থাকা সত্ত্বেও শত্রুর রাজধানীর বিরুদ্ধে সেনাপতি ান অভিযান করলেন না।

এতদিনে ম্যাকক্লেল্যানের দুর্বোধ্য কার্যকলাপের তাৎপর্য স্পষ্টতর হয়ে ল। ম্যাকক্লেল্যান যখন উপদ্বীপে ছিলেন, অর্থাৎ এ্যানটিএমের যুদ্ধেরও াগে, তখন ডেমোক্র্যাটিক পার্টির গুপ্ত দূতরূপে নিউইয়র্কের মেয়র তাঁর সঙ্গে খা করেন এবং ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য তাঁর মনোনয়নের াব করেন। এর পরিবর্তে ম্যাকক্লেল্যানকে কথা দিতে হবে যে, তিনি মন ভাবে যুদ্ধ চালাবেন যাতে দক্ষিণাঞ্চলকে তুষ্ট করা সম্ভব হয়। গৃহযুদ্ধের ময়ে ম্যাকক্লেল্যানের আচরণ চরম রাজদ্রোহ বলে' বিবেচিত হ'তে পারে না তা স্থির করা সহজ নয়, কিন্তু, মোটের উপর লিঙ্কন এই নেপোলিয়নকে ীভূত করবার সংকল্প করলেন।

নভেম্বর মাসে ডেমোক্র্যাট ম্যাকক্লেল্যানকে অধিনায়কের পদ থেকে রিয়ে দিয়ে তিনি রিপাব্লিক্যান বার্ণসাইডকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করলেন। ই পরিবর্তনের ক্ষণটি অশুভই ছিল, কারণ এর মধ্যে শত্রু তার অবস্থা দৃঢ়তর রে নিয়েছে এবং ডিসেম্বরে বার্ণসাইড ফ্রেডারিক্‌স্‌বার্গে পরাজিত হলেন।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দের সেই নভেম্বর মাসে সারা দেশ যখন দারুণ উত্তেজনার ধ্যে লিঙ্কনের পক্ষে বা বিপক্ষে ভোট দিচ্ছিল, ইলিনয়ের এক ছোট সহরে ক দোকানের কর্মচারী ঘোড়ার সাজওয়ালা ও মুচিদের কাছে চামড়া বিক্রী রছিল। মাঝারি-মাপের, পাতলা গঠনের এই কর্মচারীর বয়স তখন প্রায় িশ বৎসর। ক্রেতাদের নিশ্চয়ই কাজ ছেড়ে ভোট দিতে যাবার গরজ ছল না, বিক্রেতারও ভোটাধিকার নেই. কারণ ইলিনয়ে সে বেশী দিন আগে

নি। বাড়ী এবং ব্যবসা তার বাপ ও ভায়েদের—সে সম্প্রতি তাদের সঙ্গে কাজে যোগ দিয়েছে। এর আগে নিজের, স্ত্রীর ও চারটি সন্তানের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থার জন্য গত ছয় বৎসর ধরে' সে নানা স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

তার কুড়ি বছর বয়সের পর থেকে কিছুদিন তার অবস্থা ভালই গেছে—সৈন্যদলে যুদ্ধকালে ও শান্তির সময় সে লেফটন্যান্ট ও পরে ক্যাপ্টেন হয়েছিল এবং উর্দ্ধতন কর্মচারীদের সঙ্গে তার সদ্ভাব ছিল। কিন্তু সৈনিকের জীবন তার খুব ভাল লাগত না। এ অবশ্য তার সাহসের অভাবের জন্য নয়; আট বছর বয়সে সে বাপের খামারে কাজ করেছে এবং সামরিক শিক্ষালয়ে ও পরে মেক্সিকোর যুদ্ধে ভাল ঘোড়সওয়ার বলে' তার বেশ নাম হয়েছিল।

যাই হোক, মোটামুটি বলতে গেলে কাজ করবার স্পৃহা তার কম। তার ধর্মভীরু মেথডিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত মায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ভগবৎ বিশ্বাসের দরুণ পুরুষকারের চেয়ে দৈবাৎ পাওয়া সুবিধা নেবার ঝোঁক ছিল তার বেশী। বিনা নামেই তো সে জীবন আরম্ভ করেছে—তার জন্মের দেড় মাস পরে তার বাপ মা লটারী করে তার নাম ইউলিসিস এবং হাইরাম রেখেছিলেন। সতেরো বৎসর বয়সে ওয়েষ্ট পয়েন্টে (সামরিক শিক্ষালয়) যে কংগ্রেস সদস্যের দায়িত্বে সে ভর্ত্তি হ'ল, তিনি ওর নাম লেখালেন ইউলিসিস সিম্পসন। এ পরিবর্ত্তন সে নীরবে মেনে নিলে।

তার একমাত্র দুর্বলতা হ'ল অতিরিক্ত মদ্যপান—এ দোষ এত বাড়লো যে অন্য সব রকমে তার চরিত্র ও কর্মপরিচয় অকলঙ্ক হওয়া সত্বেও ক্যাপ্টেন থাকা কালে তাকে সৈন্যদল ত্যাগ করতে হ'ল। এক বন্ধুর কাছ থেকে অর্থ ধার নিয়ে সে বাড়ী ফিরল না। সদয় ভাবে বিচার করে তাকে স্বপদে ফিরে নেবার প্রার্থনা জানিয়ে তার বাবা যুদ্ধসচিবকে চিঠি দিল, ফল অবশ্য কিছু হ'ল না। প্রধানরূপে এই ক্যাপটেনকে যিনি বিতাড়িত করেছিলেন তাঁর নাম জেফারসন ডেভিস*। দশ বৎসর পরে এজন্য হয়ত তাঁর অনুশোচনা হয়েছিল; কারণ, পরে

* কনফেডারেসীর প্রেসিডেণ্ট।

ঘটনাচক্রে যেমন দেখা গেল, যে লোকটি দক্ষিণের কনফেড্যারেসী (রাষ্ট্রজোট) ধ্বংস করলে, সেদিন তার উপর সদয় হ'লে চিরকালের মতো ডেভিস তাকে স্মরণে রাখতে পারতেন।

সে যাই হোক, স্বেচ্ছাসৈনিকদের জন্য লিঙ্কনের প্রথম আবেদনের কয়েক দিনের মধ্যে গ্র্যান্ট সৈন্যদলে যোগ দিলেন। আন্তরিক উদ্যম ও অভিজ্ঞতার ফলে গ্র্যান্টের দ্রুত পদোন্নতি হ'ল। সৈন্যদলে নাম লেখাবার দুই মাসের মধ্যে এক হাজার স্বেচ্ছাসৈনিক সম্বলিত এক রেজিমেন্টের নায়কত্ব লাভ করলেন, এবং অল্পদিনের মধ্যেই তাঁকে দক্ষিণপূর্ব মিসৌরী ও সন্নিহিত এলাকাগুলির ভার দেওয়া হ'ল। নায়কদের অপ্রাচুর্যের দরুণ দক্ষ সৈনিক মাত্রই দ্রুত উন্নতির সুযোগ পাচ্ছিলেন, এবং গ্র্যান্টেরও এভাবে পদোন্নতি হয়েছে এ'ছাড়া অন্যভাবে কেউ বিষয়টি ভাবতে পারে নি। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর প্রথম সফলতা হ'ল পাডুকা নামে একটি ছোট নগর অধিকার; কিন্তু বিশেষ সামরিক কৃতিত্ব বলে' এটা তত গ্রাহ্য হয়নি যত হয়েছিল জাতিব এই নতুন এক সেনাপতির প্রচারিত বাণীর সবল ও সরল সুর। অধিকৃত নগরের অধিবাসীদের উদ্দেশে যিনি এমন ভাবে নিম্নে উদ্ধৃত ঘোষণাপত্র লিখতে পারেন, তাঁর মধ্যে যে দুর্লভ শক্তি আছে লিঙ্কন অবিলম্বেই তা উপলব্ধি করেছিলেন।

"আমি এখানে এসেছি শত্রুর হাত থেকে আপনাদের রক্ষা করবার জন্য; আপনাদের শাসন-ব্যবস্থার মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্য পোষণ করবার উদ্দেশে। মতামত সম্বন্ধে নয়, বিদ্রোহ ও তার সমর্থকদের সম্বন্ধেই আমার কর্তব্য আছে। সরকারের সমর্থকদের রক্ষা ও তার বিরোধীদের শাস্তিদানের জন্য সরকারের বলিষ্ঠ বাহু এখানে অধিষ্ঠিত হয়েছে। যখনই স্পষ্ট বোঝা যাবে যে, আপনারা আত্মরক্ষায় এবং সরকারের শাসন ও নাগরিকবর্গের অধিকার অব্যাহত রাখতে সমর্থ তখনই আমি আমার সৈন্যদলকে এখান থেকে সরিয়ে নেব।"

এই মানুষটির কথার সুরে ও আচরণে অভিভূত হয়ে কেনটাকীর ব্যবস্থাপক সভা ইউনিয়নে যুক্ত থাকবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে। লিঙ্কন বল্লেন, "যিনি এমন

লিখতে পারেন তিনি পশ্চিমাঞ্চলের সেনাধিনায়কত্ব নেবার উপযুক্ত, এই আমার ধারণা।"

এই ঘটনার অল্পকাল পরেই সমগ্র জাতি এই নূতন সেনাপতির কথা জানতে পারলে। তিনি সুরক্ষিত ফোর্ট ডোনেলসন জয় করলে শত্রু সেনাপতি সন্ধির কথা জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন। গ্র্যাণ্ট উত্তর দিলেন, "অন্য কোন সর্ত নয়, বিনাসর্তে আশু আত্মসমর্পণই কেবল গ্রাহ্য। অবিলম্বে মূল দুর্গ আক্রমণই আমার উদ্দেশ্য।" গ্র্যাণ্টের এই ভঙ্গীতে জনসাধারণ অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে তাঁর নামের দুটি আদ্য অক্ষর 'ইউ' এবং 'এস' নিয়ে সকলে তাঁর নাম দিলে "আনকণ্ডিশ্যানাল সারেণ্ডার (বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ) গ্র্যাণ্ট" সব কিছুতেই এর পূর্বে যিনি ব্যর্থকাম হয়েছেন, সেই চর্ম-ব্যবসায়ীর সহকারী বারো মাসের মধ্যে যুদ্ধের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য সাফল্যের গৌরবমণ্ডিত হয়ে মেজর জেনারেলের পদে উন্নীত হলেন।

বর্তমান সংগ্রাম যদি বিরোধী দুই দলের মধ্যে লড়াইতেই সীমাবদ্ধ থাকত তা হ'লে দক্ষিণ হয়ত অপরাজেয় থেকে যেত; কিংবা বহু বৎসরের অভিযানে অবশেষে যদি পরাজিত হতেও হোত তা হোত, কেবল উত্তরের ক্রমশঃ জনবৃদ্ধি ও নিজেদের ক্রমাগত জনক্ষয়ের দরুণ। যুদ্ধমীমাংসার চূড়ান্ত কারণ হ'ল অবরোধ; তার ফলে য়ুরোপ থেকে কাঁচা মাল ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ দক্ষিণের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে গেল। রপ্তানীও বন্ধ হ'ল। তবে, কিছুদিন পরে, উত্তরের প্রহরা সত্ত্বেও, কিছু কিছু জিনিষপত্র আসা-যাওয়া করতে লাগল মাত্র দুটি কি তিনটি সমুদ্র-বন্দরের পথে। কিন্তু, যতদিন মিসিসিপি জলপথ বিদ্রোহী-যানের ব্যবহারযোগ্য ছিল ততদিন টেক্সাস ও মেক্সিকোর ভিতর দিয়ে দাক্ষিণাত্য রসদ ও গম পেয়েছে য়ুরোপ থেকে; সুতরাং ভিকস্‌বার্গের মতো সুবিধাজনক জায়গা থেকে শত্রুকে সরানো অত্যাবশ্যক হয়ে উঠল।

এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য গ্র্যান্ট প্রথম ইটালি অভিযানে নেপোলিয়নের মতো কয়েক বারের সংঘর্ষে শত্রুর দুই দল সৈন্যকে পরপর পরাজিত ক'রে সহর অবরোধ করে খাদ্য সরবরাহের পথ বন্ধ করলেন। সহরের উপর ভীষণভাবে গোলাবর্ষণের পর স্বাধীনতা দিবসে সহরের ত্রিশ হাজার সৈন্য অস্ত্রত্যাগ করে' পরাজয় স্বীকারে বাধ্য হ'ল।

এই কয়েক সপ্তাহের ভিতরেই উত্তরের আর এক সেনাপতি সবল হাতে ভাগ্যকে উত্তরের উদ্দেশ্যের অনুকূল করেছেন। পরাজিত বার্ণসাইডের স্থলাভিষিক্ত হুকার জানুয়ারী মাসে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। কিন্তু, নিজের হঠকারিতায় তিনি মে মাসে চ্যানসেলারস্‌ভিলে পরাজিত হলেন। এর ফলে শত্রু-সেনাপতি লী তৃতীয় এবং শেষবারের মতো উত্তর-অধিকৃত ভূমিতে অভিযানের চেষ্টা করবার সুযোগ পেলেন। দক্ষিণের এই সেনাপতি সবলে মেরীল্যাণ্ডের ভিতর দিয়ে পেনসিলভ্যানিয়ার সীমান্তে উপনীত হলেন; আতঙ্কের সৃষ্টি হ'ল, লোকেরা ম্যাকক্লেল্যানকে স্বপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য দাবী জানাতে লাগল। এদিকে হুকারের পরাজয়ে বিব্রত হয়ে প্রেসিডেন্ট ইতোমধ্যে মীডকে সেই পদে নিযুক্ত করেছেন।

এই নূতন সেনাপতি যখন লীর সম্মুখীন হলেন তখন উভয়েই বুঝলেন এবং সারা জগতও বুঝলো যে যুদ্ধের মীমাংসার সময় এসেছে। কারণ এইখানে এবং এই সময়ে দক্ষিণীদের আর একটি সংঘর্ষে জয়ী হ'লে, য়ুরোপীয় রাষ্ট্ররা হয়ত দক্ষিণের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে' নিত এবং সেই সূত্রে যুদ্ধক্লান্ত উত্তরাঞ্চলের ডেমোক্র্যাটদের দলগত রাজনৈতিক পথও সুগম হোত।

যুদ্ধের তৃতীয় দিনে মীড গ্যেটীসবার্গে লীকে পরাজিত করলেন এবং সেই সঙ্গে গ্র্যান্টও ভিকস্‌বার্গ অধিকার করলেন। প্রকৃতপক্ষে, ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের জুলাইয়ের প্রারম্ভে এই দুই বিজয়ে যুদ্ধসমস্যার মীমাংসা হয়ে গেল। গ্যেটীস-বার্গের বিরাট সাফল্যের পর উত্তরাঞ্চল যদি দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হ'ত, সমগ্র যুদ্ধাভিযান তা হ'লে ত্বরায় শেষ হ'তে পারতো। উত্তরাঞ্চল থেকে শত্রু

বিতাড়িত হয়েছে, রাজধানীর আর কোন বিপদাশঙ্কা নেই'; দক্ষিণী-সৈন্য আটলান্টিক এলাকায় সীমাবদ্ধ, অবরোধ সম্পূর্ণ কার্য্যকরী হয়েছে এবং চ্যানসেলারস্‌ভিলে জ্যাকসন মারা গেছেন। এ সত্ত্বেও দক্ষিণ যে আরও প্রায় দু'বছর ধরে' যুদ্ধ চালাতে সক্ষম হ'ল, তার কারণ উত্তরের দুর্বলতা এবং লীর কৃতিত্ব।

গ্র্যান্টকে পাবার পর থেকে লিঙ্কন যুদ্ধের মানচিত্র দেখে' আর বেশী সময় কাটান না। রণকৌশল নিয়ে তিনি যে এত ব্যস্ত হয়েছিলেন তা একনায়কত্বের লোভেও নয়, অতিরিক্ত আত্মমর্যাদাবোধের বশেও নয়।

গ্র্যান্ট সম্বন্ধে লিঙ্কন বলেছেন, "তাঁর কথা কি বলব তা নিজেই ঠিক জানি না। যত লোক দেখা গেছে তাদের সকলের চেয়ে শান্ত এই ছোট্ট মানুষটি। আমি যত লোককে জানি, তাদের সবার চেয়ে অনাড়ম্বর। আমার মনে হয়, আমার ঘরে তিনি এত নিঃশব্দে এসেছেন যে, অনেকবার এক মিনিট বা আরো কিছু পরে আমি তা জানতে পেরেছি। সব বিষয়েই তিনি এমন। তাঁর উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায় অপর সকলের ব্যস্ততা দেখে···যখনই কোন লোককে বাহিনীর অধিনায়কের পদে বসাই, তখনই অভিযানের এক পরিকল্পনা নিয়ে সে ব্যক্তি আমার কাছে হাজির, যেন বলতে চান, 'দেখুন, এ কাজ যে আমি করতে পারবো তা আমার বিশ্বাস হয় না, তবে আপনি যদি বলেন তো চেষ্টা করে দেখবো,' এবং জয় পরাজয়ের দায় আমার উপর চাপিয়ে দেবেন। আমাকেই সকলে সেনাপতি করতে চায়। গ্র্যান্টের কিন্তু সে ধরণ নয়। তাঁর অভিসন্ধি বা পরিকল্পনা আমাকে কখনও বলেন নি। আমি জানি না, জানতেও চাই না। আমাকে বাদ দিয়েও এগিয়ে যেতে পারেন এমন মানুষ পেয়ে আমি খুশী হয়েছি। অভিযানে যাবার আগে অন্যেরা চারদিক খুঁটিয়ে দেখে যেটা অপ্রতুল সেটা বেছে বার করবেন; তাঁরা জানেন, অভাব আমি পূরণ করতে পারবো না, তবুও আমায় শোনাবেন যে সেই জিনিষটি না পেলে তাঁরা জয়ের আশা করতে পারছেন না—এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রার্থিত বস্তুটি হ'ল অশ্বারোহী

সৈন্যদল। গ্র্যাণ্ট যখন পদ নিলেন, আমি ভাবছিলুম তাঁর প্রিয় অসম্ভব বস্তুটি কি হবে, এবং আন্দাজ করলুম সেও এই অশ্বারোহী সৈন্যদল—কারণ, আমাদের যত সওয়ার ছিল তত ঘোড়া ছিল না। হারপার্স ফেরীর কাছাকাছি আমাদের সৈন্য ছিল কমবেশী পনের হাজার, অথচ তাদের চড়বার ঘোড়া ছিল না। বেশ, ঠিক যেমন প্রত্যাশা করেছিলুম সেদিন গ্র্যাণ্ট আমায় ঐ লোকদের কথা লিখে পাঠালেন; তিনি জানতে চেয়েছেন এদের পদাতিক রূপে ব্যবহার করবেন, না দল ভেঙ্গে দেবেন।"

এইভাবে, অবশেষে, সংগ্রামের শেষভাগে এবং তার জীবনের সায়াহ্নে লিঙ্কন এমন একজন মানুষকে পেলেন গুণপনায় যিনি তাঁরই মতো—সমান সবল, সমান স্পষ্টবাদী এবং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন। কেন্দ্রে ভারপ্রাপ্ত হয়ে গ্র্যাণ্ট (সেখানে অবশ্য মীডকে সম্মান ও পূর্ণদায়িত্বের পদে বহাল রেখে) তাঁর আগেকার বাহিনীর ভার দিলেন বন্ধু শারম্যানকে—দূরদ্রষ্টা এই সৈনিক দ্রুত অভিযানে সিদ্ধ।

গ্র্যাণ্টই প্রথম সেনানায়ক যিনি প্রেসিডেণ্টের কাছে কিছু দাবী করেন নি; কারণ, তাঁর কোন প্রত্যাশা ছিল না। অপরপক্ষে, লিঙ্কনও তাঁর কাছে কিছু চান নি, কারণ, তাঁর কাছে তিনি সব কিছুই প্রত্যাশা করেছিলেন।

"বসন্তকালের অভিযান আরম্ভ হবার আগে আপনার দেখা পাবার প্রত্যাশা না রেখে, আপনি যা কিছু করেছেন এবং আমি তার যতটুকু বুঝেছি তারজন্য এই ভাবে আমার পূর্ণ সন্তোষ প্রকাশের ইচ্ছা করছি। আপনার পরিকল্পনার খুঁটিনাটি আমি জানি না, জানতেও চাই না। সর্বদিকেই আপনার পূর্ণ দৃষ্টি। আপনি আত্মনির্ভর; এবং এই জন্য সন্তুষ্ট হয়ে আপনার উপর কোন বাধা অথবা নিষেধ চাপাতে চাই না। আমি যা দিতে পারি এমন কোন জিনিষের যদি অভাব থাকে, আমাকে তা জানাতে কুণ্ঠাবোধ করবেন না। এখন, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি ন্যায়পর উদ্দেশ্যে উদ্বুদ্ধ ও সাহসী বাহিনী-সহায় আপনাকে যেন তিনি রক্ষা করেন।"

সামরিক বিশেষজ্ঞদের মতে গ্র্যান্টের চেয়ে লী অধিকতর নিপুণ সেনাপতি। গ্র্যান্টের নিজের কথায়, তাঁর নিজের কৌশল ছিল বারবার শত্রুকে আঘাত করা, শত্রুকে খুঁজে বের করে' যেখানে এবং যখন সম্ভব তখন ধ্বংস করা; কারণ, শত্রুর আর নিজের ক্ষতিপূরণের সামর্থ্য নেই; উত্তরের বাহিনী যত স্থান অধিকার করছে ততই নূতন সৈন্য সংগ্রহের এলাকা তার বিস্তৃত হচ্ছে; অপরপক্ষে দক্ষিণের সর্বদাই হার হচ্ছে। যাই হোক, লী কিন্তু বহুবার তাঁর জন্য পাতা ফাঁদ থেকে পালাতে পেরেছেন। সংগ্রামের শেষের দিকে যেন দাবা খেলার ব্যাপার হয়ে উঠল। একজনের সব ঘুঁটিই মজুত, আর অপর জন পাকা খেলোয়াড় বলে' মাত্র কয়েকটা ঘুঁটি নিয়ে জোরে খেলা চালিয়ে যাচ্ছে। এই ভাবে এবার বসন্তকালে গত বৎসরের যুদ্ধক্ষেত্রগুলিতে কয়েকটা অমীমাংসিত লড়াই হয়ে গেল। জুন মাসে উত্তরবাহিনীর কয়েকটি বিপর্যয়ে গ্র্যান্টের পদাধিকার সম্পর্কে কিছু শঙ্কার কারণ হলেও, লিঙ্কনকে বিশেষ উদ্বিগ্ন করেনি। অবশেষে জুলাই মাসে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে গ্র্যান্ট যখন পিটারস্‌বার্গ ও রীচমণ্ডের সন্নিকটে উপস্থিত, তখন, লীর এক সেনাপতি ওয়াশিংটন আক্রমণ করবেন এমন শঙ্কা জাগল। তিন বৎসর পূর্বে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল।

পরবর্তী প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের উপর দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। শাসনব্যবস্থার প্রধানরূপে যদি কোন ডেমোক্র্যাট নির্বাচিত হন, তবে তাঁর প্রভাব প্রকাশ করতে তাঁকে লিঙ্কনের মতো মার্চ মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না। নভেম্বরের প্রারম্ভে কেবল তাঁর নির্বাচনেই উত্তরের বাহিনীগুলি নিষ্কর্মা হয়ে যাবে এবং দক্ষিণের ক্ষয়িষ্ণু শক্তি পুনরুজ্জীবিত হবে; কারণ দুই পক্ষই জানেন যে, ডেমোক্র্যাটদের কাম্য শান্তি, বিজয় নয়; এবং অপর দিকে, কোন রিপাব্লিক্যান প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হলে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি পর্যন্ত যুদ্ধ চলবে।

তাঁর নিজের পার্টির বিরুদ্ধতায় সমস্যাটি লিঙ্কনের পক্ষে আরও জটীল হচ্ছে

উঠল। র‍্যাডিক্যালদের তিনি চক্ষুশূল হয়েছেন, কারণ তাঁর দ্বিধার দরুণ প্রথম থেকেই দাসত্বের ব্যাপারে তিনি সোজা পথ নিতে পারেন নি এবং শেষ অবধি যখন দাসত্ব উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিলেন, তাও নিলেন যুদ্ধের প্রয়োজন হিসাবে। গ্রীলি-গোষ্ঠীর সদস্যেরা ব্যক্তিগত কারণে লিঙ্কনের উপর সন্তুষ্ট ন'ন— প্রথমে তাঁরা জেনারেল বাটলার ও পরে জেনারেল রোজক্র্যানস এই দুজনের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে, শেষে ফ্রেমণ্টের সমর্থনে সকলে একমত হলেন।

কিন্তু লিঙ্কনের সবচেয়ে দুর্দ্ধর্ষ বিরোধী এই সব সেনাপতিদের মতো রণাঙ্গনে নেই, তিনি আছেন তাঁরই মন্ত্রিপরিষদে, প্রত্যহই তাঁর সঙ্গে তাঁকে আলাপ করতে হয়। ইনি হলেন চেজ। রাজস্বাধ্যক্ষ রূপে রাষ্ট্রের অমূল্য সেবা করলেও ব্যক্তিগত ভাবে তিনি কোনদিন রাষ্ট্রপতির প্রতি অনুগত ন'ন, এবং উচ্চাভিলাষের বশবর্তী হয়ে শীতকালের গোড়াতেই অতি প্রচ্ছন্নভাবে সম্ভাব্য প্রার্থীরূপে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছেন—মূলতঃ প্রেসিডেন্টের কার্যাবলীর সমালোচকরূপে।

লিঙ্কন পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছেন।

"এই ধরণের ব্যাপার সম্বন্ধে আমি যতদূর সম্ভব চোখ বুজে থাকবার সিদ্ধান্ত করেছি। সচিব হিসাবে মিষ্টার চেজ বেশ দক্ষ, এবং তিনি যে পদে আছেন তাঁকে সেখানেই রাখবো। তিনি যদি প্রেসিডেন্ট হ'ন, খুব ভাল। আমার মনে হয়, এর চেয়ে খারাপ লোক আর প্রেসিডেন্ট হোতে পারে না।...

পরস্পরের সম্বন্ধে এই দুজনের মনোভাবে একটা অনিশ্চিয়তা রইল কয়েক মাস। চেজকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে জানতে পেরে মাঝে মাঝে লিঙ্কন প্রকৃতই আনন্দিত হন। একদিন এক আলাপীকে লিঙ্কন জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি খামারে মানুষ হয়েছিলে না? দাড়ী-মাছি কাকে বলে তাহ'লে জানো তো? ভায়ের সঙ্গে এক দিন ইলিনয়ের এক খামারে লাঙল দিচ্ছিলুম। আমি ঘোড়া চালাচ্ছি আর ভাই লাঙলটা চেপে ধরে আছে। ঘোড়াটা যেতেই চায় না। একবার হঠাৎ দৌড়তে লাগল, লম্বা পা নিয়েও আমি কোন মতে নাগাল

রাখতে পারি না। লাঙলের খাতের শেষে পৌঁছে দেখি একটা প্রকাণ্ড দাড়ি-মাছি তার গায়ে বসে আছে। আমি সেটাকে ফেলে দিলুম। আমার ভাই বল্লে যে, এ কাজ আমি কেন করলুম। আমি বল্লুম, বুড়ো ঘোড়াটাকে পাছে কামড়ায়, তাই। আমার ভাই বল্লে, 'আরে, ঐ জন্যেই তো ওটা অত দৌড়েছিল!' তবে এখন যদি রাষ্ট্রপতিত্বের দাড়ি-মাছি মিষ্টার চেজ্‌কে কামড়াতে থাকে, আমি আর সেটাকে ফেলছি না; তাতে যদি তাঁর দপ্তর ভালভাবে চলে তো চলুক।"

এমন করে তাঁর আরামচেয়ারে বসে গল্প করছেন ইউনাইটেড ষ্টেটসের প্রেসিডেণ্ট, এবং যখন তিনি তাঁর প্রথম বয়সের গল্প বল্লেন, কেমন করে' "আমার ভাই আর আমি একবার লাঙল চষ্‌ছিলুম", তখন তাঁর জীবনের রোমান্সটি অকস্মাৎ ফুটে উঠে, এবং সেই সঙ্গে স্পষ্ট হয় সেই জাতির সরল মহত্ব যাঁদের মধ্যে সমাজের পরম কল্যাণের হেতুস্বরূপ এই ধরণের আরোহণ একাধিকবার সম্ভব হয়েছে। এই বস্তুটিই, পশ্চিমাঞ্চলের একজন সাধারণ মানুষের আবহমণ্ডল যা সব সময় লিঙ্কনকে ঘিরে থাকতো, তাঁর সম্বন্ধে সংশয়ী-দেরও চূড়ান্ত সময়ে তাঁর পাশে এনে দাঁড় করাতো—কারণ, তাঁর বিরুদ্ধে তারা যাই বলুন বা অনুভব করুন না কেন, তাঁর সরল গাম্ভীর্য, ক্রমবর্দ্ধমান রেখান্বিত মুখ যার সাক্ষ্য দেয় সেই বিজ্ঞোচিত চিন্তাশীলতা, পিতৃসম দৃষ্টি ও স্বর যা নিয়ে তিনি চিন্তা করেন ও জনসমাজকে উদ্দেশ করে কথা বলেন, সর্বদা শ্রোতার মর্মস্পর্শ করে' গল্প বলার নিপুণতা, এই সব কটি একত্র হয়ে তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধুদের এবং সংশয়ীদেরও তাঁর দিকে আকৃষ্ট করে।

যাঁর কার্যকলাপকে বাধা দেওয়া হয়েছে, ভুল বুঝা হয়েছে, অন্ততঃ তা নিয়ে বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছে, এহেন মানুষের নাম এত বৎসর ধরে' জনসাধারণের হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসন পেয়ে এসেছে কোন্ গুণে? তাঁর দেওয়া উত্তর, তাঁর বক্তৃতাবলী, জাতির পরামর্শ নেবার জন্যই যেন লেখা তাঁর খোলা চিঠিগুলির জন্য। এরই জন্য তাঁর বন্ধুরা নির্বাচনী অভিযান আরম্ভ করেছিলেন সংবাদ-

পত্রের দুই স্তম্ভ জুড়ে "লিঙ্কনের গল্পাবলী" প্রকাশিত করে। এই ভাবে এক প্রতিনিধিদলের নিকট তাঁর মন্তব্য বাস্তবক্ষেত্রে তাঁর পক্ষে সর্বাধিক কার্যকরী হয়েছিল : "দেখুন, দেশের মধ্যে আমিই যে সর্বোত্তম একথা আমি নিজে কোন সময়ই মনে করি না ; কিন্তু এই সূত্রে এক বুড়ো ওলন্দাজ চাষীর গল্প আমার মনে পড়ছে—সঙ্গীকে সে একবার বলেছিল, 'নদী পার হ'তে গিয়ে স্রোতের মুখে ঘোড়া বদল করা ভালো নয়'।" সংক্ষিপ্ততায় এবং তেজে এ বাক্যসমষ্টি সকলকেই অভিভূত করতে পারে—যে কোন চাষীর স্ত্রীর পক্ষে যেমন সুবোধ্য, বিরোধী উকিলকে কাত করার পক্ষেও তেমনি ধারালো।

ক্রমে ব্যাপার এই দাঁড়ালো যে জুন মাসে ব্যালটিমোরে যখন সম্মেলন বসলো তখন সেনাপতিরা বা চেজ আর প্রার্থী তালিকায় নেই, এবং এই প্রস্তাব গৃহীত হ'ল : "যে কার্যসাধিকা বিচক্ষণতা, স্বার্থশূন্য দেশপ্রীতি এবং শাসনতন্ত্রের প্রতি অবিচল আনুগত্যে এব্রাহাম লিঙ্কন রাষ্ট্রপতির সুমহান কর্তব্যগুলি সম্পাদন ও দায়িত্বগুলি পালন করেছেন, আমরা তাহার অনুমোদন ও প্রশংসা করি……বিশেষতঃ আমরা তাঁহার দাসত্বমোচন ঘোষণাপত্র সমর্থন করি।"

লিঙ্কনের অভিপ্রায় অনুসারে শাসনতন্ত্রের প্রয়োজনীয় সংশোধন করে এই দাসত্বমোচন ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করাই হ'ল নব নির্ধারিত কর্মসূচীর এক মুখ্য ধারা। অভিযানের দিক থেকে বিচার করলে এ বিষয়টি বিপজ্জনক বলেই মনে হয়, কিন্তু লিঙ্কন স্পষ্টবাদিতার বিশেষ পক্ষপাতী। দ্বিতীয় বারের জন্য সমস্ত রিপাব্লিক্যান তাঁর মনোনয়ন সমর্থন করলেন ; কেবল একজন বাদে, তিনি দাস-রাষ্ট্র মিসৌরীর প্রতিনিধি—সেখানে র‍্যাডিকালদেরই সংখ্যাধিক্য।

অতি শান্ত বাচনভঙ্গীতে লিঙ্কন এই মনোনয়ন স্বীকার করলেন। "সুকঠিন কর্তব্য নিঃশেষে সম্পাদন করবার জন্য যিনি আমার মতো কঠোর ভাবে গড়ে ওঠেন নি তাঁর তুলনায় আমি হয়ত যোগ্যতর, সর্বসাধারণের এই অভিমতের প্রকাশরূপে দ্বিতীয়বার কার্যভার গ্রহণের জন্য যে এই মনোনয়ন হয়েছে, এটাই

আমার ধারণা ; এটাকে কোন অংশেই ব্যক্তিগত প্রশংসা হিসাবে আমি গণ্য করিনি।" পরে বলেছেন : "সকৃতজ্ঞচিত্তে এই মনোনয়ন স্বীকার করলুম এবং আপনারা যাকে অভিযানের মঞ্চ বলেন সেই প্রস্তাবগুলি সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন করলুম।"

ডেমোক্র্যাটদের মধ্যেও মতবিরোধ প্রচুর। কেউ কেউ যে-কোন মূল্যে শান্তিকামী, অপরে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চান। একটি মাত্র ঘোষণার বিষয়ে সকলেই এক মত ; সেটি হ'ল, "যুদ্ধ ব্যর্থ হয়েছে।" সুতরাং পরাজিতের মনোভাবাপন্ন অথবা সংগ্রামকামী কোন লোক মনোনয়ন নেবেন না। সুপন্থা হ'ল কোন পদচ্যুত সেনাপতিকে মনোনীত করা—তা হলে একদল তাঁর পক্ষে ভোট দেবেন যুদ্ধটা ভাল করে চালানো হয়নি এই মনে করে এবং অপর দল তাঁর অনুকূলে ভোট দিতে পারবেন যুদ্ধটা যাতে শীঘ্র শেষ হয় এই কামনায়। এই ভূমিকা নেবার মতো ঈশ্বর প্রেরিত এই ব্যক্তিটি কে? স্পষ্টতঃই ম্যাকক্লেল্যান। এখন যে পার্টি প্রভুত্ব করছে তার হাতে কি এঁর লাঞ্ছনা হয়নি? ম্যাকক্লেল্যান তাঁর বক্তৃতায় যুদ্ধ যে ব্যর্থ হয়েছে একথা স্পষ্ট করে' বললেন না, তবে ইঙ্গিতে জানালেন যে, তাঁর হাতে ভার থাকলে বর্তমান অবস্থার চেয়ে অনেক ভাল হ'ত। এই উভয় সংকটে পড়ে, ম্যাকক্লেল্যান ও তাঁর পার্টি গত বারো মাসের যুদ্ধবিজয়গুলিকে হেয় প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা পেলেন ; ঠিক এই সময় ভাগ্যচক্রে গ্র্যাণ্ট আরও অগ্রসর হলেন, কিন্তু এঁরা সে ব্যাপারটি আমলে না আনবার প্রয়াস পেলেন। অপর দিকে, এই সময়ে দক্ষিণী সৈন্যদলের ওয়াশিংটনে হানা, উত্তরের বিষম ক্ষতি, এবং অনেকের সৈন্যদল ত্যাগ—এসবই তাঁদের খুব মনোমত হ'ল। ভাগ্যের বিড়ম্বনায়, এই সংগ্রামের মধ্যেই জাতির যুদ্ধ চালাবার উপযোগী মনোবল কমে যাক, এই তাঁদের প্রত্যাশা!

"এই সম্মেলন স্পষ্টভাবে ঘোষণা করছেন…যে, যুদ্ধের মাধ্যমে ইউনিয়ন পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস চার বৎসর ধরে' ব্যর্থ হবার পর…যাতে সর্বরাষ্ট্র সম্মেলন

মথবা অন্য কোন শান্তিপূর্ণ উপায়ে ফেডার‍্যাল ইউনিয়নের ভিত্তিতে যথাসম্ভব শীঘ্র শান্তি পুনঃস্থাপিত হয় তজ্জন্য ন্যায়নিষ্ঠা, মানবপ্রেম, স্বাধীনতা এবং জনকল্যাণের দাবীতে যুদ্ধবিরতির জন্য অবিলম্বে চেষ্টা করা হোক।

উপরের এই সূত্রের অনিষ্টকর অংশ হচ্ছে এর ভাবার্থ যে, লিঙ্কন শান্তি চান না। ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ব্যাপারে এই সূত্রে মূল সমস্যাটি অমীমাংসীত রইল, অথচ বহুকাল ব্যেপে নব নব উৎপাতের দরজা উন্মুক্ত হোল। কারণ, ফেডার‍্যাল ইউনিয়নে প্রথমে যোগ দিয়ে পরে তা থেকে কোনদিন অপসরণ করতে পারবে কি না, এই সূত্রে সে সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা ঠিকই থেকে গেল।

চার বৎসর পূর্বে যেমন হয়েছিল, এবারও মনোনয়ন না হওয়া অবধি প্রকৃত হট্টগোল বাধে নি। তার পরের কয়েক মাস তাঁর জীবনের শেষ গ্রীষ্মকাল, লিঙ্কনের জীবনের অন্য যে কোন সময়ের চেয়ে সম্ভবতঃ বেশী উত্তেজনাময় হ'ল; প্রকৃতপক্ষে, নির্বাচনের আগে সরে' দাঁড়াবার জন্য তিনি অনেক জরুরী পরামর্শ পেলেন। পার্টি সংগঠকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ উইড বল্লেন যে, লিঙ্কনের জয়লাভের কোন আশা নেই, এবং গোপনে গ্রীলির সঙ্গে জোট পাকালেন; কেন্দ্রীয় রিপাব্লিক্যান কমিটির সভাপতি পরামর্শ দিলেন যে, লিঙ্কন যেন শান্তির প্রস্তাব করেন, তবেই তিনি বেশী ভোট পেতে পারবেন; দাসত্বউচ্ছেদকামী দলের নেতৃস্থানীয় দু'জন এক ইস্তাহারে লিখলেন যে, প্রভুত্বের উন্মাদনায় লিঙ্কন বিনা অধিকারে প্রেসিডেন্টের আসন আঁকড়ে আছেন; উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে যুদ্ধ থামাবার কল্পনায় আগষ্টমাসে একটা বিদ্রোহ করার ষড়যন্ত্র হ'তে লাগল।

নতুন নতুন সৈন্যদল গঠনের ডাক দেওয়াতে দুইদিক থেকেই ঝড় উঠল। খবরের কাগজ-ওয়ালারা চেঁচালো, "অত্যাচারীর স্বেচ্ছাচার!" "তিনি ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, দেশের শাসনতন্ত্র, আশ্রয়ের অধিকার, সকলই নষ্ট করেছেন, তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের শান্তিকামনা বিফল করেছেন, যুদ্ধকালে একনায়কের হস্তে ন্যস্ত সকল শক্তির অপব্যবহার অতি অল্পকালের ভিতরে

তিনি করেছেন। যদি লিঙ্কন নির্বাচিত না হন, তবে শেষ মুহূর্তে সরকারকে ধ্বংস করবার জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করবেন।"

অকস্মাৎ আগষ্টমাসের শেষের দিকে জনসাধারণের মনের ভাব বদলে গেল। খবর এল যে, জর্জিয়ার ভিতর দিয়ে সেনাপতি শারম্যান বিজয় অভিযান করেছেন ও অ্যাটল্যাণ্টা জয় করেছেন। যুদ্ধ-শ্রান্ত ডেমোক্র্যাটদের সম্মেলনের উত্তর দিলেন লিঙ্কন সাম্প্রতিক বিজয়গুলির স্মরণোৎসব সূত্রে ভগবৎ-প্রার্থনা ও ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য একটি দিন ধার্য করে'। পশ্চিমবাহিনী শত্রুভূমির ভিতর আরো অনেকদূর অগ্রসর হতে উত্তরে এখন নতুন করে' আশা জেগেছে, সেইসঙ্গে লিঙ্কনের নির্বাচিত হবার সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্যানাডার সীমান্তে ব্যাঙ্কের উপর হানা, ডাকাতি এবং খুন প্রভৃতিতে আমেরিকার নাগরিকরা বুঝতে পারলেন যে, এই যুদ্ধকালে বিদ্রোহের ফল কি হবে। পার্টির একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি সেনাপতির কাজ ছেড়ে লিঙ্কনের অনুকূলে চারিদিকে বক্তৃতা দিতে লাগলেন—চার বৎসর পূর্বে তিনি এই ভাবেই লিঙ্কনকে সাহায্য করেছিলেন। এমন কি চেজ, কয়েক মাসের শত্রুতার পর, প্রেসিডেণ্টের পুনঃনির্বাচনের জন্য অভিযান করতে মনস্থ করলেন।

দেশে এই ভাব যখন ব্যাপক ও প্রবল, তখন ডেমোক্র্যাটরা প্রকাশ্য বক্তৃতায় এই যুদ্ধ ব্যর্থ হয়েছে অবিরাম এই মত প্রকাশ করে' কেবল নিজেদেরই অনিষ্ট করলে। অপ্রত্যক্ষভাবে দক্ষিণও লিঙ্কনের পুনর্নির্বাচনে সাহায্য করলে; যুদ্ধবন্দী বিনিময় সূত্রে দক্ষিণ প্রত্যেক সেনার কাছে জেনে নিলে তারা কাকে ভোট দিতে চায় এবং পরে ডেমোক্র্যাট ছাড়া আর কোন বন্দীকে ফেরৎ পাঠালে না। এই সর্তে যারা উত্তরে এল তারা অপ্রস্তুতে পড়ল। এদিকে সৈ:রা সকলেই 'বাপু এ্যাব্রাহাম'কে ভোট দেবার জন্য ব্যগ্র।

প্রকৃতপক্ষে, লিঙ্কন জানতেন কেমন করে' তাদের মন কেড়ে নিতে হয়; ওহায়োর এক রেজিমেণ্টকে উদ্দেশ করে' এক সময় তিনি বল্লেন, "অতি অল্প দিনের জন্য আমি এই বড় সাদা বাড়িটায় আছি। আমার বাবার ছেলে যেমন

পেরেছে, আপনাদের যে কোনও ছেলেও এখানে থাকবার চেষ্টা করতে পারেন —আমিই তার জীবন্ত সাক্ষী। যে শাসনতন্ত্রের সুফল আমরা সকলে ভোগ করেছি, তারই ভিতর দিয়ে যাতে আপনাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ উদ্যম এবং শক্তি বিকাশের উন্মুক্ত ক্ষেত্র ও ন্যায্য সুযোগ পেতে পারেন, যাতে মানবোচিত সকল উচ্চ অভীপ্সা নিয়ে জীবনের অগ্রগতিতে আপনারা সকলেই সমান সুবিধার অধিকারী হ'ন, যাতে আমরা আমাদের জন্মগত অধিকার না হারাই— সেই উদ্দেশ্যেই এই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।"

নির্বাচনের দিন ২৩৩ ইলেকটোর‍্যাল ভোটের মধ্যে ২১২ ভোট পেয়ে প্রচুর সংখ্যাধিক্যে লিঙ্কন পুনর্নির্বাচিত হলেন। যে সকল রাষ্ট্র নির্বাচনে যোগ দিয়েছিল তার মধ্যে কেনটাকী সমেত মাত্র তিনটি রাষ্ট্র তাঁর বিরুদ্ধে ভোট দিলে। ১৮৬৪ ও ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ভোটের সংখ্যায় যে এত তফাৎ হ'ল, সে দক্ষিণের অপসরণের দরুণ।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা এক সভায় লিঙ্কন বল্লেন, "দেশবাসীর এই সমর্থনের জন্য আমি ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞ। আমার উপর জনগণের বিশ্বাসের এই নিদর্শনের জন্য তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা সুগভীর; আমি আমার অন্তরকে যতখানি জানি, এই কৃতজ্ঞতা কোন ব্যক্তিগত বিজয়ের গৌরবে কলঙ্কিত নয়…। কোন লোকের উপর জয়লাভে আমার কোন আনন্দ নেই।"

"এমনভাবে আমি এই শাসন ব্যাপার পরিচালনা করতে চাই যে, কর্মশেষে যখন শাসন রজ্জু ত্যাগ করব তখন পৃথিবীতে আমার সকল বন্ধুও যদি বিমুখ হন, তবে অন্ততঃ একজনও অবশিষ্ট থাকিবেন, এবং সে সুহৃদ থাকবেন আমার নিজের অন্তরে।" এই নীতি অনুসারে তিনি শাসন পরিচালনা করেছিলেন বলে' তাঁকে প্রচণ্ড বিরুদ্ধাচার সহ্য করতে হয়েছে। অপিচ, সমরাঙ্গনে সাম্প্রতিক বিজয়গুলি যদি তার নীতির ভ্রান্তিহীনতার বাস্তব প্রমাণ না দিত, তবে সম্ভবতঃ তিনি পুনর্নির্বাচিত হতে পারতেন না। অপরন্তু, তিনি দৃঢ়ভাবে এই নীতি আশ্রয় করেছিলেন বলে' তাঁর জীবনের শেষ বৎসরে কংগ্রেসের

অধিবেশনে তাঁর নামে অভিযোগ করা হ'ল যে, সমস্যাসংকুল পুনর্গঠন ব্যাপারে স্বীয় অধিকার লঙ্ঘন করে' অন্যায়ভাবে তিনি শক্তি ব্যবহার করেছেন।

ইউনিয়নে পুনঃপ্রবেশের উদ্দেশ্যে লুইজিয়ানা ও টেনেসী ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ থেকেই নতুন সরকার গঠনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে বিবেচনা করছিল; এবং প্রকৃত প্রস্তাবে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নানা ব্যবস্থা ও অবলম্বন করছিল। কিন্তু ছেঁড়া সূত্র আবার কিভাবে জোড়া যায় সে সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট প্রস্তাব তখনও ছিল না। এই দেখে, লিঙ্কন অতি সন্তর্পণে—বিভিন্ন রাষ্ট্র ও ইউনিয়নের কংগ্রেস তাঁর নামে যে প্রভুত্বপ্রিয়তার অপবাদ দেয় তা সযত্নে এড়িয়ে—যেখানে সুযোগ হ'ল সেইখানে কূটনীতিজ্ঞের বহিরাবরণে পিতৃসম কল্যাণদৃষ্টিতে সুপরামর্শ দিতে ও মধ্যস্থতা করতে লাগলেন। যুদ্ধসংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁর ক্ষমাশীলতা দুর্বলতা বলে' পরিহসিত হ'ল এবং হয়ত তার মধ্যে কিছু আধিক্যও ছিল। কিন্তু যুদ্ধান্তে পুনর্গঠন সম্পূর্ণ করবার আর হয়ত সময় পাবেন না, যেন এই কথার পূর্বাভাষ পেয়ে, তিনি তাঁর অন্তরের মুখ্য কামনা দাসত্বের উচ্ছেদ সাধনে প্রবল বেগে অগ্রসর হলেন।

"যুদ্ধ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে; সমস্ত দক্ষিণী রাজ্য থেকে তখন সরকারী সৈন্য সরিয়ে নিতে হবে। শীঘ্রই বা পরে তাদের সকলকে সরিয়ে নিতেই হবে। এখন, আপনাদের যা করতে বলছি তা এই: যতখানি পারেন এবং যে কোন উপায়ে সম্ভব দাসত্বমুক্ত লোকদের ভোটের অধিকার দিন! সৈন্যদের সরিয়ে আনবার আগে তাদের সকলকে ভোটের অধিকারসম্পন্ন করা চাই। বেয়নেট যেদিন থাকবে না সেদিন ব্যালটই হবে তাদের রক্ষাকবচ, এবং যতবেশী তারা পাবে ততটাই তাদের কাজে লাগবে। কি যে হবে তা আমি দেখতে পাচ্ছি।"

পারিবারিক জীবন বলে' লিঙ্কনের আর কিছু নেই। কাজকর্ম, বাদানুবাদ, দেশে শত্রুতা, বাহিরে বিপর্যয়, দেশের জনকদের এতদিনের সংগঠন নষ্ট করবার

তাঁর জীবনের সকল কাতর্য ব্যর্থ করবার মতো বিপদের আশঙ্কা—প্রায় বিরাম এই সবের মধ্যেই তাঁর জীবন কেটেছে এই কয় বৎসর।

বছরের পর বছর গেছে, অথচ কমবার চেয়ে উদ্বেগ বরং বেড়েছে। াঙ্গনে হয়ত ব্যাপার ভালই চলেছে, রাজনৈতিক ঝগড়ায় তাঁকে বিব্রত করে ালে; সেদিকে যদি সব গোল থামলো, সৈন্যদলে নতুন লোক আসা কমে ল; এবং সর্বত্রই যখন উন্নতির লক্ষণ দেখা যায়, মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের অথবা র্ণরদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ঈর্ষায় লিঙ্কনকে বিচলিত করে রাখলে। । উপর, যুদ্ধের দরুণ দুঃখবেদনার প্রাত্যহিক দৃশ্য, লিঙ্কনকে পীড়িত করছে। াশিংটনের চারদিকেই হাসপাতাল খোলা হয়েছে এবং আশপাশের পাহাড়- লিতে রুগ্ন ও আহতদের অস্থায়ী বাসের জন্য সর্বত্রই তাঁবু পড়েছে। ব্যায়াম বায়ু সেবনের উদ্দেশ্যে প্রেসিডেণ্ট যখনই বাইরে যান তখনই তাঁর চোখে ড় লোকেরা অবিরত স্ট্রেচারের পর স্ট্রেচার বয়ে নিয়ে চলেছে।

কোন বিজয়লাভে বা শত্রুর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে' লিঙ্কন প্রকৃতিবশেই ান আনন্দ পান না। তাঁর জীবনের শেষ বৎসরে এক বক্তৃতায় তিনি লছিলেন, "বর্তমান সংগ্রাম এমন করে' প্রায় প্রত্যেক ঘরেই শোকের দনা ছড়িয়েছে যে, যেন বলা যায় 'কালোর ঝালরে আকাশ আঁধার'!"

নিজের নিঃসঙ্গতা ও স্বভাবজ বিষণ্ণতার জন্যই যেন তিনি নিত্য দুঃখের াম বিরোধী ছিলেন, এবং এত দিন প্রায়শঃই দশজনের সঙ্গে আলাপ ালোচনার মধ্যে নিজেকে ও মানসিক উদ্বেগকে ভুলে থাকবার চেষ্টা করতেন। ানীং কিন্তু তার চারপাশে ছায়া ঘনিয়ে আসছিল—তাঁর মনের গহনের ষণ্ণতা যেন দিনে দিনে বাস্তবে রূপায়িত হয়ে আসছে। অথচ, এর জন্য াইয়ের চোখে তিনিই যেন দায়ী! তাঁর নিজের কার্যাবলীর সমর্থন নিজের ন্তর থেকে নিত্য একান্তভাবে খুঁজে বার করা ছাড়া, তিনি আর কিই বা রতে পারতেন? "সবচেয়ে ভালো করে' করবার যে পন্থা আমি জানি, খানি ভালো করে' করবার আমার সামর্থ্য আছে—আমি তাই করি, এবং

শেষ পর্য্যন্ত আমি এইভাবেই আমার কর্তব্য সম্পাদন করে' যেতে চাই। পরিণামে আমি যদি অভ্রান্ত সাব্যস্ত হই তবে এখন আমার বিরুদ্ধে যা কিছু বলা হোক, তাতে কিছু এসে যায় না ; কিন্তু যদি আমার কাজ ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হয়, দশটি দেবদূত এসে আমার কাজ ঠিক হয়েছে বলে শপথ নিলেও, কোন তফাৎ হবে না।" অনেকটা যেন স্বগত উক্তি করছেন এভাবে এই ধরণের মর্ম্মস্পর্শী কথা নিভৃতে অন্তরঙ্গজনের কাছে বলা যায়, কিন্তু কখনও কখনও তিনি এই ভাবের কথা আরও একটু তেজগর্ভ ভঙ্গীতে প্রকাশ্যে বলেছেন।

মিজুরী থেকে চরমপন্থীদের এক প্রতিনিধিদল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। সামরিক আইনের সাহায্যে কঠোর শাসনব্যবস্থা যদি প্রত্যাহার না করা হয় তবে তাঁরা বিদ্রোহ করবেন, এই তাঁদের বক্তব্য। লিঙ্কন প্রত্যাহারে রাজী না হওয়ায় প্রতিনিধিদের মধ্যে একজন স্পষ্টই বল্লেন যে, তা হলে রক্তপাত হবে এবং সেজন্য দায়ী হবেন প্রেসিডেণ্ট। রেগে আগুন হয়ে তিনি কি ঐ লোকটিকে ঘর থেকে বার করে দেবেন ? ঐ প্রতিনিধির কথার মধ্যেই প্রেসিডেণ্ট দাঁড়িয়ে উঠলেন, দুই গাল বেয়ে চোখের জল ঝরে পড়ছে। নিজেকে তখনি সামলে নিয়ে তিনি বললেন, "আপনাদের কথায় সম্মত হলে তবেই যেন আপনারা আমার বন্ধু, অন্যথায় নয়…। আমি বেশ ভালো করে' জানি যে, অনেকে, এমন কি এই প্রতিনিধিবর্গের মধ্যেও কয়েকজন—তাঁদের নাম আমি করব না—প্রকাশ্য বক্তৃতায় এবং মুদ্রিত রচনায় আমার নামে অত্যাচার ও স্বেচ্ছাচারের অপবাদ দিয়েছেন ; বলেছেন, আমার ইচ্ছা সর্বত্র বলবৎ করাই আমার প্রবণতা। স্বৈরাচারী হবার কোন অভিসন্ধি আমার নেই। যাই ঘটুক না কেন, আমার একান্ত চেষ্টা যেন নিজের চোখে আমি স্বৈরাচারী প্রতিপন্ন না হই।"

এর অব্যবহিত পরক্ষণেই এই প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে দু'জন পুরানো আলাপীকে আবিষ্কার করে' একান্তে কথা কইবার জন্য তাঁদের আটকালেন। অন্যেরা চলে যেতে যেতে শুনলেন লিঙ্কনের প্রাণখোলা উচ্চ হাসিতে ঘর ভরে

াছে। লিঙ্কনের মনের ভাব এত তাড়াতাড়ি বদলে যায়; মনোভাবের ত দ্রুত পরিবর্তন না হ'লে তিনি এই বিপুল দায়িত্বভার হয়ত বইতে ারতেন না।

বিশেষ দরকারী ব্যাপার আলোচনার জন্য এক কংগ্রেস সদস্য এসেছেন িঙ্কনের কাছে। কাজের কথা আরম্ভ হবার আগে প্রেসিডেণ্ট তাঁকে একটা জার গল্প বললেন। বিরক্ত হয়ে সাক্ষাৎকারী দাঁড়িয়ে উঠে বললেন যে, গল্প ুনতে তিনি আসেন নি, এত জরুরী ব্যাপার আছে যে, ওসবে আর মন দেওয়া লে না। স্বর বদল করে লিঙ্কন উত্তর দিলেন, "আচ্ছা, আপনি বসুন তো। াজের লোক বলে' আপনার উপর শ্রদ্ধা হচ্ছে। এই যুদ্ধের আরম্ভ থেকে বিরাম নিশ্চয়ই আপনাকে আমার মতো উদ্বিগ্ন থাকতে হয় নি তাই াপনাকে বলছি যে, মাঝে মাঝে এমন করে হাঁফ না ছাড়লে, আমি মারা াবো।"

বর্তমানে অনেক দিন পরে পরে তিনি তৃপ্তি করে' বিশদভাবে ভাষণ রচনায় ন দিতে সময় পান এবং ক্লান্তি অপনোদনের এই হ'ল তাঁর একটি উপায়। ার কবিচিত্ত এইভাবে স্ফূর্তি পায়—তাঁর বিরাট পরিবারের অন্তরের ভাবগুলি াষায় রূপায়িত করবার সহজাত বাসনাও থাকে এই সঙ্গে। উদ্বোধনী ভাষণ বং দাসত্ব-মোচন উদ্‌ঘোষণা ব্যতীত তিনি আর কোন বক্তৃতা রচনায় এত ত্ন নেন নি; কিন্তু এখন গ্যেটীস্‌বার্গে একটি সমাধিস্থান উৎসর্গ করবার জন্য ংক্ষিপ্ত একটি বক্তৃতা-রচনায় তিনি আগেকার দিনের মতো বিশেষ মনোযোগ দলেন। মুক্ত আকাশের নীচে সহস্র সহস্র শ্রোতাকে উদ্দেশ করে' লিঙ্কনের ূর্বে প্রাচীন প্রথায় বক্তৃতা দিলেন দেশের প্রখ্যাততম বাগ্মী, সুদর্শন এবং শ্রদ্ধেয় এভারেট। তারপরে, জনসাধারণের ঔৎসুক্য ও উত্তেজনার মধ্যে প্রসিডেণ্ট বক্তৃতামঞ্চে উঠলেন; নিজের কোটের পকেট থেকে একটি াণ্ডুলিপি বার করে' তার থেকে একটি পৃষ্ঠা বেছে নিয়ে, খপ্ করে চশমাটি রে' তাঁর অভ্যস্ত খুব জোর গলায় কয়েকটি বাক্য পাঠ করলেন। এত

তাড়াতাড়ি তিনি ব্যাপারটি শেষ করলেন যে, তাঁর সামনে যে ফটোগ্রাফারর দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরা আর কাজের অবসর পেলেন না। তিনি বললেন :

"সাতাশী বৎসর পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষগণ এই মহাদেশে ব্যক্তি-স্বাধীনতার ভিত্তিতে একটি নূতন জাতির পত্তন করেছেন, যাঁদের কাছে এই তত্ত্ব অঙ্গীকৃত যে, সকল মানুষকেই সমান করে' সৃজন করা হয়েছে।

"বর্তমানে আমরা একটি মহা অন্তর্বিপ্লবে বিজড়িত। সেই জাতি বা ঐরূপে সৃষ্ট এবং সেই তত্ত্বগত আদর্শে উৎসর্গীকৃত এমন কোন জাতি বেশী দিন স্থায়ী হ'তে পারে কি না তারই পরীক্ষা চলেছে এই দ্বন্দ্বে। আজ আমরা মিলেছি সেই দ্বন্দ্বের মহারণাঙ্গনে। সেই জাতিকে দীর্ঘায়ু করতে যাঁরা নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, সেই অঙ্গনেরই একটি অংশ তাঁদের শেষ বিশ্রামশয্যা বলে উৎসর্গ করবার মানসে এখানে আমরা এসেছি। এ কাজ আমাদের পক্ষে শোভন ও সুষ্ঠু।

"কিন্তু একটি বৃহত্তর অর্থে এই ভূমি আমরা উৎসর্গ করতে পারি না—পবিত্র বলে ঘোষণা করতে অথবা পৃথক করে রাখতে পারি না। এইখানে যাঁরা যুদ্ধ করেছেন, মৃত বা জীবিত সেই নির্ভীক মানুষগুলি ইতোমধ্যেই এই ভূমি এমন ভাবে পবিত্র করেছেন যে, আমরা আমাদের সামান্য শক্তি দিয়ে তার গৌরব কিছু বাড়াতে বা কমাতে পারি না। আমরা এখানে যা বলছি জগৎ তা কচিৎই লক্ষ্য করবে বা বেশীদিন স্মরণে রাখবে, কিন্তু তাঁরা এখানে যা করেছেন জগৎ তা কোন দিনই ভুলবে না। এখানে যাঁরা সংগ্রাম করেছেন এবং তাঁদের আরব্ধ কাজকে যতদূর এগিয়ে এনেছেন, আমরা যারা আজ জীবিত তাদের বরং সেই অসম্পূর্ণ কর্তব্য সাধনে নিজেদের উৎসর্গ করাই উচিত। আমাদের সামনে যে মহান দায়িত্ব অসমাপ্ত রয়েছে আমাদের বরং এইখানেই সেই কর্মে উৎসর্গীকৃত হওয়া প্রয়োজন। যে আদর্শ অনুসরণে সম্মানিত স্বর্গতগণ পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাঁদের কাছ থেকে আমরা যেন সেই আদর্শের প্রতি অধিকতর আনুগত্যের শক্তি

নাই ; এইখানে আমরা যেন দৃঢ়সংকল্প করি যে, এই ভূমিতে যাঁরা মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁদের প্রাণ বিসর্জন ব্যর্থ না হোক্, জগদীশ্বরের আশ্রয়ে এই জাতি স্বাধীনতার নব উন্মেষে নবজন্ম লাভ করুক এবং জনগণের কল্যাণে জনগণ গঠিত জনগণের এই সরকার পৃথিবী থেকে লুপ্ত না হোক।”

আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে লিঙ্কন যা অস্বীকার করেছিলেন, শেষ অবধি কিন্তু তাই ঘটেছে। অন্তর্বিপ্লবের অসংখ্য যুদ্ধের মধ্যে একটির নাম গোটীসবার্গ। আরো কয়েকটা যুদ্ধের নাম য়ুরোপ হয়ত শুনেছে, অথবা কোন্ পক্ষ জিতেছে তা মনে রাখবার চেষ্টা সামান্যই করেছে। কিন্তু, লিঙ্কনের এই কথাগুলি যদি না থাকতো, তবে, এমন কি ইউনাইটেড ষ্টেটসেও, গোটীসবার্গ ; শিশুপাঠ্য অসংখ্য তথ্যের মধ্যে একটি খবর মাত্র বলে গণ্য হ'ত, অমর হ'ত না।

এই বৎসরের বড়দিনে সেনাপতি শারম্যান প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কনকে “বড়দিনের উপহার স্বরূপ একশ' পঞ্চাশটি ভারী কামান ও প্রায় পঁচিশ হাজার গাঁট তুলো সমেত জর্জিয়ার সাভানা শহর সমর্পণ করলেন। জর্জিয়ার ভিতর দিয়ে শারম্যানের বিখ্যাত অভিযান জগতে প্রমাণ করল যে, ষাট হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী নিরুপদ্রবে দক্ষিণের সমগ্র বিস্তার অতিক্রম করে' ঘাঁটি স্থাপনার জন্য স্বপক্ষের নৌ-বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। জগতের অন্যান্য অংশে যেমন প্রচুর খ্যাতি হ'ল, এই অগ্রসারে সারা দক্ষিণে তেমনি বিষম আতঙ্কের সৃষ্টি হ'ল। এদিকে গ্র্যাণ্ট এমনভাবে লীকে দাবিয়ে রেখেছেন যে, তিনি স্বদলের সংখ্যালঘুতার দরুণ উত্তরের বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করতেই সাহস পান নি। ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি দক্ষিণের অন্যতম সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, চার্লসটনের পতন হ'তে, গ্র্যাণ্ট এবং শারম্যান লীকে উভয়সঙ্কটে ফেললেন। গ্র্যাণ্ট দক্ষিণের প্রধান রেলওয়েগুলি নষ্ট করলেন। ফলে, দক্ষিণ-পশ্চিমের সঙ্গে যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং রীচমণ্ড শহর দক্ষিণীরা অধিকারে রাখতে পারল না। বাকী রইল শুধু একটি প্রশ্ন—লী আত্মসমর্পণ করবেন, না লড়াই চালিয়ে যাবেন ?

এর কিছু পরেই, ৪ঠা মার্চ, লিঙ্কন তাঁর বিখ্যাত দ্বিতীয় উদ্বোধনী ভাষণ দিলেন :

"যার উপর অন্য সব বিষয় প্রধানতঃ নির্ভর করছে আমাদের সেই সৈন্য-বাহিনীর অগ্রসার, যেমন আমার, তেমন জনগণের কাছেও সুবিদিত, এবং আমার বিশ্বাস এই অগ্রগতি সকলের পক্ষেই যথেষ্ট সন্তোষজনক ও উৎসাহ-বর্দ্ধক। ভবিষ্যতের প্রতি উচ্চ আশা রেখে এ সম্বন্ধে কোন ভবিষ্যৎবাণী করছি না…। উভয়েই [বিরোধী দুই পক্ষ] একই বাইবেল পড়েন, একই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন, এবং প্রত্যেকেই অপরের বিরুদ্ধে তাঁর সহায়তা যাজ্ঞা করেন। এটা বিসদৃশ লাগতে পারে যে, কোন একদল লোক ন্যায়পরায়ণ ভগবানের সাহায্য চাইতে সাহস করছে যাতে অপর একদলের মাথার ঘাম ঝরিয়ে তারা নিজেদের রুটি সংগ্রহ করতে পারে ; তবে পরকে বিচার না করাই ভালো যাতে আমাদেরও বিচারে না পড়তে হয়। বিরুদ্ধ দুই পক্ষেরই প্রার্থনা পূর্ণ হ'তে পারে না—কোন পক্ষের প্রার্থনা আকাঙ্ক্ষামত পূর্ণও হয় নি। সর্বশক্তিমানের নিজের উদ্দেশ্যও তো আছে…। 'জগদ্বিধানে নানা অপরাধ ঘটে, কিন্তু দুর্গতি হয় তার যার মাধ্যমে সেই অপরাধ প্রকট হয়।'

"আমরা যদি মনে করি যে, ভগবানের বিধানে যে সকল প্রমাদ ঘটে, আমেরিকার এই দাসত্বপ্রথা এই ধরণের একটি অপরাধ, এবং তদ্‌নির্দিষ্ট এর স্থিতিকাল শেষ হওয়ায় তিনি এটিকে দূর করতে চান, এবং যাদের জন্য এই অপরাধ ঘটেছে তাদের প্রাপ্য দুর্গতিস্বরূপ উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে এই ভয়াবহ সংগ্রামের সংগঠন, তা হ'লে জাগ্রত ভগবানে আস্থাশীল মানুষেরা তাঁর উপরে যে সকল দৈবী গুণাবলী সর্বদা আরোপ করে থাকেন, এই ব্যাপারে তার কি কোন ব্যত্যয় হবে? সাগ্রহে আমরা আশা করি—সানুরাগে আমরা প্রার্থনা করি—আমাদের প্রচণ্ড শাস্তিস্বরূপ এই সমর যেন সত্বর শেষ হয়। ভগবান যদি ইচ্ছা করেন যে, যতদিন দুইশত পঞ্চাশ বৎসর ধরে' বিনা প্রতিদানে ক্রীতদাসদের দারুণ শ্রমে যে সম্পদ স্তূপীকৃত হয়েছে তা বিনষ্ট না হয়ে যায়,

যতদিন না চাবুকের আঘাতে যত বিন্দু রক্তপাত করা হয়েছে, তরবারির আঘাতে অপর পক্ষের অঙ্গ থেকে তত বিন্দু রক্ত ক্ষয় হয়, ততদিন এই যুদ্ধ চলবে—তথাপি, তিন সহস্র বৎসর পূর্বে যেমন বলা হয়েছে, এখনও সেই কথায় বলতে হবে যে, 'ভগবানের বিচার সম্পূর্ণ সত্য এবং ন্যায়সঙ্গত।'

"কারো প্রতি দ্বেষ পোষণ না করে, সকলের প্রতি উদার মনোভাব নিয়ে, ঈশ্বরপ্রদত্ত ন্যায়বোধে নির্দ্ধারিত সত্যে নিষ্ঠাবান হয়ে আসুন আমরা সকলে আরব্ধ কাজগুলি শেষ করবার প্রয়াস করি।—জাতির ক্ষতগুলি আরোগ্য করা, এই যুদ্ধের গুরুভার যিনি বহন করেছেন তাঁকে অথবা তাঁর বিধবা পত্নী ও পিতৃহীন সন্তানদের পালন করা—নিজেদের মধ্যে ও সকল জাতির সঙ্গে ন্যায্য এবং স্থায়ী শান্তি অর্জন ও পোষণের ব্যবস্থা—এই আমাদের কর্তব্য।"

অবশেষে যখন যুদ্ধ শেষ হ'ল, বহুদিন পরে ক্যাপিটলের পাদদেশে কামান গর্জন শোনা গেল। এই একশতটি তোপধ্বনি রণাঙ্গনে কোন যুদ্ধ-জয়ের আনন্দ-ঘোষণা নয়; দাসদের মুক্তি দিয়ে যুদ্ধকালে লিঙ্কন যে অস্থায়ী আদেশ দিয়েছিলেন কংগ্রেসে তা দেশের শাশ্বত বিধি বলে গৃহীত হয়েছে—এ তারই হর্ষপ্রকাশ। চার বৎসর পূর্বে, এই প্রসঙ্গে শাসনতন্ত্রের কোন সংশোধন করা চলবে না বলে কংগ্রেসে স্থির হয়েছিল, এবং তারও সাত বৎসর আগে এই তোপধ্বনির মাধ্যমে কানসাসের ব্যাপারে ডগলাসের দাস-বিরোধী প্রস্তাব ঘোষিত হয়েছিল। এমন কি আজও ভোট সম্বন্ধে অনিশ্চিয়তা ছিল এবং দুপুর পর্যন্ত ব্যাপার যে কোথায় দাঁড়াবে তা কেউ ভাবতে পারেন নি। ভোট একশ' উনিশটি শেষ পর্যন্ত অনুকূলে ছিল, আর বিপক্ষে মাত্র ছাপান্নটি।

এ বিজয় লিঙ্কনের ব্যক্তিগত। কংগ্রেস যে সংশোধন আজ স্বীকার করলেন সমস্ত রাজ্যের তিন-চতুর্থাংশ পৃথক পৃথক ভাবে এই সংশোধন মেনে নিলে তবে এটি আইনে পরিণত হবে। লিঙ্কনের বিশেষ আনন্দ রাজ্যগুলির মধ্যে ইলিনয়ই এটি প্রথম স্বীকার করে নিলে। সম্পূর্ণভাবে এ আইন গৃহীত হবার পূর্বেই লিঙ্কন ইহলোক ত্যাগ করলেন।

পিটারস্‌বার্গ ও রীচমণ্ডের পতন হয়েছে। দক্ষিণী বাহিনীর অবশিষ্ট অংশ সমেত লী এবং ডেভিস পালিয়ে গেছেন, এবং প্রাচীন কালের বিখ্যাত ট্রয়ের মতো দীর্ঘ অবরোধের পর অধিকৃত সুরক্ষিত নগরটি দেখবার জন্যে সকলেই ভিড় করলে। প্রেসিডেণ্টও গেলেন জলপথে, সঙ্গে ট্যাড এবং একজন নৌ-সেনাপতি।

প্রথমেই যে ঘাট পাওয়া গেল সেখানে নেমে খাড়া তীরের উপর একটি ছোট বাড়ীতে লিঙ্কন আশ্রয় নিলেন। দক্ষিণের এই সাদা রংয়ের বাড়ীগুলির চারপাশে সবুজ আঙ্গিনা বেশ যত্ন করে রাখা, কিন্তু জনমানব নেই, অমঙ্গলের ভয়ে গা ছমছম করা নীরবতা চারদিকে। জনবারো নিগ্রো ছাড়া আর কোন নাগরিককে দেখা গেল না—এক বুড়োর খবরদারীতে তারা মাটি কোপাচ্ছে। প্রেসিডেণ্টকে দেখে বৃদ্ধ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, চোখ পর্যন্ত হাত তুলে কোদালটা মাটিতে ফেলে দিলে, তারপর হাঁটু পেতে বসে' মুক্তিদাতার পায়ের উপর চুম্বন করতে লাগল—অন্য সব নিগ্রোরাও সর্দারের অনুসরণ করলে।

মিনিট চারেকও পার হয়নি (অ্যাডমিরাল বলেছেন) প্রেসিডেণ্ট এই শহরে নেমেছেন, অথচ এরই মধ্যে কালো মানুষের ভিড়ে শহরের পথগুলো যেন জেগে উঠল। তারা যেন মাটি ফুঁড়ে উঠল। লাফাতে লাফাতে নানা চীৎকার করে' তারা পাহাড়ের ওপার থেকে, নদীর ধার থেকে ছুটে এল—অথচ এক মুহূর্ত আগেও জনমানবের চিহ্ন ছিল না। চারিধার থেকে তারা শহরে আসছে, শহর অধিকারের সময় যে ভয়ে তারা পালিয়েছিল, এখন তো আর তা নেই। লিঙ্কন হাত তুলতেই সবাই নীরব হয়ে গেল। তখন প্রেসিডেণ্ট বললেন :

"আমার দুঃখী বন্ধুরা, তোমরা সকলে মুক্ত—বাতাসের মত মুক্ত। দাস এই নামটা তোমরা ছুঁড়ে ফেলে তা পা দিয়ে দলে দাও। সে নাম আর কখনও তোমাদের নিতে হবে না। স্বাধীনতায় তোমাদের জন্মগত অধিকার। ভগবান অন্যকেও যেমন দিয়েছেন তোমাদেরও তেমন এ অধিকার দিয়েছেন, এবং এত বৎসর ধরে' এই অধিকার থেকে তোমাদের বঞ্চিত রাখা পাপের কাজ। কিন্তু

এই অমূল্য দানের যোগ্য হবার জন্য তোমাদের চেষ্টা করা দরকার। জগৎ দেখুক যে, তোমরা এর যোগ্য এবং মঙ্গলকর্মের মধ্যে তোমরা একে রক্ষা করতে পারো। মুক্তির আনন্দে অধীর হয়ে কোন অনাচার করো না। দেশের আইনগুলি শিখে নিয়ে সেই অনুসারে চল, ঈশ্বরের অনুশাসনগুলি পালন কর, এবং তিনি তোমাদের এই স্বাধীনতা দিয়েছেন বলে' তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাও। কারণ সব জিনিষ তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া। এইবার, আমায় যেতে দাও, আমার সময় অত্যন্ত কম। এই রাজধানী থেকে, আমি অবিলম্বে ওয়াশিংটনে ফিরে যাবো—যে স্বাধীনতাকে তোমরা এত মূল্যবান জ্ঞান করো, সেখানে গিয়ে তোমাদের জন্য তার সুব্যবস্থা করতে হবে।"

জীবনে এই প্রথম কালো মানুষের ভিড়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এব্রাহাম লিঙ্কন তাদের উদ্দেশ করে' এই ভাবে কথা বললেন—জীবনে কম লোকেই যা পেয়ে থাকে এবং এর পূর্বে যা লিঙ্কনও কোনদিন পাননি, সেই পরম সার্থকতার আনন্দের মুহূর্তে উদ্দীপ্ত জনসংঘ তাঁর চারপাশে একত্র হয়ে কলরব করছিল। যাঁকে দূরে মনে হয় অথচ যিনি কাছে—এমন পিতার মতো—তিনি তাদের উদ্দেশে উপদেশের ও সতর্কতার বাণী উচ্চারণ করলেন স্নেহপূর্ণ স্বরে। কারণ এই সময় তাঁর চেহারা দেখে সেই পরম শিক্ষাদাতার কথা মনে এলো—যাঁর নামে এই সকলই করা হয়েছে—সেই যিনি অশিক্ষিত জেলেদের মধ্যে ঘুরলেন তাদের স্বাধীনতা ও বিধি শেখাবেন বলে'। লিঙ্কন দাঁড়িয়ে আছেন—দীর্ঘ এবং কৃশ শরীর—দশ বৎসর ধরে' যে সংগ্রাম করেছেন তার ক্লান্তির চিহ্ন দেহে ও মনে। অনেকের কাছে যা স্পষ্ট হয়নি এমনই নানা ঘুর-পথে এবং নিন্দুকের বাক্যজালা অগ্রাহ্য করে' এতদিনে তিনি সেই সংগ্রাম সার্থক করেছেন।

রাজধানী এবং সারা দেশ উৎসবমুখর হয়ে উঠেছে—এপ্রিল মাসের নয় তারিখ থেকে—পুণ্য সপ্তাহের গাম্ভীর্যে তাদের আনন্দচাঞ্চল্য আদৌ ব্যাহত হয়নি। অকল্যাণকর সম্মোহ থেকে মুক্ত হয়ে জনতা জমছে ওয়াশিংটনে, প্রত্যেকেরই আনন্দ যে দুঃখের দিন শেষ হয়েছে। হোয়াইট হাউসের দ্বারপথে

লোকের ঘটা, এবং প্রেসিডেণ্টকে দু'বার তাদের কাছে বক্তৃতা দিতে হয়েছে। কি বলবেন তিনি? অতীতের পুনরালোচনা নিরর্থক, বর্তমান এখনও অনিশ্চিত; তাঁর মনে যা বল জাগায়, সহ-নাগরিকবর্গকে মনেপ্রাণে যে বিষয়ে তিনি উদ্যোগী করতে চান, সে হ'ল ভবিষ্যতের ভাবনা—যা কিছু নষ্ট হয়েছে তার পুর্নগঠনের পরিকল্পনা।

সেই সর্বনাশের দিন, এপ্রিল মাসের চোদ্দ তারিখে, ঠিক দুপুর বেলায় লিঙ্কন তাঁর পড়বার ঘরে মন্ত্রিপরিষদের সদস্য-পরিবেষ্টিত হয়ে বসেছেন। পরিষদের বৈঠকের পূর্বে তিনি বাইরের কারো সঙ্গে দেখা না করে' এক ঘণ্টা ধরে' যুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁর বড় ছেলে রবার্টের বিবরণী শুনেছেন। কয়েক বৎসর বাড়ী ছেড়ে রবার্ট সৈন্যদলে ছিলেন, কাজেই তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে লিঙ্কন শত্রুর পরাজয় সম্বন্ধে অনেক গোপন তথ্য জানতে এবং সেই সঙ্গে তাঁর সন্তানের যোগ্যতার বিচারও করতে পেরেছেন।

রবার্ট তাঁকে লী'র একখানি ছবি দেখাতে, লিঙ্কন সেখানি নিজের টেবিলের উপর রেখে অনেকক্ষণ স্থির হয়ে দেখে বললেন, "এ তো বেশ সুন্দর মুখ। এ উচ্চমনা নির্ভীক মানুষের মুখ। এতদিনে যুদ্ধ যে শেষ হয়েছে, তাতেই আমি সুখী।"

অনেক সপ্তাহ পরে এবং দক্ষিণের আত্মসমর্পণের পর এই প্রথম মন্ত্রি-পরিষদের বৈঠক হচ্ছে। বহু বৎসর ধরে' আগেকার বৈঠকগুলিতে যে মনোভাব দেখা যেত, এবার তা থেকে মেজাজের বেশ প্রভেদ। গাড়ীর এক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে সিউয়ার্ড অনুপস্থিত, তবে তাঁর পরিবর্তে আছেন গ্র্যাণ্ট। গ্র্যাণ্টের কর্মচারীবৃন্দের অন্যতম রূপেই রবার্ট সেইদিন সকালে ওয়াশিংটনে পৌঁছেছেন। সকলেই একযোগে বিজেতাকে অভিনন্দন জানালেন। নৌ-সচিব ওয়েলেস, যিনি চার বৎসর লিঙ্কনের সঙ্গে এই ঘরে একত্র কাজ করেছেন, বলেন, "এর

পূর্বে আর কখনও প্রেসিডেণ্টকে এত প্রফুল্ল ও তৃপ্ত, শান্তি সম্বন্ধে আশান্বিত, প্রসন্ন ও শান্ত দেখিনি।"

বিকালবেলা তিনি মেরীর সঙ্গে গাড়ীতে বেড়াতে বের হ'লেন। পথে পথে ভিড় এবং সর্বত্র গাড়ী দেখে পথিকেরা হর্ষধ্বনি করছে। দেখে মনে হয়, মেরী তৃপ্ত হয়েছেন। শান্তি আসছে এবং সেই সঙ্গে হোয়াইট হাউসে আসবে আরও প্রফুল্লতা, আরও সজীবতা। এ কয় বৎসর ধরে' প্রাসাদ যেন বিষাদের ছায়ায় ঢাকা ছিল। মনে দুজনেরই সুখ, কাজেই বেড়ানোটাও হ'ল অনেকক্ষণ ধরে। দুজনে পুরাণো দিনের গল্প করলেন—স্প্রীংফিল্ডের কথা উঠলো; পরে লিঙ্কনের রাষ্ট্রপতিত্বের মেয়াদ শেষ হ'লে, ভবিষ্যতে কি ব্যবস্থা হবে তারই আলোচনা চলতে লাগলো। মেরীর সাধ য়ুরোপে এক বৎসর কাটানো, লিঙ্কনের তাতে আপত্তি নেই, তবে তাঁর ইচ্ছা যে, নবগঠিত পশ্চিমাঞ্চলে ক্যালিফোর্ণিয়া ও অন্যান্য দেশগুলি একবার ঘুরে আসেন। বাড়ী পৌঁছে লিঙ্কন দেখলেন দরজার কাছ থেকে কতকগুলি লোক চলে যাচ্ছেন।

"আরে, তোমরা এস, ফিরে এস," বলে লিঙ্কন তাঁদের ডাকতে লাগলেন, কারণ তিনি এঁদের ইলিনয়ের পুরানো আলাপী বলে' চিনতে পেরেছিলেন—এই মুক্তির আনন্দের দিনে তাঁদের চেয়ে আর আদরের তাঁর কে আছে? তাঁদের ঘরে নিয়ে গিয়ে অন্যান্য বন্ধুদের কথা জিজ্ঞাসা করলেন ও পরে তাঁর প্রিয় হাস্যরসিকের রচনা থেকে খানিকটা পড়ে শোনালেন। মনে হ'ল, তিনি যেন স্প্রীংফিল্ডে তাঁর পুরানো উকিলের অফিসের জীবনে ফিরে এসেছেন। বারবার রাতের খাওয়ার ডাক এল, হাত নেড়ে পরিচারককে যেতে ইসারা করে লিঙ্কন পড়েই চলেছেন। অবশেষে মেরীর কাছ থেকে প্রায় 'হুকুম' এল যে, তাঁরা টেবিলে লিঙ্কনের জন্য অপেক্ষা করছেন। অনিচ্ছায় তিনি দাঁড়িয়ে উঠে আগন্তুকদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। কেনই বা তাঁকে থিয়েটারে যেতে হবে, আর এভাবে বহু লোকের কাছে নিজেকে জাহির করতেই বা হবে কেন?

থিয়েটারে যাবার জন্য বেরুচ্ছেন এমন সময় দক্ষিণের এক বন্দীর দরখাস্ত

এল। সে বক্তৃতার শপথ নিতে রাজী হয়ে মুক্তির প্রার্থনা জানিয়েছে। দরখাস্তের উপর প্রেসিডেণ্ট লিখলেন, "তাই করা হোক"। এইভাবে দক্ষিণের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনই হ'ল লিঙ্কনের প্রায় শেষ সরকারী কাজ।

প্রেসিডেণ্ট সদলে থিয়েটারে পৌঁছাবার আগেই "আমাদের মার্কিনী ভাই" (Our American Cousin) নাটকের অভিনয় আরম্ভ হয়ে গেছে। লিঙ্কন এবং তাঁর স্ত্রী পেক্ষাগৃহে প্রবেশমাত্রই হর্ষধ্বনি উঠল—অভিনয় স্থগিত হ'ল; প্রত্যেকে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো এবং ব্যাণ্ডে "জয় অধিনায়ক" সুর বাজতে লাগল। প্রেসিডেণ্ট মাথা নীচু করে' এই সম্বর্ধনা গ্রহণ করলেন এবং আবার অভিনয় চলতে লাগল।

প্রায় দু'ঘণ্টা কেটে গেল। ধীরে ধীরে আততায়ী বক্সের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। প্রায় দশটা বাজে। কাছাকাছি একটা পানশালা থেকে খানিকটা হুইস্কি খেয়ে মনের জোর করে' লোকটা অন্য যে কোন নিরীহ দর্শকের মতো থিয়েটারে ঢুকেছিল। বক্সের বাইরের দরজায় যে রক্ষীটি দাঁড়িয়েছিল অভিনয়ের মধ্যেই আততায়ী তার কাছে এসে একখানা কার্ড দিয়ে বল্লে যে, প্রেসিডেণ্টকে একটা সংবাদ দিতে হবে এবং তিনি এই আগন্তুকের জন্য অপেক্ষা করছেন। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, রক্ষী লোকটিকে ভিতরে ঢুকতে দিলে। আততায়ী তাড়াতাড়ি বাইরের দরজাটার ভিতর দিকে একটা কাঠের হুড়কো এঁটে দিলে—সকালেই সে এটা তৈরী করে রেখেছিল। এবার বক্সের দরজায় গিয়ে আগে থেকেই তাতে যে ছেঁদা করে' রেখেছিল তাতে চোখ রেখে দূরত্বটা আন্দাজ করে নিলে। প্রেসিডেণ্ট দরজার কাছেই বসেছেন, পাশে তাঁর স্ত্রী। স্টেজের দিকে বক্স খোলা থাকে, কাজেই সেখান থেকে মঞ্চের উপর লাফিয়ে পড়ে প্রেক্ষাগৃহের দরজা দিয়ে পালানো সহজ হবে।

ভিতরের দরজাটা খুলে, কেউ মুখ ফেরাবার আগেই সে এক মুহূর্তে প্রেসিডেণ্টের মাথায় পিস্তলের গুলী চালিয়ে দিলে। প্রেসিডেণ্টের রক্ষী মেজর হত্যাকারীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ ছোরার ঘা খেয়ে পিছন

দিকে চলে পড়লেন। বক্সের রেলিংটা পার হ'তে গিয়ে ইউনিয়ন পতাকায় আততায়ীর জুতোর কাঁটা আটকে গেল—ঠিকমত লাফাতে না পেরে সে মেঝেয় পড়ল এবং তার একটা পা ভেঙে গেল। তবু, দাঁড়িয়ে উঠে এবং এই রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ে সে যেমন বহুবার করেছে সেইভাবে উদ্যত ছোরা আস্ফালন করে' চেঁচিয়ে "Sic semper tyrannis!" "অত্যাচারের শেষ পরিণাম" এই লি বলতে বলতে আতঙ্কিত দর্শকদের মাঝখান দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

চীৎকার উঠল, "প্রেসিডেণ্টকে গুলী করেছে"; কে যে একথা বল্লে তা কেউ জানে না, প্রথমে সে কথাগুলির অর্থও কেউ বুঝল না। মেরীর ভীতিবিহ্বল চীৎকারে অনেকেই আতঙ্কের মোহ থেকে যেন জেগে উঠল। যখন বন্দুকের শব্দ হয়েছিল তখন অভিনয়ে তারা যে কি কথা বলছিল অভিনেতারাও তা স্মরণ করতে পারলে না। চারিদিকে গোলমাল হচ্ছে—এর মধ্যে খাড়া সঙীন-ধারী সৈন্যেরা থিয়েটারে ঢুকে পড়ায়, হট্টগোল আরও বেড়ে গেল।

মাথার আঘাত থেকে রক্তপাতে প্রেসিডেণ্ট চেয়ারের মধ্যেই অচেতন হয়ে পড়ে আছেন। ধরাধরি করে' তাঁকে পথের অপর দিকের একটা বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হ'ল।

সে বাড়ীতে যে বিছানায় তাঁকে রাখা হ'ল, লিঙ্কনের সেই মৃত্যুশয্যা তাঁর দীর্ঘাকার দেহের তুলনায় অনেক ছোট, সুতরাং তাঁকে বেঁকিয়ে শোয়াতে হ'ল। এই প্রাণঘাতী আঘাতের বিরুদ্ধে তাঁর বলিষ্ঠ শারীরিক প্রকৃতির দ্বন্দ্ব চলল নয় ঘণ্টা ধরে। লিঙ্কন অচেতন শুয়ে আছেন—সকাল অবধি গভীর প্রশ্বাস পড়েছে। পাশের ঘরে শুয়ে আছেন মেরী—মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরাও সকলে উপস্থিত। সকাল সাতটায় অজ্ঞান অবস্থায় লিঙ্কনের লোকান্তর হ'ল তীর্থযাত্রীর মতো অচেনা বিছানায়, প্রত্যাদিষ্ট সাধুর মতো পবিত্র গুড ফ্রাইডের দিন আততায়ীর হাতে নিহত হয়ে।

প্রাচীন কালের শ্রেষ্ঠ নরপতিদের যোগ্য সম্মানে আমেরিকা জনগণের স্নেহাভিষিক্ত এই মানুষটিকে সমাহিত করেছে। চার বৎসর পূর্বে যে সকল

স্থানের মধ্য দিয়ে লিঙ্কন রাজধানীতে এসেছিলেন সেই সব জায়গা ঘুরিয়ে দীর্ঘপথ বেয়ে তাঁর শব নিয়ে আসা হ'ল তাঁর নিজের বাড়ীতে। স্প্রিংফিল্ডের ছোট সমাধিস্থানে অগণিত জনতা তাঁর শবাধারের পাশে দাঁড়িয়ে সম্মান জানাবার পর, লিঙ্কনের ছোট ছেলের কবরের পাশে—তাঁর মতো মহানুভবের মর্যাদার উপযুক্ত গাম্ভীর্যে তাঁর শবাধার মাটির মধ্যে নামানো হ'ল।

দেশ থেকে দেশে বাহিত হবার সময় শত্রু ও মিত্র উভয়েরই ছায়া পড়েছে এই শবাধারের উপর। এব্রাহাম লিঙ্কনের মৃত্যুকাল থেকে আর কখনও ইউনাইটেড ষ্টেটসে কোন নিরপরাধকেই পায়ে বেড়ী পরতে হয় নি। তাঁর জীবন, কর্ম ও নিধনের পর থেকে ঈশ্বর দয়া করে যাকেই প্রাণ দিয়েছেন, আমেরিকায় সে জন্মেছে স্বাধীন হয়ে।